করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

21 April 2022, Thursday, 6th Year, Issue 266, 40 Pages

নৈতিকতা-নীতিশাস্ত্র এড়িয়ে একটি চড়

পৃষ্ঠা ৩২

২১ এপ্রিল ২০২২, ৮ বৈশাখ ১৪২৯, ২০ রমজান ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৬৬, পৃষ্ঠা: ৪০

আত্মবিশ্বাসী জো বাইডেন

নির্বাচন: ২০২৪

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, এ বছর খারাপ সময়ের মধ্যদিয়ে গেলেও আগামী বছর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘুরে দাঁড়াবেন।

ইব্রাহীম চৌধুরী

জো বাইডেন ও বারাক ওবামা

২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনই পারবেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারাতে। অন্তত তিনি তা মনে করেন। এমন মনে করেন দেখেই সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কাছে পুনর্নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কথা জানিয়েছেন বাইডেন। একান্ত আলোচনায় সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সাথে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এমন আলোচনা নিয়ে মার্কিন সংবাদ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠান। ছবি: সৈয়দ মাসুদুল কবির

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ইফতার

জাকির হোসেইন

লেখক, সাংবাদিক আর নাগরিক সংগঠকদের উপস্থিতিতে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ইফতার আয়োজন ভিন্ন হয়ে উঠেছিল। ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাংলা নবর্ষের দিনে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে আয়োজিত ইফতার আয়োজন শুরু হয় বর্ষবরণের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে। আগত অথিতিরা কথা বলেছেন রমজানের তাৎপর্য নিয়ে। সহনশীলতা ও সংযমের শিক্ষা নিয়ে। প্রথম আলো উত্তর

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

চতুর নির্বাচনী কৌশলে ট্রাম্প

নির্বাচন: ২০২৪

আগেই কিছু রাজ্যে সেক্রেটারি অব স্টেট পদে তাঁর অনুগত লোকজনকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচনে দাঁড় করাচ্ছেন ট্রাম্প ।

বিশেষ প্রতিনিধি

ডোনাল্ড ট্রাম্প

আমেরিকার রাজনীতিতে এবারই প্রথম ভিন্ন এক পদের নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে রাজনৈতিক

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ডেমোক্র্যাট দল ‘নৈরাজ্যবাদী বাম উন্মাদ’: ট্রাম্প

বিশেষ প্রতিনিধি

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইস্টার সানডে উপলক্ষে দেয়া বার্তায় ডেমোক্র্যাট দলকে ‘নৈরাজ্যবাদী বাম উন্মাদ’ বলে উল্লেখ করেছেন।

১৭ এপ্রিল রোববার সেভ আমেরিকা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

বাইডেনের জয় বানচালের নতুন তথ্য বের হচ্ছে

রহমান মাহবুব

মাইক লী

২০২০ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটেল হিলে হামলা এবং সে সময়ে ক্ষমতাকেন্দ্রিক মার্কিন রাজনীতির নতুন নতুন তথ্য উদঘাটিত হচ্ছে। ইউটাহ সিনেটর মাইক লীর এ সংক্রান্ত নতুন টেক্সট মেসেজ উদ্ধার হয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সিনেটার লী এবং তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চিফ অব স্টাফ মার্ক মিডোজের

এরপর পৃষ্ঠা ৩২ কলাম ১

ঈদে ঘরে ফেরা

৯ দিনের ছুটিতে ৬ কোটির ছুটোছুটি

কমল জোহা খান

আর মাত্র দিন দশেক পর ঈদ। ১ মে চাঁদ দেখা গেলে ২ এপ্রিল, না হলে পরদিন ৩ এপ্রিল পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদ একদিন আগে-পরে হলেও বাংলাদেশের মানুষ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

আপনার প্রিয়জন যদি ডিমেনশিয়ায় ভোগেন তাহলে তিনি ২৪ ঘন্টার জন্য হোম কেয়ার সার্ভিস পাবেন।

আমাদের সার্ভিস সমূহ:

ফারসোনাল কেয়ার এইডস
হোম হেলথ এইডস
দক্ষ নার্সিং কেয়ার
থেরাপিস্ট

আমরা বাংলায় কথা বলি

HumanCare
HOME HEALTH CARE SERVICES

Companionship. Comfort. Peace of Mind.

Tel: 718-435-1100ex 272

www.HumanCareNY.com

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ–এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

AUTHORIZED e-file PROVIDER

NOTARY PUBLIC

Direct Deposit

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমুলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish,, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ধর্মীয় আমেজে জেবিবিএ'র ইফতারে কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেন। ছবি: সংগৃহীত

হারুন-ফাহাদ নেতৃত্বাধীন জেবিবিএ'র ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

হারুন-ফাহাদ নেতৃত্বাধীন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন-জেবিবিএ'র ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১১ এপ্রিল।

নিউইয়র্কের উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেসে অনুষ্ঠিত এ ইফতারে জেবিবিএ'র সদস্য ছাড়াও কমিউনিটির নানা শ্রেণী-পেশার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি হারুন ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান ও কোষাধ্যক্ষ সেলিম হারুনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন কুইন্স ব্যুরো প্রেসিডেন্ট ডোনোভান রিচার্ডস, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটস, স্টেট সিনেটর জন ল্যু, অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মো. মনিরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মনসুর চৌধুরী, সহ-সভাপতি বাবু খান, মোহাম্মদ আলম নমি ও মো. আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ হোসেন বাদশা, সদস্য কামরুজ্জামান বাচ্চু, আবদুল হামিদ, সাখাওয়াত বিশ্বাস, উপদেষ্টা এমকে রহমান মাহমুদ, রুহুল আমিন সরকার, পরিচালক কাজী মন্টু, আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, কামরুজ্জামান কামরুল, রাশেদ আহমেদ।

অনুষ্ঠানে কুইন্স ব্যুরো প্রেসিডেন্ট ডোনোভান রিচার্ডস বলেন, নিরাপত্তা ইস্যুতে গভর্নরের দেয়া বরাদ্দ যথাযথভাবে কাজে লাগান হবে। ব্যুরোর প্রত্যেকটি মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। এখানে বসবাসরত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে টার্গেট করে কোনো হামলা বরদাশত করা হবে না। মূলধারার রাজনীতিকরা বলেন, ব্যবসায়ীরা জ্যাকসন হাইটস তথা নিউইয়র্ককে উন্নত করছেন।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম বলেন, প্রবাসে এই সংগঠনটি বাংলাদেশি ব্যবসায়ীসহ কমিউনিটির স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

'সহিংসতার চক্র' বন্ধ করার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন

অনলাইন ডেস্ক

সম্প্রতি ইসরায়েলের অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে আল আকসা মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলি পুলিশের সঙ্গে ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারীদের নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। এই সংঘর্ষ থামাতে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এই আহ্বান জানান।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, ফিলিস্তিনির প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাইর লাপিদের সঙ্গে ফোনালাপ করেছেন ব্লিঙ্কেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, সহিংসতার চক্রের অবসান ঘটাতে উভয় পক্ষের সংযম অনুশীলন প্রয়োজন।

বারী হোম কেয়ারের লিড এফ আই সম্মাননা অর্জন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে হোম কেয়ার সার্ভিসে জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বারী হোম কেয়ার। ২০২০ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে হোম কেয়ার ব্যবসার ক্ষেত্রে লিড এফআই প্রদানের জন্য নিউইয়র্ক ডিপার্টম্যান্ট অব হেলথ সব হোম কেয়ার এজেন্সির কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ করেছিল। সেসময় প্রায় ৪০০ হোম কেয়ার এজেন্সির মধ্য থেকে নিউইয়র্ক স্টেট মাত্র ৬৫টি হোম কেয়ার এজেন্সিকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করে। এর ফলে অন্যান্য হোম কেয়ার এজেন্সির কাছ থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অনেক আলোচনার পর ৮ এপ্রিল সিনেটে আইন পাস করা হয় যে, ২০২০ সালের ১ থেকে ৩ জানুয়ারির মধ্যে যে সব হোম কেয়ার এজেন্সিতে ২০০ ক্লায়েন্টের সার্ভিস দেয়া হয়েছে তাদের লিড এফআই প্রদান করা হবে। ফলস্বরূপ আরও বেশ কিছু হোম কেয়ার এজেন্সি লিড এফআই হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশি হোম কেয়ার এজেন্সি বারী হোম কেয়ার অন্যতম।

নিউইয়র্কে হোম কেয়ার সার্ভিসে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বারী হোম কেয়ার, যা দীর্ঘ দিন ধরে কমিউনিটিতে অসুস্থ, শারীরিকভাবে চলাফেরায় অক্ষম এবং প্রবীণদের হোম কেয়ার সেবা দিয়ে আসছে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে। বারী হোম কেয়ারের সিইও আসেফ বারী টুটুল বলেন, "প্রায় অর্ধ যুগ ধরে হোম কেয়ার সেবা প্রদানে আমাদের পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার ফসল আজকের এই অর্জন। নিউইয়র্ক স্টেট কর্তৃক লিড এফআই অর্জনের এই বিরল সম্মান আমাদের গ্রাহকদের ভবিষ্যতে আরও নিবেদিতপ্রাণ সেবা দিতে উদ্বুদ্ধ করবে।"

আসেফ বারী টুটুল

উল্লেখ্য, বারী হোম কেয়ার নিউইয়র্ক স্টেটের আইন মেনে সহজ পদ্ধতিতে মেডিকেইড অনুমোদিত সিডিপেপ প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করে থাকে এবং হোম কেয়ার সার্ভিস দিয়ে থাকে। বারী হোম কেয়ার দ্রুত সময়ের মধ্যে হোম কেয়ার সেবা দেয়। আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে অর্থ উপার্জনের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বারী হোম কেয়ার।

এছাড়া বারী হোম কেয়ার চলমান কেস ট্রান্সফার করে, সর্বোচ্চ ঘণ্টা এবং সর্বোচ্চ আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে। জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন, ওজোন পার্ক, লং আইল্যান্ড, বাফেলোসহ বারী হোম কেয়ারের সব অফিস কমিউনিটিতে বয়স্ক এবং অক্ষমদের সর্বক্ষণ সেবা দিয়ে চলেছে।

মেডিকেডের আওতাভূক্ত যে কেউ হোম কেয়ার সার্ভিস নিতে পারেন। প্রতিষ্ঠানটি কেয়ার গিভারের চাকরিও প্রদান করে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৯৮-৭১০০, ৭১৮-২৯১-৪১৬৩, ৬৩১-৪২৮-১৯০১

এদিকে করোনাকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালি কমিউনিটিতে আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ অবদান রাখার জন্য কোভিড-১৯ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছিলেন কমিউনিটির প্রিয়মুখ নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, রংপুর জেলা সমিতির প্রেসিডেন্ট ও বারী হোম কেয়ারের সিইও আসেফ বারী টুটুল।

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।

আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

আমরা বাংলায় কথা বলি

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

Ms. Farzana Choudhury

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent
এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Members: NSA NATP Member of AICPA naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

OFFICIAL NOTARY PUBLIC DULY COMMISSIONED

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

VISA MasterCard DISCOVER
Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

ইমিগ্র্যান্ট এন্ডার হোমকেয়ার লিডএফআই হিসেবে অর্ন্তভুক্ত

উত্তর আমেরিকা অফিস

গিয়াস আহমেদের ইমিগ্র্যান্ট এন্ডার হোমকেয়ার দীর্ঘদিন যাবৎ সুনামের সাথে এবং হেলথ ডিপাটমেন্টের আইন মেনে বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ অন্য আমেরিকানদের হোমকেয়ার সেবা দিয়ে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং সিইও কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ আমেরিকা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং আমেরিকার মূলধারার রাজনীতির পথিকৃৎ গিয়াস আহমেদ এবং সভাপতি হিসেবে স্ত্রী নুসরাত আহমেদ নীপা দায়িত্ব পালন করছেন।

ইমিগ্রান্ট এন্ডার হোমকেয়ারের কর্পোরেট অফিস জ্যাকসন হাইটসে থাকলেও এই প্রতিষ্ঠানের শাখা অফিস বাফেলো, আলবানি, ব্রঙ্কস, ওজন পার্ক, জ্যামাইকা, লং আইল্যান্ড এবং ম্যানহাটনে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের সততা, নিষ্ঠা এবং দ্রুত হোমকেয়ার সার্ভিস প্রদানের জন্য কমিউনিটিতে সুনাম এবং সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গৌরব অর্জন করেছে।

গতবছর লিডএফআই'র ডিপার্টেমেন্ট অব হেলথ এপলিকেশন নিয়েছিল সকল হোমকেয়ার এজেন্সির কাছ থেকে। প্রায় ৪০০ হোমকেযার এজেন্সির মধ্য স্টেট মাত্র ৬৫ এজেন্সিকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করেছিল। এর ফলে হোমকেয়ার এজেন্সির কাছ থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অনেক আলোচনার পর গত সপ্তাহে সিনেটে আইন পাস করা হয় যে গত ১/১/২০২০ থেকে ১/৩/২০২০ এর মধ্যে যে সমস্ত হোমকেয়ার এজেন্সিতে ২০০ ক্লায়েন্ট ছিল তাদের লিডএফআই দেয়া হবে। এর ফলে আরও বেশ কিছু হোমকেয়ার এজেন্সি লিডএফআই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যাদের মধ্যে বাংলাদেশি মালিকাধীন গিয়াস আহমেদের ইমিগ্র্যান্ট এন্ডার হোমকেয়ার অন্যতম।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য ৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮, ৭১৮-৪৫৭-০৮১৩ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন গিয়াস আহমেদ। তিনি বলেন,” দীর্ঘদিন যাবত আমরা আলবানীতে লোবিং করে আসছি যাতে হোমকেয়ারের সেবার উন্নয়ন এবং সেবার মুল্য বৃদ্ধি করা হয়। আশা করি আমাদের পরিশ্রম সফল হবে।'

তিনি এজন্য নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্নর, সিনেট এবং এসেম্বলির মেম্বারদের ধন্যবাদ জানান।

ইমিগ্যান্ট এন্ডার হোম কেয়ার নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক লিডএফআই হিসেবে অর্ন্তভূক্ত। ছবি : সংগৃহীত

জেবিবিএ’র ইফতার মাহফিল। ছবি : প্রথম আলো

জেবিবিএ’র ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েন অব এন ওয়াইয়ের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

২০ এপ্রিল জেবিবিএ’র সভাপতি গিয়াস আহমেদের সভাপতিত্বে, সাধারণ সম্পাদক তারেক তারেক হাসান খানের পরিচালনায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ীরা এতে উপস্থিত ছিলেন। ইফতারপূর্ব এক আলোচনা সভায় জেবিবিএ সভাপতি গিয়াস আহমেদ বলেন, ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার্থে জেবিবিএ গঠিত হয়। ব্যবসায়ীদের কল্যাণে অব্যাহতভাবে জেবিবিএ কাজ চালিয়ে যাবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তাদের হাসান খান আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেবিবিএ’র সাবেক সভাপতি শাহ নেওয়াজ, সাবেক সভাপতি জাকারিয়া মাসুদ, রাজনীতিবিদ ও কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন, কাজী আযম, জসিম উদ্দিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আহসান হাবিব।

অনুষ্ঠানে ষ্টেট সিনেটর জন লু, ষ্টেট এসেমবলী মেম্বার জেনিফার রাজকুমার, ১১৫ পুলিশ পর্সেনটের কমান্ডার আলতাবেরী, প্রাক্তন সিনেটর হাইরাম মুনসুরাত এবং কংগ্রেসম্যান এবং গভর্নর পদ প্রার্থী থম সয়ুয়াজী বক্তব্য রাখেন।

রংপুর জেলা এসোসিয়েশনের ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

পবিত্র রমজান উপলক্ষে রংপুর জেলা এসোসিয়েশন ইনকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০ এপ্রিল রোববার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ কিং কাবাব রেস্টুরেন্টে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে আয়োজিত মাহফিলে প্রবাসী রংপুরবাসীসহ দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ দোয়া করা হয়। মাহফিলে আগতদের স্বাগত এবং ধন্যবাদ জানান সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মিয়া দুলু ও সাধারণ সম্পাদক জাকিউল উদ্দিন উৎপল।

রংপুর জেলা এসোসিয়েশন ইনকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল। ছবি : সংগৃহীত

উৎসাহ-উদ্দীপনায় মিশিগানে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত

পার্থ সারথী দেব, *মিশিগান*

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মিশিগানের বিভিন্ন স্থানে বাংলা নববর্ষ পালিত হয়েছে। করোনার কারণে গত দুই বছর বর্ষবরণের এই উৎসব পালন করা যায়নি। তাই এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সবার মধ্যেই ছিল বিশেষ আগ্রহ। পহেলা বৈশাখের উৎসব উপলক্ষে প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ছিল বৈশাখী সাজ। সবাই রংবেরঙের কাপড় পরে অংশ নেন এ অনুষ্ঠানে। বিশেষ করে এখানে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

দুর্গা মন্দির : গত ১৬ এপ্রিল শনিবার ডেট্রয়েটের দুর্গা মন্দির নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মন্দিরটি সেজেছিল বৈশাখী সাজে। মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে ছিল মঙ্গল শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের ছবি, আর এই ছবিগুলি এঁকেছে এই প্রজন্মের প্রতিনিধি মৌমিতা চৌধুরী। মন্দিরের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল সকালে মন্দিরের সম্প্রসারণ করার জন্য ভূমিপূজা, দুপুরে পূজা, আরাধনা, প্রসাদ বিতরণ। মধ্যাহ্নভোজে ছিল পান্তাভাতসহ বিভিন্ন ধরণের নিরামিষ ভর্তা, রকমারি তরকারী, ব্যঞ্জন, বিরুন চালের ভাত, দই পায়েশসহ বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি। বিকেলে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান, ছিল কবিতা আবৃতি, শিশু কিশোরদের গান, নৃত্য। গ্রাম বাংলার দেশীয় আমেজে একদল ছোট্ট সোনামনিদের অংশগ্রহণে ফ্যাশন শো। ছিল স্থানীয় শিল্পীদের গান ও নৃত্য। সবশেষে ছিল নিউইয়র্ক থেকে আগত অতিথি শিল্পী রাজীব ভট্টাচার্যের একক সঙ্গীত সন্ধ্যা।মন্দিরে ছিল উপচে পড়া ভিড়। দুর্গা মন্দিরের সভাপতি ও কমিটির নেতৃবৃন্দ সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সব শিশু, কিশোর কিশোরীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন প্রদীপ চৌধুরী, উর্মি সুত্রধর ও পার্থ দেব।

শিব মন্দির : ১৭ এপ্রিল রোববার ওয়ারেন সিটির শিব মন্দিরে নববর্ষ পালিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল কবিতাপাঠ, সমবেত সঙ্গীত, ছোটদের গান, নাচ, স্থানীয় শিল্পীদের নৃত্য, গান। শিল্পীরা আধুনিক, দেশাত্নবোধক ও লোকগীতি পরিবেশন করেন। সবশেষে ছিল দর্শক শ্রোতাদের অংশ গ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। দুপুরে সবাইকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

কালীবাড়ী: ১৬ এপ্রিল শনিবার ওয়ারেন সিটির কালীবাড়ীতে নববর্ষ উদযাপন করা হয়। দুপুরে ছিল পূজা, আরাধনা ও প্রসাদ বিতরণ। বিকেলে মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়।

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মিশিগানে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হয়। ছবি : প্রথম আলো

সম্পাদকীয়

দূর হোক কুসংস্কার

নারীদের জন্য মাসিক একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। রক্ষণশীল সমাজে কিন্তু এখনও এনিয়ে কথা বলতে লজ্জা পান অনেক নারী। অনেকে বিশ্বাস করেন নানা কুসংস্কার। এর মাঝেই মাসিক নিয়ে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে, যা জেনে মন ভালো হয়ে যায়। ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার বিদায়ী শিক্ষার্থীরা নিজেদের চাঁদার টাকা দিয়ে অনুজ শিক্ষার্থীদের জন্য হাইজিন স্যানিটারি প্যাড ভেন্ডিং মেশিন উপহার দিয়েছে। সাধারণত দেখা যায়, অনুজ শিক্ষার্থীরা তাদের চাঁদার টাকা দিয়ে বিদায়ী অগ্রজদের কিছু না কিছু উপহার দেয়। কিন্তু বিদ্যাময়ীর বিদায়ী শিক্ষার্থীরা উল্টো অনুজদের উপহার দিয়েছে। আর সেই উপহারটি যে কত উপকারী, তা নারীমাত্রই বোঝেন।

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের এমন উদ্যোগে খুশি বিদ্যাময়ীর শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকেরাও। যার প্রয়োজন হবে, ভেন্ডিং মেশিনে একটি কার্ড স্ক্যান করলেই স্যানিটারি প্যাড বেরিয়ে আসবে। স্কুল চলাকালে হঠাৎ করে কারও মাসিক শুরু হলে ভেন্ডিং মেশিনটি সাহায্য করবে। পশ্চিমা সমাজে বয়ঃসন্ধির অনেক আগেই এ নিয়ে মেয়েদের সচেতন করে দেয়া হয়। প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনেই এমন করা হয়। আমাদের প্রথম প্রজন্মের প্রবাসীদের মধ্যে জড়তা দেখা যায়। বাংলাদেশ থেকে বাইরে অবস্থান করা প্রথম প্রজন্মের অনেক নারীর এনিয়ে সচেতনতা সঙ্গতকারণেই কম। পশ্চাদপদ দেশে এ বিষয়টিকে নানা ধর্মীয় সংস্কার দিয়েও জটিল করে রাখা হয়েছে। কোনো কোনো ধর্মে এ সময়টিতে নারীকে অপবিত্র বলে আগে বলা হয়েছে। ঋতুমতী নারীকে অপবিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং কিছু নিয়ম দেয়া হয় অনুসরণ করার জন্য। একজন ঋতুমতী নারীকে রান্নাঘর, প্রার্থয়ানালয়ে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হয় না। তার জোরে জোরে কথা বলা, ফুল দিয়ে সেজে ওঠা ও কোনো ব্যক্তিকে স্পর্শ করা নিষেধ। হ্যাঁ, এই ধর্মীয় আচার এখনও অনুসরণ করা হয়! একটি ঋতুমতী নারী সমাজে নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়, এমনকি তার মাসিক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে পরিবারে ফিরে আসতে অনুমতি না দেয়ার ঘটাও আমরা জানি। বিভিন্ন ধর্মে এমন সংস্কার এখনও চালু আছে বলেই আমরা জানি। অথচ এ নিয়ে আমাদের প্রকাশ্যে তেমন কোনো কথা হয় না। ট্যাবু ভেঙে কিছু কথা এখানে বলা দরকার। সাধারণত ৮ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে মেয়েদের মাসিক শুরু হয়। গড় হিসাবে ১২ বছর বয়সের মধ্যে অধিকাংশ মেয়ের মাসিক শুরু হয়ে থাকে, অর্থাৎ স্কুলপড়ুয়া মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালেই এই শারীরিক প্রক্রিয়ার শুরু। মাসিক নিয়ে ভুল ধারণাগুলোর একটি হলো, মাসিকের রক্তের সঙ্গে শরীরের দূষিত রক্ত বের হয়ে যায়। কিন্তু মাসিকের সময় যে রক্তস্রাব হয়, তা শরীরের সাধারণ রক্ত। জরায়ুর শ্লেষ্মাঝিল্লির ভেতরের রক্তবাহী নালিকাগুলো ছিঁড়ে রক্তস্রাব হয়। এ সময় পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশ্রাম জরুরি। মাসিকের সময় হিমোগ্লোবিন, আয়রনের ঘাটতি হয়। তাই এই সময় পর্যাপ্ত পানি, ক্যালসিয়াম ও আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। এ সময় ব্যায়াম করলে মন চাঙা হয়, শরীরের ব্যথাও কম অনুভূত হয়। এসব সচেতনতার পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এ সময়টিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। সে জন্য স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করা ভালো।

স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করার ব্যাপারটি অনেকের কাছেই অপছন্দনীয়, রীতিমতো ট্যাবু। তাই গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেখা যায়। মাসিকের সময় সচেতনতা ও স্যানিটারি প্যাড ব্যবহারের পক্ষে বিজ্ঞাপনগুলো যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। কিন্তু বাংলাদেশ বা ভারতের মতো দেশে অনেকে এখনো অস্বাস্থ্যকর কাপড় বার বার ব্যবহার করে থাকেন, যেগুলো ত্যানা বা ন্যাকড়া হিসেবে পরিচিত। এগুলো বরাবরই নানা রকম স্ত্রীরোগের আশঙ্কা সৃষ্টি করছে। আবার স্যানিটারি প্যাডও একটি নির্দিষ্ট সময় পর ফেলে দিতে হয়। নতুবা জরায়ুমুখে ইনফেকশনের আশঙ্কা রয়ে যায়। ওভালুয়েশন পিরিয়ড বা মিন্সের বিষয়টা একেবারেই স্বাভাবিক এবং আমাদের সবার জন্মের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। রক্ষণশীল সমাজের এমন কপাল ঘোচানো-ভ্রু কুঁচকানো আচরণ দেখে নারীরাও একসময় এটাকে অপবিত্রতার লক্ষ্মণ মনে করতে শুরু করে।

নতুন একটি প্রাণ পৃথিবীতে আনার পূর্বপ্রক্রিয়াস্বরূপ একটি নারী যখন প্রতিমাসের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে ব্যাথায় কুকড়িয়ে যায়, দুমড়ে-মুচড়ে যায় শরীরের ভেতরের নাড়ী-নক্ষত্র পুরুষ বা সমাজ তার কিছুই টের পায় না। কখনও কোনো নারীর পাজামায় ভুলবশত ও ঋতুস্রাবকালীন পিরিয়ডের রক্তের বিন্দুমাত্র দাগ দেখা যায়-সমাজ দাঁত কেলিয়ে হাসে আর লজ্জা দেয় নারীকে। অথচ ভাবে না আমাদের সবার মা-বোনেই এই দুঃসহ যন্ত্রণা এবং সমাজের অপবিত্র দৃষ্টি উপেক্ষা করেই আমাদের কে এনেছিল পৃথিবীতে। আমাদের সবার মা-বোনই মাসের একটা সময় এমন অস্বস্তিকরভাবে দিন কাটায়। পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, ভ্রুঁ কুচকে আমরা তার ব্যাথা আর অস্বস্তিকে করে তুলি দ্বিগুণ।

শরীরবৃত্তিয় এ বিষয়টি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হোক পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে। বিশ্ব সভ্যতার আজকের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে সমাজকে, পরিবারকে এমন নানা সংস্কারের সাথে লড়াই করতে হচ্ছে, ভাবলেই কষ্ট লাগে। সংস্কার দূর করার ক্রমাগত প্রয়াস আমরা আমাদের প্রত্যেকের অবস্থান থেকে চালিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

চলার কথা সামনে তবু চলছি পিছে

চিররঞ্জন সরকার

দেশ, দেশের মানুষ বা জাতি হিসেবে আমরা কি এগোচ্ছি, না পেছনে যাচ্ছি? আমাদের বিবেক-বুদ্ধি-চেতনা কি লোপ পাচ্ছে? আমরা কি সত্যি যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞানসমৃদ্ধ একটি মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন জাতিতে পরিণত হচ্ছি? নাকি বর্বর হচ্ছি? তা না হলে এখনো কেন আমাদের সাজ-পোশাক নিয়ে দলাদলি হয়? কেন একদল মানুষ আরেক দলের প্রতি ঘৃণা ছড়ায়? এক পক্ষ আরেক পক্ষকে অপমান করে? কেন এখনো ধর্ম আর বিজ্ঞানকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে 'কে শ্রেষ্ঠ', সেই কূট তর্ক জুড়ে দেওয়া হয়? ধর্ম আর বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একজন স্কুলশিক্ষককে কেন জেলে যেতে হয়? সত্যিই কি বিদ্যা-শিক্ষা-জ্ঞান-গরিমায় আমরা এগোচ্ছি? নাকি পিছিয়ে যাচ্ছি? এখনো কেন অন্ধ মানসিকতা থেকে আমরা কেউই বেরোতে পারছি না? কেন বারবার বোঝানোর দরকার হয়ে পড়ে যে আমরা মানুষ, কোনো বন্য প্রাণী নই?

আসলে, সমাজের ভেতরে পচন ধরে গিয়েছে অনেক দিন। রোগ দানা বেঁধেছে মনের গভীরে। ফলে খুব সহজেই আমরা বিচার করে ফেলছি মানুষকে নিজের ভাবনার মাপে। অন্ধকার অতীতের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বর্তমানের সময়কে বিচার করছি। মানুষের বিচারও করে ফেলছি খুব দ্রুত। ধর্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ। ধর্মের আফিমে বুঁদ হয়ে আছে সম্প্রদায়গত ভিন্নতা তথা হানাহানি আর তাতেই মৃতপ্রায় শাশ্বত সোনার বাংলার মাটি। এই স্বাধীনতার জন্যই কি এত মানুষ শহীদ হয়েছিলেন? উত্তর নেই। এক অজানার পথে এগিয়ে চলছে আমাদের প্রিয় স্বদেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই চিরন্তন বাণী 'যত মত, তত পথ' আমাদের সত্যিই কি কিছু শেখাতে পেরেছে?

কঠিন দুঃসময় আমাদের সামনে। পথের খোঁজ না পেয়ে শুধুই ভুল পথের সন্ধানে ছুটে চলেছি নেশাগ্রস্তের মতো। অন্ধকার চারদিক। ধর্মের আফিম যদি আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশকে বুঁদ করে রাখে, তাহলে মৌলবাদ সর্বক্ষেত্রেই প্রভাবিত হবে আর এটাই স্বাভাবিক। হিংসা আর প্রতিহিংসা প্রতিনিয়ত বুঝিয়ে দেবে আমাদের, আমরা নিজেরাই কতটা অসহায়! পরবর্তী প্রজন্মের হাতে রেখে যাব শুধুই একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাজ? ধর্মের দিশা আমরা চিনিনি। বেছে নিয়েছি বিশৃঙ্খলা। খুব কাম্য ছিল? উত্তর কিন্তু দিতে হবে রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই। দায় শুধু মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দায় এড়ালে হবে না। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দল বা তথাকথিত সাম্প্রদায়িক দল কেউ দায় এড়াতে পারে না। কারণ, জনমন প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাদের হাতেই। তাদের হাতেই বিকশিত হয়েছে সমাজের মানুষ, তাদের চিন্তা-চেতনা।

কয়েক দশক ধরে একটু একটু করে ধর্মের তালিম দেওয়া হয়েছে। একশ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করেছে। দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষকে ভুলভাল বুঝিয়ে, পরকালের লোভ দেখিয়ে, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার চাষ করেছে। ধর্মকে বঞ্চিত স্বপ্নহীন মানুষের সামনে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই ধর্মব্যবসায়ীরা গরিব মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজেরা ঠিকই বড়লোক হয়েছে। বিলাসবহুল জীবন কাটিয়েছে। দামি বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়েছে। সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে এবং বাইরের দেশে লেখাপড়া শিখিয়েছে। আর দেশের নিরন্ন, নিরক্ষর মানুষের সন্তানদের জন্য দাওয়াই দিয়েছে ধর্মীয় শিক্ষার। তাদের ধর্মীয় আচারসর্বস্ব জীবনযাপনের তালিম দেওয়া হয়েছে। কট্টর ধর্মীয় বিধান পালনের মধ্যেই যে মুক্তির পথ রয়েছে, সে ব্যাপারে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর খেপিয়ে তোলা হয়েছে ভিন্ন ধর্ম ও মুক্তমনা মানুষদের প্রতি। ধর্মের উদার, সহনশীল, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়ে তোলার পরিবর্তে অত্যন্ত কৌশলে তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সংকীর্ণতা, হিংসা এবং ভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষকে নিধন করার চেতনা। তৈরি করা হয়েছে একদল ধর্মান্ধ খ্যাপাটে গোষ্ঠী। যারা যুক্তি বোঝে না, বিজ্ঞান বোঝে না, মানবিকতা বোঝে না, এমনকি ধর্মও বোঝে না। তাদের মধ্যে কেবল হিংসা আর বিদ্বেষের বারুদ। যারা কেবলই ধর্মীয় 'অবমাননা' খোঁজে, ধর্মীয় বিধানের 'বরখেলাপ' খোঁজে এবং তেমন কিছু পেয়ে গেলে পঙ্গপালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক দলগুলোও ক্ষমতার স্বার্থে এই ধর্মান্ধ শ্রেণিকে আশকারা দিয়ে গেছে। কখনো কখনো নিজেরাই ধর্মান্ধতার রাজনীতিতে নিজেদের ঢেকে নিয়েছে। কেউ কেউ আবার প্রতিপক্ষকে ঠেকাতে ধর্মান্ধ শক্তিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাতে করে সব দলের কাছেই এই ধর্মান্ধ গোষ্ঠী জামাই-আদর পেয়েছে। কেউ কেউ আবার এই গোষ্ঠীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রীয় নীতি পর্যন্ত পরিবর্তন করেছে।

ধর্মান্ধরা ধর্মকে ব্যবহার করছে ক্ষুদ্র, হীন স্বার্থে। কেবল নিজেদের ধর্ম-মতের পক্ষের মানুষেরাই তাদের মিত্র। এর বাইরে সবাই তাদের শত্রু। এমনকি কেউ যদি একই ধর্মের অনুসারী হয়, কিন্তু ধর্মীয় আচার পুরোপুরি পালন না করে, সে-ও তাদের শত্রু। অথচ কোনো ধর্মই এমন সংকীর্ণতার শিক্ষা দেয় না। ধর্ম মানুষের কল্যাণের জন্য, সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামও ধর্মকে অবলম্বন করেছিলেন মানবমুক্তির উৎস এবং আধার হিসেবে। তাঁদের কাছে ধর্ম মানেই মানবধর্ম। মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব। যারা ধর্মের এই মূল কথা মানেন না, তারা আর যা-ই হোক মনুষ্যত্বের বোধ নিয়ে এই পৃথিবীতে জন্মাননি। ধর্মের ধর্ম মানুষের অনিষ্ট করা নয়। কিন্তু এখন সময়টাই অন্য রকম। সহজ কথা যায় না বোঝা সহজে! বোঝার মানসিকতা নিয়ে সবাই এখন আর মানসিকভাবেই প্রস্তুত নন। এটাই দুঃখের!

যেকোনো ধর্মান্ধ মৌলবাদ সমাজ এবং সংস্কৃতিকে ধর্মীয় মোড়কে সব সময় ব্যাখ্যা করতে চায়। তার ফলে সমস্যার গতি-প্রকৃতি সব সময় হয়ে ওঠে একমুখী। বিস্তার লাভ করে মতের বিভিন্নতা আর বিদ্বেষ। আমরা বুঝেও তা বুঝতে চাই না। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ দেখে এটাই বোঝা যায়, মৌলবাদ এবং ফ্যাসিজম গণতান্ত্রিক মোড়কে মিলেমিশে এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে, যার থেকে মুক্তির উপায় সহজে পাওয়া কঠিন। উদার, মুক্তমনা সাধারণ মানুষ একশ্রেণির ধর্মান্ধ আচরণে তিতিবিরক্ত। ধর্মান্ধতার বিষবাষ্প যেন ছেয়ে গেছে দেশে। নিজেদের মতমতো কিছু না হলেই শোনা যায় মৌলবাদী হুংকার। বর্তমানে প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটনির্ভর দুনিয়ায় আমরা নিজেদের উন্নত সভ্য জাতি দাবি করি, অথচ মন-মানসিকতার বিচারে এখনো আমরা অন্ধকারবিলাসী।

ধর্ম পালনের অর্থ, অন্য ধর্মের প্রতি উদারতা, তাকে আক্রমণ নয়—এ কথাটিও আজ রাজনৈতিক দলগুলো স্পষ্ট করে বলতে ভয় পায়! তারাও আজ ধর্মান্ধ শক্তির কাছে নতজানু! অথচ সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দীনসহ আমাদের রাজনৈতিক পূর্বসূরিরা 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'র দিশা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তা ধরে রাখতে পারলাম না। আমরা বিশ্বাস করলাম না যে 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'!

এসব কথা এখন শুধু নিছকই কথার কথায় রূপান্তরিত। বিদ্বেষ আর ঘৃণার কারণে দেশ আজ দিশাহীন। রাষ্ট্রের মূল সমস্যাগুলো এড়িয়ে গিয়ে শুধুই ধর্মান্ধতা থেকে সৃষ্ট হিংসার রাজনীতি মানুষকে আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, ইতিহাসের প্রতিটা পর্ব কীভাবে ফিরে ফিরে আসে। এই রাজনীতি দেশ ভাগ করেছে। মুক্তিযুদ্ধকে অনিবার্য করেছে। এখন আবার এই রাজনীতি বিভেদ আর হিংসাকে উসকানি দিয়ে সমাজকে তছনছ করে দিতে চাইছে। এই ধর্মান্ধতা থেকে ধর্ম ও সমাজকে যেকোনো মূল্যে বের করে আনতে হবে। ধর্মকে মানবধর্মের রঙে রাঙিয়ে নিতে হবে। মানবধর্মের মূল কথা ভালোবাসা। তাকে বাদ দিয়ে সভ্যতা বাঁচে না।

আমরা মনুষ্যত্ববর্জিত সম্প্রদায়নির্ভর ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকব, নাকি মানবধর্মের জয়গান গাইব? একটা পক্ষ নেওয়ার সময় এসেছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। কী চাই, সেটা স্পষ্ট করে বলতে হবে। এতে যদি ধর্মান্ধদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, তাহলে সেই লড়াইয়ে অংশ নিতে হবে। শিক্ষিত মননকে অশিক্ষিতের হাতে তুলে দেওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। কারণ, তাতে নিজের মেরুদণ্ড বিক্রি করে দিতে হয়। সুস্থ মানুষের পক্ষে যা আত্মহত্যারই শামিল!

আমরা খুনও চাই না, আত্মহত্যাও না!

চিররঞ্জন সরকার, গবেষক ও কলামিস্ট

ইসলামে জাকাত আদায়ের গুরুত্ব

শামীম সিদ্দিকী

পবিত্র কোরআন হচ্ছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জীবনের সকল সমস্যার কাঙ্খিত সমাধান রয়েছে পবিত্র কোরআনে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা অত্যন্ত উন্নয়নধর্মী, শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত। দারিদ্র্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও অসহায় মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান কল্পে ইসলামী শরিয়তে রয়েছ জাকাত, ফিতরা, উশর ও অন্যান্য সাদাকাতের ব্যবস্থা।

রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস মাহে রামাজান। এই মাসে যে কোনো আমলের সওয়াব অন্য মাসের তুলনায় বহুগুণে বর্ধিত করে দেয়া হয়। তাই সকল মুসলমান এই মাসে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সদকা করার প্রতি অধিক মনোযোগী হন।

ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের মধ্যে জাকাত হচ্ছে অন্যতম একটি স্তম্ভ। সমাজের ধনী ও বিত্তবানদের জন্য ইসলাম ধর্মে জাকাতে দেওয়াকে ফরজ করা হয়েছে। জাকাত দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়ের বাধ্যবাধকতা না থাকলেও রমজান মাসই জাকাত আদায়ের সর্বোত্তম সময়। ফলে অধিকাংশ বিত্তবানেরা দান-সদকা ও জাকাত-ফিতরা প্রদানে পবিত্র রমজান মাসেই উৎসাহিত হন। রমজান মাসে দান-সদকা করলে অন্য সময়ের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি নেকি হয়। যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একটি নফল ইবাদত করেন, তবে তিনি মাহে রমজানে একটি ফরজ ইবাদতের সমান সওয়াব পাবেন। যিনি একটি ফরজ আদায় করবেন, তিনি অন্যান্য মাসের ৭০টি ফরজের সমান সওয়াব পাবেন। তাই রমজান মাসে রোজাদার মুমিন বান্দারা একসঙ্গে গরিবের হক জাকাত ও ফিতরা আদায় করে আর্থিক ইবাদত করে থাকেন।

জাকাত আদায়ের ব্যবস্থা দরিদ্র মানুষের প্রতি বিত্তবানদের কোনরূপ অনুকম্পা বা অনুগ্রহ নয় বরং জাকাত ব্যবস্থাপনায় রয়েছে অনাথ, অসহায়, আর্থিক অসচ্ছল গরীবদের সাথে পারস্পরিক মমত্ববোধ সৃষ্টি ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠার এক উত্তম ব্যবস্থা। পবিত্র কোরআনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে জাকাতের নির্দেশনা, আবার কোথাও পরকালের সাথে, কখনো স্বতন্ত্রভাবে জাকাতের বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা নামাজ কায়েম কর, জাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।' (সূরা বাকারা, আয়াত-৪৩) অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন, 'আর আমার অনুগ্রহ প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রেখেছে, যারা

অল্লাহকে ভয় করে, জাকাত প্রদান করে এবং আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আমি এটাকে তাদের জন্য লিখে রাখব।' (সূরা আ'রাফ-১৫৬)

ইমলামী অর্থনীতির মেরুদন্ড হচ্ছে জাকাত।

ইসলামে সুদকে হারাম ঘোষণা করে প্রত্যেক বিত্তবান ব্যক্তির ওপর জাকাত ফরজ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- 'তাদের (বিত্তবানদের) সম্পদে প্রার্থী ও সর্বহারাদের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।' (যারিয়াত-১৯)

জাকাত শব্দটি পবিত্র কোরআনে আছে ৩২ বার, নামাজের সঙ্গে কোরআন মজিদে জাকাতের উল্লেখ আছে ২৬ বার, স্বতন্ত্রভাবে কোরআনে আছে চারবার; পবিত্রতা অর্থে দুবার। এ ছাড়া জাকাত কখনো সদাকাত, কখনো ইনফাক শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইনফাক শব্দটি ব্যাপক, সদাকাত শব্দটি সাধারণ ও জাকাত শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও হয়েছে, অর্থাৎ এ তিনটি শব্দ একে অন্যের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোরআন মজিদে ১৯টি সুরায় জাকাতের আলোচনা এসেছে। যথা- (১) সুরা বাকারা (চারবার)। (২) সুরা নিসা (দুবার)। (৩) সুরা মায়িদা (দুবার)। (৪) সুরা তওবা (চারবার)। (৫) সুরা আরাফ। (৬) সুরা কাহাফ। (৭) সুরা মারইয়াম (তিনবার)। (৮) সুরা

মুমিনুন। (৯) সুরা রুম। (১০) সুরা ফুচ্ছিলাত/হা-মীম সিজদাহ। (১১) সুরা আম্বিয়া। (১২) সুরা হজ (দুবার)। (১৩) সুরা নূর (দুবার)। (১৪) সুরা নমল, (১৫) সুরা লোকমান, (১৬) সুরা আহজাব, (১৭) সুরা মুজাদালাহ, (১৮) সুরা মুজাম্মিল ও (১৯) সুরা বাইয়িনাহ।

জাকাত মানে প্রবৃদ্ধি আর রমজানে প্রতি ইবাদতের সওয়াব আল্লাহ তা'য়ালা ৭০ গুণ বৃদ্ধি করে দেন। জাকাত প্রদান করতে গিয়ে আত্মপ্রচারণা ঠিক নয়। ব্যানার ঝুলিয়ে, সাইনবোর্ড লাগিয়ে, মাইকিং করে জাকাত প্রদান করা মোটেই সুন্নত সম্মত নয়। স্বল্পমূল্যের শাড়ি ও লুঙ্গি দ্বারা জাকাত দেওয়া তাকওয়ার প্রকাশ নয়। এ প্রসঙ্গে কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা কখনো প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তা ব্যয় করবে যা তোমরা ভালোবাস। তোমরা যেকোনো বস্তুই ব্যয় করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সে বিষয়ে অবগত।' (আল কোরআন, পারা: ৪, সুরা-৩ আল ইমরান, আয়াত: ৯২)।

জাকাত প্রদান করা মুমিনের পরিচয়। 'যারা (মুমিনগণ) এমন যে, যদি আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তারা (ক) নামাজ কায়েম করে, (খ) জাকাত প্রদান করে, (গ) সৎকাজের আদেশ করে ও (ঘ) মন্দ কাজে বাধা প্রদান করে।' (সুরা-হজ, আয়াত ৪১)।

যে কোন সংকটের সময় যে বিশাল জনগোষ্টি অভাব-অনটন ও দুঃখময় পরিস্থিতির শিকার হন তাদেরকে জাকাত, উশর, ফিতরা প্রদান করে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। জাকাত আদায়ের মাধ্যমে দরিদ্র অসহায় মানুষকে আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমিন।

বাংলা নববর্ষ ও বহুবৈচিত্রের ঐতিহ্যের মেলা

দেলোয়ার জাহিদ

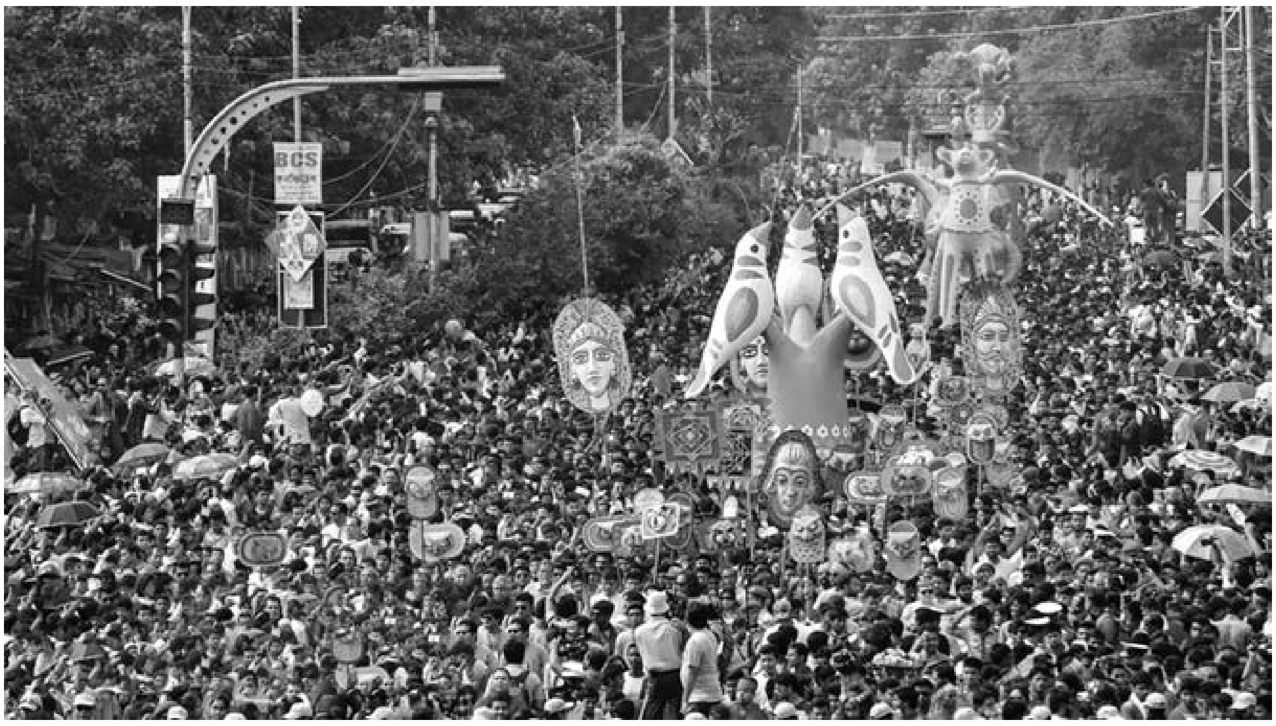

অনাগত দূরভবিষ্যে বাঙালি জনগোষ্ঠী, বঙ্গভাষাভাষী ও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা বিশ্বসংস্কৃতিতে কোথায় স্থান করে নিবে তা এখনি ভেবে দেখার সময় এসেছে। বাঙালির ইতিহাস নিজেদের ভাষা ও আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়ার এক মহান ইতিহাস। ১৯৭১ সালে এ জনগোষ্ঠী একটি ভিন্নরাষ্ট্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিল। ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করেছিল, যার নাম বাংলাদেশ। আবেগহীন পক্ষপাতশূন্য ও নির্বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশের প্রতিশ্রুতি ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূলচেতনা। আমাদের সুপ্রাচীন ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এখন তা বিশ্বসংস্কৃতির অংশ। বাংলাদেশের একটি জনগোষ্ঠী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাদের মাধ্যমে বহুবৈচিত্রের এসকল ঐতিহ্যের মাঝে বাংলা নববর্ষ, একুশে ফেব্রুয়ারিসহ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অনেকগুলো বিষয় ইউরোপ, আমেরিকায় আলোচিত হয়ে উঠেছে।

বহুবৈচিত্র্য এ মেলা উদযাপনে বাংলাদেশকে গর্বিতভাবে উপস্থাপনের সুখ ও আনন্দ আমার মনকে আপ্লুত করে। বাংলাদেশ যে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও স্থান করে নিতে পারে, এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো তাদের দূরদর্শিতায় মতবিরোধ ভুলে অনন্য সব উদহারণ সৃষ্টি করতে পারে— তা দেখিয়েছে এ বাংলা নববর্ষ তথা বৈশাখী মেলা ও আমাদের ‘হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল’। প্রবাসে বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে প্রতিবছর আলবার্টায় বৈশাখী মেলার আয়োজন করে বাংলাদেশ হেরিটেজ এন্ড এথনিক সোসাইটি অব আলবার্টা, বাংলাদেশ-কানাডা এসোসিয়েশন অব এডমন্টন, ডাইভার্স এডমন্টন ও অন্যান্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন। বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল বা বৈশাখী মেলার আয়োজনে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে সংগঠনগুলোর প্রস্তুতি। বর্ণাঢ্য এসব আয়োজনে থাকছে দেশ ও প্রবাসের স্বনামধন্য শিল্পীদের ও স্থানীয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা, থাকছে স্টল, রকমারী ও বাহারি সব দেশজ পণ্যের সমাহার।

এডমন্টন হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল, হাওরেলাক পার্ক অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে প্রতিবছর যা এবার ৩০ জুলাই-১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। আলবার্টা প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিসহ বাঙালি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসব ফেস্টিভ্যাল বা মেলায় অংশগ্রহণ করেন, অংশগ্রহণ করেন পরিবার পরিজন নিয়ে প্রবাসী পেশাজীবী সম্প্রদায় ও কানাডার উৎসাহী মানুষজন। ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশকে আরও জনপ্রিয় ও সফল করে তুলতে সকল প্রবাসী বাঙালিদেরই সহযোগিতা প্রয়োজন।

দক্ষিণ আফ্রিকার শিকড়, তাদের সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত এবং বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি উদযাপন করে ২৪ সেপ্টেম্বর হেরিটেজ ডে যা হলো একটি উল্লেখযোগ্য দিন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অনুষ্ঠিত প্রায় ১০০টি সঙ্গীত উৎসবের একটিকে বোঝায় যেখানে মিডল স্কুল এবং হাইস্কুল-বয়সী বাদ্যযন্ত্রের সমাহার বিচার করা হয়। একটি জাতীয় মানের দলগুলোর মধ্যে গায়কদল, ব্যান্ড এবং অর্কেস্ট্রা অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঐতিহ্য দিবস তাদের জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদকে স্বীকৃতি দেয় এবং উদযাপন করে। দক্ষিণ আফ্রিকানরা এমন অনেক সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্মরণ করে ও দিনটি উদযাপন করে।

জার্মানির কতগুলো উৎসব রয়েছে যেখানে অক্টোবর ফেস্ট, (মিউনিখ), ডিএফবি পোকাল (বার্লিন), কার্নিভ্যাল (কোলন) রিপারবাহন (হামবুর্গ) ইত্যাদি। ২০০২ সালের নভেম্বরের কথা। স্পেনের ভিগো থেকে মাদ্রিদ হয়ে টরেন্টো এসেছি। চারিদিকে বরফ পড়ে যোগাযোগ বিপর্যস্তপ্রায়। নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে রয়েছি বাইরে। স্মৃতিতে ভাসছে ইউরোপের ৭টি বছর, স্বদেশের ব্যস্ততম জীবন, আর দেশত্যাগী হৃদয়ের শেকড় উপড়ানো যন্ত্রনা। ভাসছে নেদারল্যান্ডস, ব্রাসেলস, জার্মানি ও স্পেনের ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি। বিশেষত স্পেনের বড় বড় মেলা ঘুরে দেখার স্মৃতি। ভ্যালেন্সিয়ায় টমেটো ফেলা থেকে শুরু করে আরিজকুনে বনফায়ারে ঝাঁপ দেয়া পর্যন্ত, তালিকায় যোগ করার জন্য এখানে সেরা সব স্প্যানিশ উৎসব রয়েছে। যার মধ্যে থ্রি কিংস ডে (ফিয়েস্তা দে লস রেয়েস), (দেশব্যাপী), অল সেইন্টস ডে (ডিয়া দে টোডোস লস সান্তোস) (কাডিজ), পবিত্র সপ্তাহ (সেমানা সান্তা) হলো স্প্যানিশ ছুটির ক্যালেন্ডারের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। ইস্টার সানডে পর্যন্ত সাত দিনের মধ্যে পুরো স্পেনজুড়ে ইস্টার উৎসব হয়।

বহুবৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির মেলায় বাঙালি সংস্কৃতিকে তুলে ধরায় বাইরের প্রতিকূলতা থেকে ভেতরের প্রতিকূলতা অনেক বেশি। বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে থাকে নজরকাড়া মানুষের ভিড়। খাবারের প্রতি আসক্তি, পোশাক, জুয়েলারি, কারুকাজের প্রতি থাকে কানাডিয়ানদের আগ্রহ। যেমন এবছর বায়ান্নের ভাষাআন্দোলন তথা একুশে ফেব্রুয়ারি প্রবাসী বাঙালির জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে। একুশে আমাদের গ্লানি আর আত্মপ্রবঞ্চনা বিমোচনের দিন, একুশে আমাদের স্বাতন্ত্রবোধকে জাগ্রত করার একটি দিন, সেদিন যাদের অসামান্য অবদানের জন্য আমরা আজ মাতৃভাষা বাংলায় লিখছি, বলছি, প্রাণ খুলে হাসছি, আলোচনায় মাতছি, তাদেরকে সশ্রদ্ধ সালাম। একুশের ভাষাআন্দোলনে, স্বাধিকার রক্ষার লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন যে সকল ভাষাসংগ্রামী। অনেক অনেক বিস্তৃত ছিল তাদের কাজের পরিধি। ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে সফলতা তুলে আনতে বিশ্বব্যাপী প্রবাসী বাঙালিরা আজো উৎসাহিত ও নিবেদিতপ্রাণ।

বঙ্গভাষাভাষী এ জনগোষ্ঠী ধর্মের দিক থেকে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ও সম্প্রদায়ের দিক থেকে শিয়া-সুন্নি, বাউল-হীনযানী-মহাযানী-ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-শূদ্র-বৈষ্ণব-ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট যাই হই না কেন, ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় আমাদের একটি, তা হলো আমরা বাঙালি কানাডার মতো বহুসংস্কৃতির মাঝে যা স্থান করে নিয়েছে।

সুপ্রাচীন ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারগত বাংলাদেশকে যারা কোনো লেবাস পরাতে চান তাদেরকে শুধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সে পঙ্‌তিগুলো স্মরণ করিয়ে দেব।... ‘নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর, ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।

শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো, শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো। মানুষের ভালো কামনায় বাঙালি সংস্কৃতির অন্যান্য মোটিফ সমন্বিত শোভাযাত্রা তথা পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা, বাঙালির হৃদয়ের কাছাকাছি একটি উৎসব, ইউনেস্কোর মতে, মানবতার অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধি তালিকায় রয়েছে আমাদের এ সংস্কৃতি, যা এখন বিশ্বজয়ের অপেক্ষায়।

যাকাত দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক

আফতাব চৌধুরী

ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি— ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ এবং যাকাত। প্রথম তিনটি হলো প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। অবশিষ্ট দুটি হলো কেবল ধনীদের জন্য ফরজ।

রোজার আরবি প্রতিশব্দ হলো ‘সাওম’ বাংলায় যার অর্থ হলো— বিরত থাকা, আত্মসংযম অবলম্বন করা। রাত্রির শেষ ভাগ অর্থাৎ সুবেহ সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগসহ যাবতীয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর কাজ হতে বিরত থাকাকে রোজা বলে। রোজা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নারী-পুরুষের ওপর আদায় করা ফরজ বা অত্যাবশ্যকীয়।

আল্লাহ পাকের প্রতিটি বিধান বিভিন্ন রকমের ফজিলত ও যুক্তি সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। তাছাড়া তাতে অসংখ্য দৈহিক, জাগতিক ও পারলৌকিক মহোপকার নিহিত আছে। যেমন নামাজের মধ্যে সুরা কিরাতের মারফতে আল্লাহ পাকের প্রতি গভীর আনুগত্য, প্রশংসা, নির্ভরশীলতা, সাহায্য ভিক্ষা, জামাতের দ্বারা ইমাম তথা নেতার নেতৃত্ব স্বীকার, পরস্পর ভ্রাতৃত্ব, সাম্য এবং ছোট-বড়, উঁচু-নিচের বৈষম্য মোচন। এস্তেঞ্জা অজু, গোসল ইত্যাদির দ্বারা দেহমনের পবিত্রতা অর্জনে শিক্ষা লাভ ও অভ্যাসে পরিণত হয়। তদ্রুপ রোজা দ্বারা উপবাসের অভ্যাস অবলম্বনে গরীব, দুঃখী ও নিরন্নদের ক্ষুধার কষ্ট অনুভবের সুযোগ লাভ হয় এবং তা দ্বারা তাদের প্রতি করুণা ও মমতা সৃষ্টি হয়ে দানশীলতা গুণের বিকাশ হয়। তাছাড়া রোজা দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্যগত মহাউপকার সাধিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশিয় বিখ্যাত ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যবিদের মতে, মানুষের পাকস্থলী অনবরত খাদ্য হজমজনিত পরিশ্রমে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের কিঞ্চিত বিশ্রাম করার সুযোগ দিলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী বটে। বছরে বারো মাসের মধ্যে রোজার একটি মাস এভাবে পাকস্থলী তথা পরিপাক যন্ত্রকে বিশ্রাম দেয়া হয়। এছাড়া রোজার অন্য আর একটি গুণ হলো, মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণে অনবরত পানাহার করতে করতে স্বাভাবিকভাবে অলস, অকর্মণ্য ও বিলাসপ্রিয় হয়ে পড়ে। এ বদ অভ্যাসগুলো দূর করার জন্য সাময়িকভাবে পানভোজন ত্যাগ করলে তা যথেষ্ট কার্যকরী হয় এবং তা দ্বারা মানুষ আবার কর্মঠ, সক্রিয়, সহনশীল, কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী হয়ে ওঠে। এ সমস্ত পার্থিব উপকার ছাড়া রোজার ভেতর

অসংখ্য নৈসর্গিক তথা পারলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত নিহিত রয়েছে। এখানে তার কতিপয় উক্তি কোরআন হাদিস থেকে উদ্ধৃত্ত করা হলো। কোরআনে পাক কালামে বর্ণিত হয়েছে—‘রমজান শরীফ এমন একটি মহান মাস যাতে মানবের হেদায়াত এবং হেদায়াত বিষয়ক প্রকাশ্য শিক্ষাপূর্ণ গ্রন্থ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে যা সত্যকে মিথ্যা করতে এবং খাঁটিকে মেকি হতে পার্থক্য করে। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে কেউ রমজান মাসপ্রাপ্ত হয় সে যেন অবশ্য তখন রোজা রাখে।’(আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, হুজুর (স.) বলেছেন— ‘যে ব্যক্তি রমজান মাসের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত রোজা রাখে, মাতৃগর্ভ হতে যে রূপ নিষ্পাপ অবস্থায় লোক জন্মগ্রহণ করে, রমজান মাসের ত্রিশটি ফরজ রোজা রাখলে লোক তদ্রুপ গুণাহমুক্ত হয়ে যায়। হুজুর (স.) অন্য একটি হাদিসে বর্ণনা করেছেন—প্রত্যেক জিনিসের পরিষ্কারের জন্য যেমন রেতের প্রয়োজন, মানব দেহ-মনের গুনাহ পরিষ্কারের রেত হলো রোজা। হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে— ‘বান্দাহগণ কষ্ট স্বীকার করে আমার খুশির জন্য রোজা রাখে, অতএব আমি নিজ থেকে তার প্রতিদান প্রদান করব।’ অন্য একটি হাদিসে আছে— ‘রোজা ধৈর্য্যরে অর্ধেক এবং ধৈর্য্য ঈমানের অর্ধেক।’ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে— ‘রোজাদারের জন্য রয়েছে দুটি আনন্দ, একটি হলো ইফতারের সময় আর অন্যটি হলো তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতের সময়।’ এক জায়গায় হুজুর (স.) বলেছেন, ‘রোজাদার লোকের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহতায়ালার নিকট মেশক ও জাফরান হতে অধিক পছন্দনীয়।’ রমজান মাসের ফজিলত সম্পর্কে হাদিস শরিফে আরও বর্ণিত রয়েছে, ‘এ মাস এমন একটি ফজিলতপূর্ণ ও মহান মাস যে, আল্লাহ পাক এ মাসে দোয়া কবুলিয়তের দরজা উন্মুক্ত রাখেন অর্থাৎ এ মাসে এবাদত করে প্রার্থনা করলে আল্লাহতায়ালা নিশ্চয় তা কবুল করেন। তাছাড়া এ মাসে একটি মাত্র ইবাদত দ্বারা অন্য মাসের সত্তরটি ইবাদতের সওয়াব লাভ করা যায়। তাছাড়া এ মাসে আল্লাহতায়ালা বেহেশতসমূহের দরজাগুলো উন্মুক্ত এবং দোজখসমূহের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখেন। তাছাড়া শয়তানকে এ মাসে বন্দি করে রাখেন। এছাড়া রোজার ফজিলত সম্পর্কে দরজাগুলো উন্মুক্ত এবং দোজখসমূহের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখেন। তাছাড়া শয়তানকে এ মাসে বন্দি করে রাখা হয়। এছাড়া রোজার ফজিলত সম্পর্কে অসংখ্য রেওয়ারেত মজুদ রয়েছে। করুণাময় আল্লাহ আমাদিগকে অধিক পরিমাণে তছবিহ-তেলাওয়াতসহ রোজা রাখার তৌফিক দান করুন এবং হুজুর (স.) সফায়েত নছিব করুন। আমিন।

টিপ সমাচার

মানবর্দ্ধন পাল

শব্দ রহস্যের আকর। সব শব্দের ভেতরেই থাকে কমবেশি রহস্যের ঝাঁপি! শব্দের সৃষ্টিতে, ব্যুৎপত্তিতে, রূপ-রূপান্তরে, কালানুক্রমিক অর্থান্তরে নিহিত থাকে এই রহস্য। কিন্তু শব্দ নিয়ে যে লঙ্কাকাণ্ডও ঘটে, ‘টিপকাণ্ড’ না ঘটলে তা বোঝা যেত না! শব্দ-বাক্য-ভাষার কোনো জাত-ধর্ম-বর্ণ নেই। ভাষা সব ধর্মের, সব জাতির, পৃথিবীর সব মানুষের। ভাষার কোনো ধর্ম নেই। পৃথিবীর সব ভাষার ওপরই মানবজাতির সমান অধিকার। কিন্তু কূপমণ্ডূকতায় আমরা ভাষাকে বৃত্তাবদ্ধ করে ফেলি ছোট ছোট গণ্ডিতে। জল-পানি, মাংস-গোশত, স্নান-গোসল নিয়ে আমরা এন্তার তর্ক-বিবাদ করেছি। শব্দের শরীরে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের আলখাল্লা পরিয়েছি, কিন্তু কালের বিচারে তা ছিল সাময়িক খোলসমাত্র। তাই টিপ নিয়ে সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডও এ দেশে মৌলবাদের সঙ্গে মুক্তবুদ্ধির সাংস্কৃতিক সংগ্রামেরই অংশ।

আবহমানকাল থেকে ‘টিপ’ আমাদের চৌদ্দ পুরুষের পরিচিত শব্দ। তাই প্রাচীনকালের লৌকিক ছড়ায় পাই: ‘আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা/ চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা...’। শৈশবে নজরুলের ‘প্রভাতি’ কবিতায়ও পড়েছি, ‘আলসে নয় সে ওঠে রোজ সকালে/ রোজ তাই চাঁদা ভাই টিপ দেয় কপালে...’।

প্রাচীনকাল থেকে ধর্মনির্বিশেষে সব শিশুকে কুনজর থেকে এড়াতে কপালে কালো টিপ দেওয়ার প্রথা বাঙালিসমাজে প্রচলিত। আমরা কেবল কপালে টিপ পরি না; মুখ টিপে হাসি, চোখ টিপে ও গায়ে আঙুল টিপে সংকেত দিই। টর্চলাইটকে টিপবাতি বলি, টিউবওয়েলকে টিপকল বলি। আঙুলের ডগার ছাপকে বলি টিপসই। খাবার আলুনি হলে এক টিপ লবণ চাই। টিপের দ্বিত্ব প্রয়োগও করি। টিপটিপ বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত পথে পা টিপে টিপে চলি। সেজেগুজে ‘টিপটপ’ থাকতে কে না পছন্দ করে! আমরা টিপ পরি আবার নানা রকম ‘টিপস’ও পড়ি। টিপ বাঙালির প্রসাধন ও সৌন্দর্যচর্চারই আবহমানকালের অঙ্গ। নারীরা পরেন, বাউল-বৈষ্ণব এবং সাধকেরাও পরেন। পোশাকের সঙ্গে টিপের সমন্বয় আধুনিক রূপচর্চার অঙ্গ। রং ও আকার-আকৃতির তফাত থাকলেও টিপ মূলত সৌন্দর্যচেতনারই প্রতীক। হিন্দু সধবা নারীদের সিঁদুরের টিপ কেবল বিবাহিতার চিহ্ন—সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে যা রজঃস্বলা হওয়ার প্রতীক। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অবিভাজ্য বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপ সম্পর্কে ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন: ‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়েও বেশি সত্য আমরা বাঙালি।...মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-দাড়ি-লুঙ্গিতে ঢাকার জো-টি নেই।’

‘টিপ’ বিশেষ্য বা নামপদ। অভিধান বলছে, সংস্কৃত টিপ্, বা হিন্দি ‘টীপ’ কিংবা প্রাকৃত ‘টিপ্পি’ থেকে টিপ শব্দটি বাংলায় এসেছে। অভিধানে শব্দটির একাধিক ভুক্তি আছে। বহু অর্থে ও বিচিত্র ভাব প্রকাশে আমরা টিপ শব্দটি ব্যবহার করি। মহাজন কবি-লেখকদের দোহাই দিয়ে টিপ শব্দটির প্রয়োগ:

- লোহার বাটুল টিপে করে ফেলে চূর্ণ। (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মানিক গাঙ্গুলি, ১৩১২)
- সুন্দরীরে দেখিয়া গোদা ঘন মারে টিপ। (মনসামঙ্গল, বিজয়গুপ্ত, ১৩১৮)
- সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ। (কুহু ও কেকা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)
- কপালে টিপের ফোঁটা, খোঁপা বাঁধা চুল। (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
- পরিল মুক্তার হার, ভালে সিন্দুরের টিপ। (রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী)
- কলেবর আকুঞ্চন টিপ দিয়া টান। (সৈয়দ সুলতান, ১৭০০)
- সারারাত ঘুমের টিপই এল না আমার চোখে। (জীবনানন্দ, ১৯৪৮)
- কলিংবেলে আঙ্গুলের টিপ দেন। (আবুল মনসুর আহমদ, ১৯৫৫)

টিপের সরলার্থগুলো হচ্ছে: কপালের ফোঁটা, তিলক, টিকা, বুড়ো আঙুলের ছাপ, দুই আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে চেপে রাখা যায় এমন পরিমাণ, লক্ষ্য, নিশানা, গুপ্ত সংকেত, ভাংচি, হোটেল-রেস্তোরাঁর পরিচারককে দেওয়া বকশিশ ইত্যাদি।

- নজরুলের বহু গানে ও কবিতায় আছে সৌন্দর্যময় টিপের প্রসঙ্গ ও প্রশংসা। যেমন
- উষার ললাট সিন্ধুর টিপ সিঁথিতে উড়াল পবনে। (বধূবরণ, সিন্ধু হিন্দোল)
- তারকার টিপ, বিজুরির হার, দ্বিতীয়া চাঁদের হাঁসুলি। (রাখিবন্ধন, ঐ)
- পরি চাপা রঙের শাড়ি খয়েরি টিপ/ জাগি বাতায়নে জ্বালি আঁখি প্রদীপ। (গীতিআলেখ্য, মদিনা)
- পরো ললাটে কাঁচপোকার টিপ/ তুমি আলতা পরো পায়ে হৃদি নিঙাড়ি। (নজরুল-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড)
- নয়নের কাজলে তব নাম, ললাটের টিপ জ্বলে তব নাম। (ঐ, ১০ম খণ্ড)

টিপের এত সমাহার আমাদের জাতীয় কবি নজরুলের রচনায়! তবে কি তাঁর রচনা নিষিদ্ধ হবে এই দেশে?

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Hard Money 9%
Low Income, No Problem
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

646-920-4799
Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106
Direct Lender
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপেটি/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

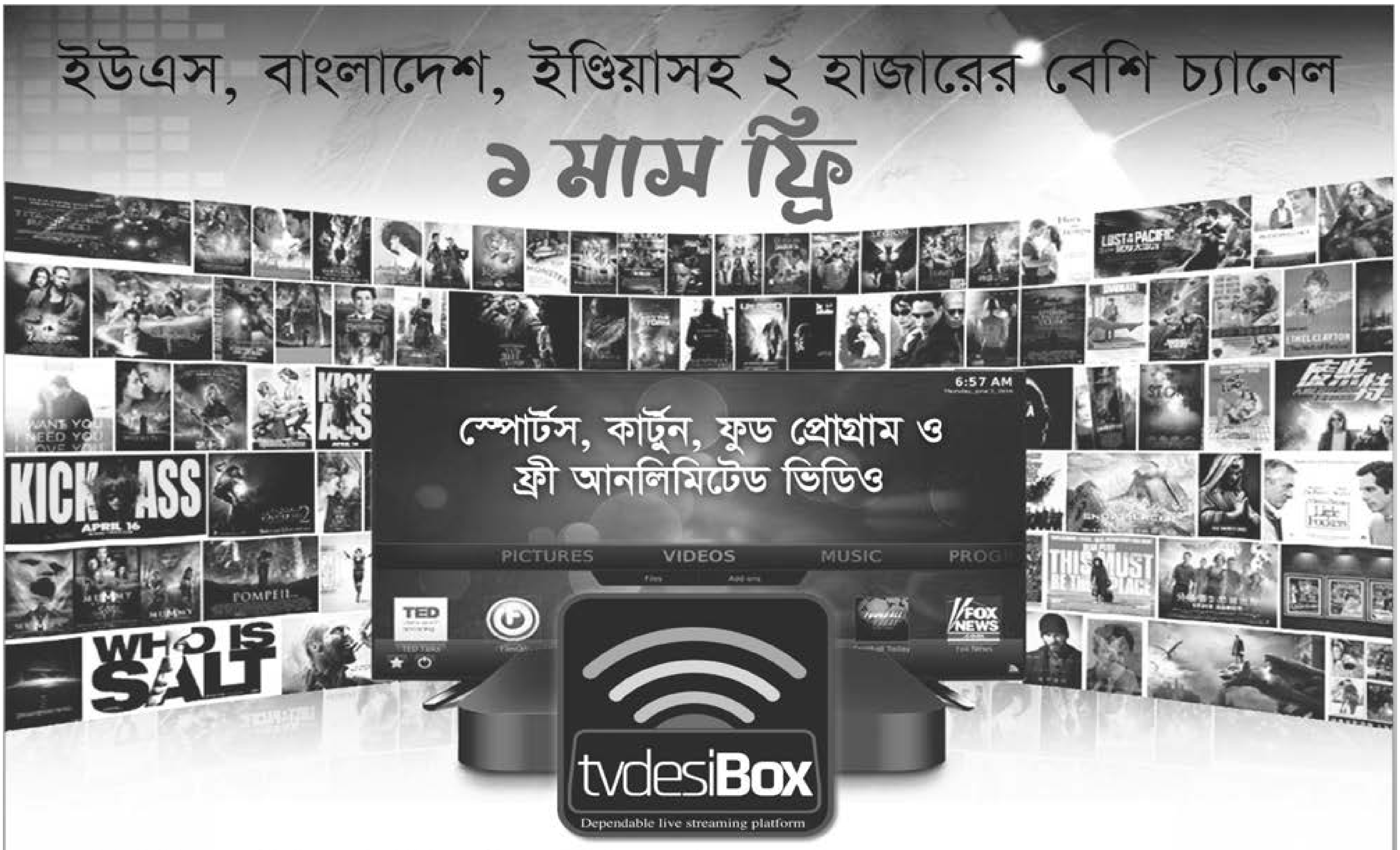

72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372
718-565-9099

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ক্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

কুইনস কলেজে হেইট ক্রাইমবিরোধী সমাবেশে গভর্নর ক্যাথি হকুল। ছবি: সংগৃহীত

রাজ্য গভর্নরের অনুদান

হেইট ক্রাইম প্রতিরোধ

জাহিদা আলম

হেট ক্রাইম বা বিদ্বেষমুলক অপরাধ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে ১৬ মিলিয়ন ডলার অনুদান বিতরণ করার ঘোষণা দিয়েছেন নিউইয়র্কের রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হকুল। ১৩ এপ্রিল বুধবার কুইনস কলেজে হেইট ক্রাইমবিরোধী এক সমাবেশে বক্তৃতায় তিনি একথা জানান।

গভর্নর হকুল বলেন, নিউইয়র্ক কোনো ধরনের বিদ্বেষেকে প্রশ্রয় দেয় না। যারা বিদ্বেষ ছড়াবে, বিদ্বেষে ইন্ধন দেবে, তাদের কাছে বার্তা খুবই পরিষ্কার। বিভক্তই ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের জনসমাজ যে একতাবদ্ধ এ বার্তা বিদ্বেষকারীদের জানিয়ে দিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নিউইয়র্কের ২০৫টি সংগঠনকে ৩২৭ দফা অনুদান দেয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন কমিউনিটির জনসমাজকে হেইট ক্রাইম থেকে রক্ষার জন্য পরিচালিত তহবিল থেকে এ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। ডিভিশন অব ক্রিমিন্যাল জাস্টিস সার্ভিসেস বিদ্বেষ প্রতিরোধের জন্য এ কর্মসূচি তত্ত্বাবধান করে থাকে। প্রাপ্ত তহবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন কমিউনিটি তাদের সেনেগাগ, গির্জা, মসজিদ, মন্দিরসহ নাগরিক সংগঠন এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে পারবে।

রাজ্যের ডিভিশন অব ক্রিমিন্যাল জাস্টিস বিভাগের কমিশনার রোসানা রোসাডো বলেন, তাঁর বিভাগের মাধ্যমে হেইট ক্রাইমবিরোধী কার্যকর কর্মসূচি পরিচালনা করতে পারার জন্য তিনি গর্বিত।

এবারের বাজেটে নিউইয়র্কের বিভিন্ন কমিউনিটিকে হেইট ক্রাইমের হাত থেকে নিরাপদ রাখার কর্মসূচির জন্য ২৫ মিলিয়ন ডলারের অনুদান তহবিল বরাদ্দ রয়েছে।

হেইট ক্রাইমের শিকার হলে ব্যক্তিবিশেষকে আড়াই হাজার ডলারের সহযোগিতা দেয়া হবে রাজ্যের তহবিল থেকে। এমন সাহায্যের পরিমাণ আগে দুই হাজার ডলার ছিল। নিউইয়র্কে হেইট ক্রাইম প্রতিরোধের জন্য বাজেটের সাথে নতুন আইন পাস করা হয়েছে। আগে সব ধরনের বিদ্বেষমূলক তৎপরতার জন্য গ্রেপ্তার করার নিয়ম ছিল না। রাজ্যের বর্তমান আইনে ১৮ বছরের বেশি বয়স হলেই কোনো বিদ্বেষপূর্ণ ঘটনায় জড়িত পাওয়ামাত্র গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়েছে।

নিউইয়র্ক রাজ্যে হেইট ক্রাইমের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, জাতি, লিঙ্গ, যৌন পরিচয়, ধর্ম বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা বা ভিন্ন বিশ্বাসের কারণে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কমিউনিটিকে লক্ষ্য করে এ অপরাধ সংগঠিত হয়ে থাকে।

নিউইয়র্ক রাজ্যে হেইট ক্রাইম দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কখনো ধর্মের নামে, কখনও গাত্রবর্ণের কারণে , কখনো ভিন্ন রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক ভিন্নতার কারণে লোকজন পীড়নের শিকার হচ্ছে। এনিয়ে রাজ্যের আইন হালনাগাদ করা হয়েছে। রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হকুল হেইট ক্রাইমের বিপক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে বলেন, নিউইয়র্কে বিদ্বেষ ছড়ানোর অপরাধ করে কেউ পার পাবে না।

ব্রুকলিন ও চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড আ.লীগের ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউইয়র্ক ব্রুকলিন ও চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড আওয়ামী লীগের ইফতার এবং দোয়া মাহফিল।

পবিত্র রমজান উপলক্ষে ১৬ এপ্রিল শনিবার রাঁধুনী রেস্টুরেন্টে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক ব্রুকলিন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম নজরুলের সভাপতিত্বে এবং চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ইসমত হক খোকনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শামসুদ্দিন আজাদ ও লুৎফুল করিম, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান, সহ-সভাপতি এন আমিন, সন্দ্বীপ এসোসিয়েশনের সভাপতি আশ্রাফ উদ্দিন, আওয়ামী লীগ নেতা রেফায়েত উল্লাহ চৌধুরী, মহি উদ্দিন, জুয়েল। ইফতার মাহফিলে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা জয়নাল আবেদীন।

ব্রুকলিন ও চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড আওয়ামী লীগের ইফতার এবং দোয়া মাহফিল। ছবি: সংগৃহীত

শাপলা ওয়েলফেয়ারের ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি ট্যাক্সি চালক ও মালিকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইনকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৮ এপ্রিল সোমবার নিউইয়র্কের উডসাইড গুলশান ট্যারেসে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ওয়াসিম উদ্দীন ভূইয়া। সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমিনের সঞ্চালনায় ইফতারপূর্ব আলোচনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আবদুর রহিম হাওলাদার, সেক্রেটারি রুহুল আমিন সিদ্দিকী, জেবিবিএ সভাপতি গিয়াস আহমেদ, নিউইয়র্ক গভর্নর প্রার্থী আগা মোহাম্মদ সালেহ, কুমিল্লা সোসাইটির সভাপতি মনিরুল চৌধুরী, শাপলা ওয়েলফেয়ারের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মোস্তফা রিপন, সহ- সভাপতি মাহবুব হোসেন বিপ্লব, সহ-সাধারণ সম্পাদক এম এস আলী।

শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইনকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল। ছবি: সংগৃহীত

এবারে স্ত্রীর বিরুদ্ধে রিপন মিয়ার অভিযোগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

এক সপ্তাহ আগে সংবাদ সম্মেলন করে সাবেক স্বামী রিপন মিয়ার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেছিলেন প্রবাসী মাহমুদা রুমা।

এবার ২০ এপ্রিল বুধবার হাইটসে সংবাদ সম্মেলনে রিপন মিয়া বলেন, ফাহমিদা রুমার সাথে তাঁর কোনো আইনগত বিচ্ছেদ হয়নি। স্ত্রী থাকা অবস্থায়ই সন্তানদের রেখে অন্য একজনের সাথে রুমা পালিয়ে গেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে রুমার আনা সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে তিনি উল্লেখ করেন। সংবাদ সম্মেলনে রিপন মিয়া লিখিত বক্তব্যে বলেন, ২০১৫ সালে স্ত্রী, দুই ছেলেসহ তিনি আমেরিকায় আসেন। এখানে আসার দুই বছরের মধ্যে তাদের একটি মেয়ে হয়।

তিনি বলেন, "তিন সন্তানকে নিয়ে ভালো জীবনযাপনের আশায় আমি ও আমার স্ত্রী জীবনসংগ্রাম শুরু করি। আমার স্ত্রী কাজ করা শুরু করেন এবং আমি উবার চালানো শুরু করি। কয়েক বছর অত্যন্ত পরিশ্রম এবং পরিমিত ও সংযমী জীবনযাপনের মাধ্যমে কুইন্স ভিলেজে একটি বাড়ি কিনি। বাড়ির মর্টগেজ ও অন্যান্য খরচ চালিয়ে নেয়ার জন্য আমাদের পরিশ্রম আরও বেড়ে যায়। একপর্যায়ে আমি বাড়ির বেসমেন্ট ভাড়া দেয়ার পরিকল্পনা করি। কিছুদিনের মধ্যেই রাসেল নামে এক অসুস্থ বাংলাদেশি ও তার বন্ধু ফুয়াদের কাছে আমাদের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টটি ভাড়া দেই। যেহেতু আমরা সবাই বাংলাদেশি, সেহেতু ভাড়াটেদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। অসুস্থ রাসেলকে আমি এবং আমার স্ত্রী বিভিন্নভাবে সাহায্য করি। ফুয়াদ আমার স্ত্রীকে মাতৃতুল্য সম্মান দিয়ে 'মা' সম্বোধন করায় এই দুজন ভাড়াটেকেই অত্যন্ত আপন করে নিই।' তিনি বলেন, "উবার ড্রাইভার হিসেবে আমার কাজের মাত্রা বেড়ে যায়। পাশাপাশি আমি রিয়েল এস্টেট ব্যবসা সম্পর্কেও কিছুটা জ্ঞান অর্জন করি এবং অন্য একটি বাড়ি কিনতে সক্ষম হই।

সংবাদ সম্মেলনে রিপন মিয়া (ডানে)।

ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে আমি একটি বাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিলে আমার বেসমেন্টের ভাড়াটে ফুয়াদ বাড়িটি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাকে আমি রিয়েল এস্টেট ব্রোকারের সাথে যোগাযোগ করতে বলি। রিয়েল এস্টেট ব্রোকার আমাকে জানায় যে, ফুয়াদের আয় এবং ক্রেডিট স্কোর বাড়ি কেনার জন্য যথেষ্ট নয়। পরবর্তীতে ফুয়াদ তার দুই বন্ধুকে নিয়ে আমার বাসায় হাজির আমার বাড়ি কেনার প্রস্তাব দেয়।"

বাড়ি কেনার জন্য দেয়া শর্তে ছিল লুৎফর রহমান খান ও সুমী খান নামের দুই বন্ধুসহ ফুয়াদ বাড়িটি কিনবেন। বাড়ি ক্লোজ করার জন্য ফুয়াদ ও তার বন্ধুদেরকে ছয় মাস সময় দিতে হবে। ফুয়াদ ও তার বন্ধুরা ছয় মাসের মধ্যে বাড়ি ক্লোজ না করতে পারলে আমাদেরকে তারা এক লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেবেন।" রিপন মিয়া বলেন, "কোনো এক অজানা কারণে আমার স্ত্রী মাহমুদ ইসলাম রুমা আমাদের ওই বাড়িটি ফুয়াদের কাছে বিক্রির জন্য আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আমার স্ত্রীর অনুরোধে এক সময় উপরোক্ত শর্তে আমি ফুয়াদের কাছে বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হই। তবে ওই চুক্তি এবং বাড়ির কন্ট্রাক্ট অব সেল স্বাক্ষরের সাথে সাথে ফুয়াদ বাসা ভাড়া দেয়া বন্ধ করে দেন।"

রিপন মিয়া বলেন, দাম্পত্যের নানা আপত্তিকর বিষয় নিয়ে আমি ও আমার স্ত্রীর ভেতরে অনেক বাদানুবাদ হয়। আমাদের তিন সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে আমি তাকে এসব বন্ধ করতে বলি এবং আমার স্ত্রীও এসব বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

ঘটনা আরও বিব্রতকর অবস্থায় দাঁড়ালে অবস্থাদৃশ্যে একদিন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন বলে সংবাদ সম্মেলনে বলেন। রিপন মিয়া বলেন, বড় ছেলে ৯১১ কল করে আমাকে লং আইল্যান্ড জুইশ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই রাতেই আমার স্ত্রী আমাদের মেয়েসহ ফুয়াদের সাথে পালিয়ে যান। ৫ সেপ্টেম্বর আমি হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরি। পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রী পুলিশের কাছে নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তাঁকে এবং অন্য দুই নাবালক সন্তানকে গ্রেপ্তার করে।

সব পরিস্থিতি বিবেচনা করে গৃহত্যাগী স্ত্রী, ফুয়াদ ও তার বন্ধুবান্ধবদের বিরুদ্ধে তিনি মামলা করতে বাধ্য হন বলে সংবাদ সম্মেলনে বলেন রিপন মিয়া। সংবাদ সম্মেলন করে তাঁকে হেয় করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তাঁকে প্রয়াত অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেবের ড্রাইভার হিসেবে পরিচয় দেয়া হয়েছে, যা ডাহা মিথ্যাচার বলে তিনি উল্লেখ করেন।

রিপন মিয়ার সংবাদ সম্মেলন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ফুয়াদ হাসান প্রথম আলোকে বলেন, সংবাদ সম্মেলনে দেয়া রিপন মিয়ার বক্তব্যের কোনো সত্যতা নেই। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে এবং বিচারাধীন এসব বিষয়ে এর বেশি কোনো মন্তব্য নেই।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

মূলধারার রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সমাজসেবক ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে নিউইয়র্কের অন্যতম কমিউনিটি সংগঠন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১০ এপ্রিল রোববার ইফতার ও দোয়া মাহফিলে সিটির বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল মানুষের জনসমাগম ছিল। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস ওমেন ক্যারোলাইন মেলনি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে স্টেট অ্যাসেম্বলি মেন জহরান মামদানি, রেইবনউড ট্যানেনট এসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট কেরল ওয়েলকিন, ১১৪ প্রিসিংকটের কমিউনিটি এফেয়ার অফিসার টুবার, চাকন, ডিস্ট্রিক্ট ২৬ কাউন্সিল অফিসের পারাহ সালাম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি আব্দুল বাছিত, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সেক্রেটারি মিসবা মজিদ, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি তজমুল হোসেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট আবুল কাশেম, সাবেক সেক্রেটারি সৈয়দ মামুন, সাবেক ছাত্রনেতা শাহাবুদ্দিন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি জসেফ চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ সমিতির উপদেষ্টা বেলাল উদ্দীন, কুলাউড়া সমিতির সাবেক সভাপতি শাহেদ দেলোয়ার চৌধুরী ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন লিটন, জাসদ নেতা নুরে আলম জিকু, আবু হামিদ (আবু), অ্যাসেম্বলিম্যান ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ ক্যাম্পেইন ম্যানেজার জুবায়ের মার্চেন্ট, কুইন্স টুগেদার সিইও জনাথান ফার্গাস, এসএম প্রিন্টিংয়ের স্বত্বাধিকারী মুনিরুজজামান, ফজলু মিয়া। উপস্থিত ছিলেন আল-আমিন জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি জয়নাল আবদীন, শাফায়াত খান, সাদেক জসীম আহমেদ, আব্দুস সালাম আজম, আমিন হোসেন, আব্দুল হান্নান, আনসার চৌধুরী, আমির আলী, মনির উদ্দীন, আব্দুর রহিম তাজুদ, হোসেন, হাফিজ ইশরাক আহমেদ, মাওলানা নেসার আহমেদ, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সদস্য চৌধুরী মোমিত তানিম। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা লুৎফুর রহমান চৌধুরী। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট কয়েস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

এতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, চৌধুরী সালেহ, সদস্য শাহিন হাসনাত, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, মো. নুরুল হক, আবু সুলায়মান, সদস্য ফয়সল আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, ময়নুল হক চৌধুরী, মীর জাকির, মোহাম্মদ রুবেল, সাদমান রশিদ, পাহিমুজামান।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ইফতার মাহফিল। ছবি: সংগৃহীত

নিউইয়র্ক বইমেলা ২৮ থেকে ৩১ জুলাই

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী ২৮ থেকে ৩১ জুলাই ২০২২ অনুষ্ঠিত হবে ৪ দিনব্যাপী নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা। গত ১০ এপ্রিল মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কার্যকরী কমিটির ভার্চুয়াল সভায় এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার বাইরে সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘস্থায়ী বইমেলা হিসেবে স্বীকৃত এই বইমেলার ৩১তম আসরের আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভুঁইয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা একুশে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ড. নূরুন নবী, ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান রোকেয়া হায়দার, মুক্তিযোদ্ধা ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ, কথাসাহিত্যিক ও মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ফেরদৌস সাজেদীন, ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রাবন্ধিক-লেখক হাসান ফেরদৌস, কার্যকরী কমিটির সদস্য সংস্কৃতিকর্মী সউদ চৌধুরী, প্রাবন্ধিক-গবেষক আহমাদ মাযহার, লেখক-সাংবাদিক ফাহিম রেজা নূর, লেখক আদনান সৈয়দ, ফাউন্ডেশনের কোষাধ্যক্ষ ও ব্লগার তানভীর রাব্বানী, সংস্কৃতিকর্মী সাবিনা হাই উর্বি, ফাউন্ডেশনের প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকর্তা মুরাদ আকাশ ও ফাউন্ডেশনের সিইও বিশ্বজিত সাহা উপস্থিত ছিলেন। কার্যকরী কমিটির সভায় আসন্ন বইমেলাকে সফল করতে সর্বসম্মতিক্রমে ৮ সদস্যবিশিষ্ট কোর কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্যরা হলেন গোলাম ফারুক ভুঁইয়া, ফেরদৌস সাজেদীন, আহমাদ মাযহার, আদনান সৈয়দ, সেমন্তী ওয়াহেদ, তানভীর রাব্বানী ও বিশ্বজিত সাহা। হাসান ফেরদৌস এ কমিটির উপদেষ্টা। এছাড়া গোলাম ফারুক ভুঁইয়াকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট ফান্ড রেইজিং কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে রয়েছেন ড. নূরুন নবী, ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ, ফেরদৌস সাজেদীন ও তানভীর রাব্বানী।

গোলাম ফারুক ভুঁইয়া জানান, ৩১তম বইমেলার অনুষ্ঠানমালা আরও বেশি বইকেন্দ্রিক ও বৈচিত্র্যময় হবে বলে কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician, NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

---

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

ইনকামট্যাক্স ২০১৯ ইনকামট্যাক্স

আন্জুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্ক

37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372

IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ▶ আবু হেলেন হোসেন

718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীর ইফতার মাহফিল। ছবি: সংগৃহীত

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীর ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

পবিত্র রমজান উপলক্ষে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬ এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের নিরব রেস্টুরেন্টে এই মাহফিল আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল-৮ আসনের (বাসাইল-সখীপুর) সাবেক এমপি অনুপম জয়। এতে শতাধিক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী যোগ দেন। সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হাকিম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আনিসসহ কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তারা অতিথিদের স্বাগত জানান। মাহফিলে সাবেক এমপি অনুপম জয় এবং নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক ২৪এ থেকে আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারি নির্বাচনে ডিস্ট্রিক্ট লিডার পদপ্রার্থী মাহতাব খান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। মাহফিলে নতুন প্রজন্মের তিনজন শিশু-কিশোর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন। বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন আতিকুর রহমান আনিস।

মাহফিলে অনুপম জয় তার বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীকে বাংলা নববর্ষ ও পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগাম শুভেচ্ছা জানান এবং ঐক্যবদ্ধভাবে মিলেমিলে থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মাহতাব খান আগামী নির্বাচনে তার নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের তাকে ভোট দেয়া আহ্বান এবং টাঙ্গাইলবাসীর যার যার অবস্থান থেকে নির্বাচনে কাজ করার অনুরোধ ও সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, গত নির্বাচনে অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছি। এবার সবাই মিলে ভোট দিলে জয়ী হব ইনশাল্লাহ।

মাহফিলে সংগঠনের উপদেষ্টা কৃষিবিদ আব্দুর রহমান ও আশেক খন্দকার শামীম, সাবেক সভাপতি ফরহাদ তালুকদার, মোজাম্মেল হক ও ফরিদ খান, সাবেক আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান খান বাবু ও আকতারুজ্জামান হ্যাপি, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শাহেদ মাহবুব খান, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিক দিদার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশনের ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০ এপ্রিল রোববার।

নিউইয়র্কে কুইন্সের জয়া হলে ধর্মীয় উৎসব আমেজে এটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসী শ্রীমঙ্গলবাসীর মিলনমেলায় পরিণত হয় এ ইফতার মাহফিল।

শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি মামুনুর রশীদ শিপুর সভাপতিত্বে এবং সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক এলাহী চমনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মোখলেসুর রহমান। রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং দেশ, জাতি ও বিশ্ব শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ইয়াং স্কলার মাওলানা আদিল সাদিক। ইফতার মাহফিলে অতিথি ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা ও কোষাধ্যক্ষ মঈনুল ইসলাম, জেএমসির সহ-সভাপতি মনজুর চৌধুরী, জকিগঞ্জ সোসাইটির উপদেষ্টা সৈয়দ আতিকুর রহমান, সভাপতি আবিদুর রহমান, রাজনগর উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা শাহ রকিব আলী, সহ-সভাপতি মাসুক মিয়া, সাধারণ সম্পাদক হারুন আলী, আমেরিকা বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ও বেঙ্গল ট্যাক্স সার্ভিসের প্রতিষ্ঠাতা জুলকার হায়দার, এমএন্ডএন হোম কেয়ারের কর্ণধার সামিউল চৌধুরী ফুরাদ, নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ অফিসার জুয়েল গাজী, জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুল ইসলাম জাকির, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মইনুজ জামান চৌধুরী, সৈয়দ জিয়াউস শামস, কামরান চৌধুরী, নওফেল চৌধুরী, মাহবুবুর রহমান বাবলা, পাবলিক সেফটি অফিসার সাইদুর রহমান।

শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের ইফতার মাহফিল। ছবি : সংগৃহীত

মুসলিম বিদ্বেষের জন্য দণ্ডিত দম্পতি

রোকেয় দীপা

মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ করা এবং হুমকি দেয়ার অভিযোগে নিউজার্সির জার্সি সিটির এক বয়স্ক দম্পতিকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ২০ এপ্রিল হাডসন কাউন্টি আদালতে দুইদিনব্যাপী জুরি ট্রায়ালে তাদের নামে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে রায় দেয়া হয়েছে। দণ্ড ঘোষণার জন্য বিচারক ৭ জুনের তারিখ নির্ধারণ করেছেন।

হাডসন কাউন্টি প্রসিকিউটার জানিয়েছেন জার্সি সিটির ৭৬ বছর বয়সী উইলিয়াম অঙ এবং তাঁর ৭৩ বছর বয়সী স্ত্রী বেভারলি অঙ মুসলমান প্রতিবেশীকে উত্যক্ত করে আসছিলেন। প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্যে তাঁরা আঙুল দিয়ে গলা কাঁটা, শিশুদের আঙুল দিয়ে গুলি করার ভঙ্গি করেছেন।

Authorized
IRS e-file
Provider
KAKATUA
কাকাতুয়া
AGENCY
PARVIZ KAZI E.A.
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
Serving Our Community For Over 28 Years
ENROLLED AGENT
দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ট্যাক্স নীতিমালা অনুসরণ করে ট্যাক্স ফাইলিং করে থাকি
Tax Return
OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting
Travels
Immigration
Insurance
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: info@kakatua.com | Web: www.kakatua.com

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস
যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।
যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0891
- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING
DCJS Approved
OSHA Authorized Training
MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL
বিস্তারিত জানতে আজই কল করুন
আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ুন।

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।

মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল

কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.

Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

আপনি COVID-19 চিকিৎসার জন্য যোগ্য হতে পারেন

যারা COVID-19 এর পরীক্ষায় ইতিবাচক ফল লাভ করেছেন তারা হয়তো উপসর্গ নিয়ে সহায়তার জন্য এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এড়াতে আউটপেশেন্ট চিকিৎসা পেতে পারেন। উপসর্গ শুরু হওয়ার পরে দ্রুত শুরু করলে চিকিৎসা সব চেয়ে ভালো কাজ করে, অতএব অবিলম্বে পরীক্ষা করান।

মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি চিকিৎসা একটি এককালীন IV বা ইনজেকশন COVID-19 এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করার জন্য যখন আপনার রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম তার নিজের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে।

মুখে খাওয়ার অ্যান্টিভাইরাল বড়ি পাঁচ দিনের জন্য নেওয়া হয় এবং ভাইরাসটি বন্ধ করতে এবং সেটি রেপ্লিকেট করা বন্ধ করতে সাহায্য করে, যা আপনার শরীরের ভাইরাসের পরিমাণ হ্রাস করে। বর্তমানে দুটি অনুমোদিত বড়ি আছে - প্যাক্সলভিড এবং মোলুনপিরাভির।

মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এবং মুখে খাওয়া অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা আপনার COVID-19 এর কারণে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এড়াতে পারে।

COVID-19 চিকিৎসাগুলি টিকাকরণের বিকল্প নয়। COVID-19 টিকা এবং বুস্টার শট COVID-19 এর কারণে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার বিরুদ্ধে সেরা সুরক্ষা হয়ে রয়েছে।

আপনার যদি COVID-19 এর উপসর্গ থাকে, বা আপনি যদি ইতিবাচক পরীক্ষার ফল লাভ করে থাকেন, আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন, বা 212-268-4319 এ কল করুন।

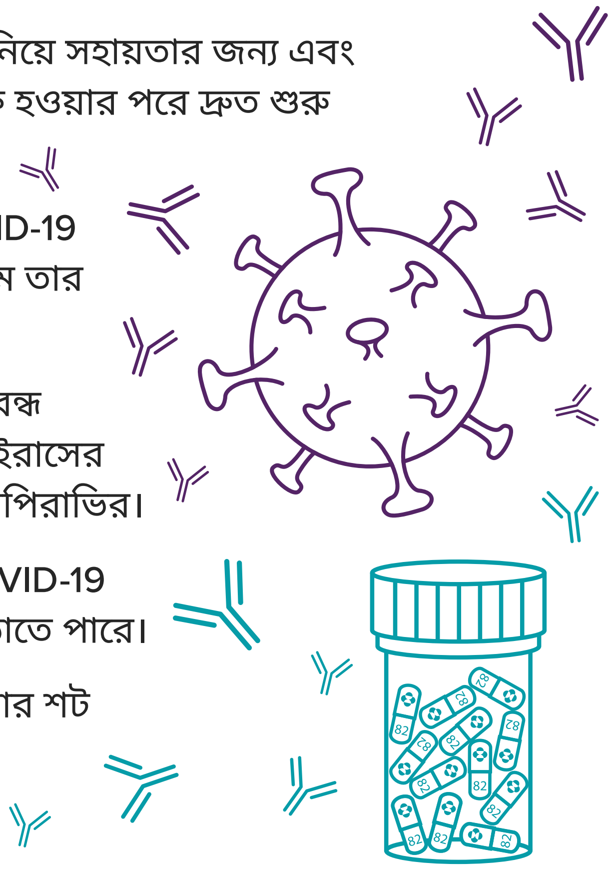

NYC VACCINE FOR ALL: SAFE, FREE, EASY

NYC Health

নতুন ঠিকানায় আতিথেয়তার সাথে আমাদের সেবা গ্রহণ করুন

37-48 72nd Street 2nd Floor Jackson Heights New York 11372

Tel: 917-722-1405 & 917-722-1408 E-Mail: legalnetwork.us@gmail.com

Visit us at: www.legalnetworkusa.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউথ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা। প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করছে এবং কে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভভিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেশি।

Visit us at: www.legalnetworkusa.com

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্য সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

37-48 72nd Street 2nd Fl Jackson Heights New York 11372 Tel: 917-722-1405, 917-722-1408 E-Mail: legalnetwork.us@gmail.com

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
প্রথম আলো
Prothom Alo North America
৫ম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
LIGHT CRISPY LAYERED FLUFFY
-AUTHENTIC TASTE-
Home Made Style
Net Weight:
2000gm/70.5oz
FROZEN
KEEP FROZEN
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

NYC Small Business Services
careers
businesses
neighborhoods
আপনার ব্যবসা সুরক্ষিত রাখুন।
আপনার ঝুঁকির মূল্যায়ন করুন।
সহায়তা নিন।
কল করুন 888-SBS-4NYC বা দেখুন
nyc.gov/businessprep

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

Ramadan
Offer
$10 ছাড়
$100 শপিংয়ে!
১ এপ্রিল-৩০ এপ্রিল, ২০২২
BARI
SUPERMARKET
Bari Supermarket
1412, Castle Hill Ave, Bronx, NY, 10462
Tel: 347-810-0087

ABU ZAFAR MAHMOOD
CEO & President
646-769-0966
ceo@banglacdpap.com
BANGLA CDPAP SERVICES
Location
Corporate Office
72-26 Broadway, 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237 (Toll Free)
Jackson Heights Office
72-28 Broadway, 1st Floor,
Jackson Heights, NY 11372
718-708-9751, 646-769-0966
Brooklyn Office
544 Mcdonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-675-0209, 646-769-0966
BANGLA CDPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে
CARE WITH LOVE IS HUMANITY....
www.banglacdpap.com
info@banglacdpap.com
888-212-3237 (Toll Free)

PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC Department of Consumer Affairs NYCDCA Certified
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

জ্যাকসন হাইটস- এ
অভিজ্ঞ ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান
TAX
সুরমা এজেন্সি INC.

$40 থেকে শুরু
- ব্যাক্তিগত ও বিজনেস
- ট্যাক্স ফাইলিং
- ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট
- লাইসেন্স
- পেরোল
- অলাভজনক ব্যবসা শুরু করা
- ট্যাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা

এই আর এস ও নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যার সমাধান
37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY-11372
+1 (631)805-1051

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax • Business Licenses and Setup • FBAR and FATCA Filing
Notary Public • Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
naea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
TAX (Federal & State)
IMMIGRATION
CORPORATION
BUSINESS SERVICES
CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days
A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপূরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

এম এন্ড এন হোমকেয়ারের ইফতার আয়োজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

জনপ্রিয় হোমকেয়ার কোম্পানী এম এন্ড এন হোমকেয়ারের উদ্যোগে ইফতারের আয়োজন করা হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল শুক্রবার উডহ্যাভেনের জয়া পার্টি হলে ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় এম এন্ড এন হোমকেয়ারের বিভিন্ন জোনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার পূর্বে মুহুর্তে কোম্পানীর সাফল্যে কামনা করে দোয়া করা হয়। আয়োজন করা হরেক রকমের সুস্বাধু ইফতারি।

কোম্পানীর সিইও সামিউল চৌধুরী বলেন, এম এন্ড এন হোমকেয়ার একটি জনপ্রিয় কোম্পানীতে পরিণত হয়েছে। এই কোম্পানী শুধু অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনের জন্য নয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনসেবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাই তিনি এই কোম্পানীর সমৃদ্ধির জন্য সকল কর্মকর্তা ও কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠানে এম এন্ড এন হোমকেয়ারের কর্মকর্তারা। ১৫ এপ্রিল উডহ্যাভেনে। ছবি: সংগৃহীত

কোম্পানীর ব্যবসা উন্নয়ন কর্মকর্তা আলতাফ হোসেন বলেন, কোম্পানীর ভাল অবস্থানের জন্য উপস্থিত সবার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। একই সাথে ব্যবসা প্রসারে নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নিউইয়র্কের ম্যানহাটন ফিফথ অ্যাভিনিউর গির্জার সামনে ইস্টার সানডের বিশেষ প্রার্থনা। ছবি: সৈয়দ মাসুদুল কবির

ইস্টার সানডের বিশেষ প্রার্থনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৬ এপ্রিল রোববার পালিত হয়েছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ইস্টার সানডে। এ উপলক্ষে আমেরিকার প্রতিটি গির্জায় ছিল ধর্মপ্রাণদের ভিড়।

১৭ এপ্রিল রোববার সকাল থেকেই গির্জায় গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শান্তি-সমৃদ্ধির আকুতি ছিল এবারের ইস্টার বিশেষ প্রার্থনায়।

খ্রিস্টধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, যিশুখ্রিস্ট্রের মৃত্যুর তৃতীয় দিনে তিনি ফিরে আসেন। পুনরুত্থানের ওই রোববার ইস্টার সানডে হিসেবে পালিত হয়। ২০০০ বছর আগে ইসরায়েলের বেথলেহেমে জন্ম নেন যিশুখ্রিস্ট। ধনী-দরিদ্র সব মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন তিনি। মানুষের মুক্তির জন্য ন্যায় ও শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন।

শরীফ মাহবুবুলের দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন প্রবাসনেত্রী নার্গিস আহমেদের হাতে। সেদিন 'তিনবাংলা ইউএসএ' আয়োজন করে জন্মতিথি অনুষ্ঠানের। নিউইয়র্কের লেখক-সংস্কৃতিসেবীদের অংশগ্রহণে মুখর ছিল আয়োজনটি।

শরীফ মাহবুব আলমের নতুন মৌলিক বই 'ইয়েতি'। অ্যাডভেঞ্চারমূলক আকর্ষণীয় উপন্যাস এটি। প্রকাশ করেছে 'সমগ্র প্রকাশনা'র পক্ষে শওকত আলী তারা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণে নিউইয়র্কের মাসুদ কবির। মূল্য ২৫০ টাকা, যা উত্তর অ্যামেরিকায় ১০ ডলার। দ্বিতীয় বইটির শিরোনাম 'লাল-সবুজের মূল্য'। লেখক শফিক শরীফ। সম্পাদনা শরীফ মাহবুবুল আলম। প্রকাশক একাত্তর প্রকাশনরীর পক্ষে জাহাঙ্গীর হোসেন। প্রচ্ছদ মাসুদ কবির ও মূল্য ২০০ টাকা। দুটোরই প্রকাশকাল অমর একুশে বইমেলা ২০২২।

বই দুটোর প্রবাসে প্রথম মোড়ক উন্মোচন হলো ১০ এপ্রিল। তিনবাংলা ইউএসএ'র গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানমালার বিশেষ পর্বে। জন্মতিথি উপলক্ষে তিনবাংলা সভাপতি নার্গিস আহমেদ তা গ্রহণ করেন। পূর্বে বই দুটির ওপর আলোকপাতও করা হয়। শরীফ মাহবুবুল আলম বলেন, দ্বিতীয় বইটি মুক্তিযুদ্ধের। আমাদের পরিবার একাত্তরের ১০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন মহকুমা শাসক ছিলেন এইচ টি ইমাম। উনি সমূহ বিপদের আশংকা জানিয়ে পালাতে বলেন। আমার বাবা সরকারি কর্মকর্তা এবং পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন। আমাদের পরিবার তখন রণাঙ্গনে জড়িয়ে পড়ে যা লোমহর্ষক ইতিহাস। সেসবেরই প্রামাণ্য কাহিনী 'লাল সবুজের মূল্য'।

মোড়ক উন্মোচনে ছিলেন তিনবাংলার গ্লোবাল সভাপতি কবি সালেম সুলেরী। সিনিয়র সাংবাদিক-গবেষক সাঈদ তারেক। জাতিসংঘে কর্মরত কবি-সাহিত্যিক কাজী জহিরুল ইসলাম। তিনবাংলার প্রেসিডিয়াম সদস্য গবেষক আবু খালিকুজ্জামান। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত পদ্যকার অভীক বসু। একটি বই অভীক বসু ও চিত্রশিল্পী সোমা বসুকে উৎসর্গকৃত। পর্বটি সঞ্চালনা করেন তিনবাংলা সম্পাদক কবি রওশন হাসান। লেখক শরীফ মাহবুবুলকে ধন্যবাদ জানান সভাপতি নার্গিস আহমেদ। তিনি বলেন, তিনবাংলার প্রেসিডিয়াম সদস্য হলেও সাহিত্যিক হিসেবেও সমাদৃত। আমরা এধরনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অতিথিরা। ছবি: সংগৃহীত

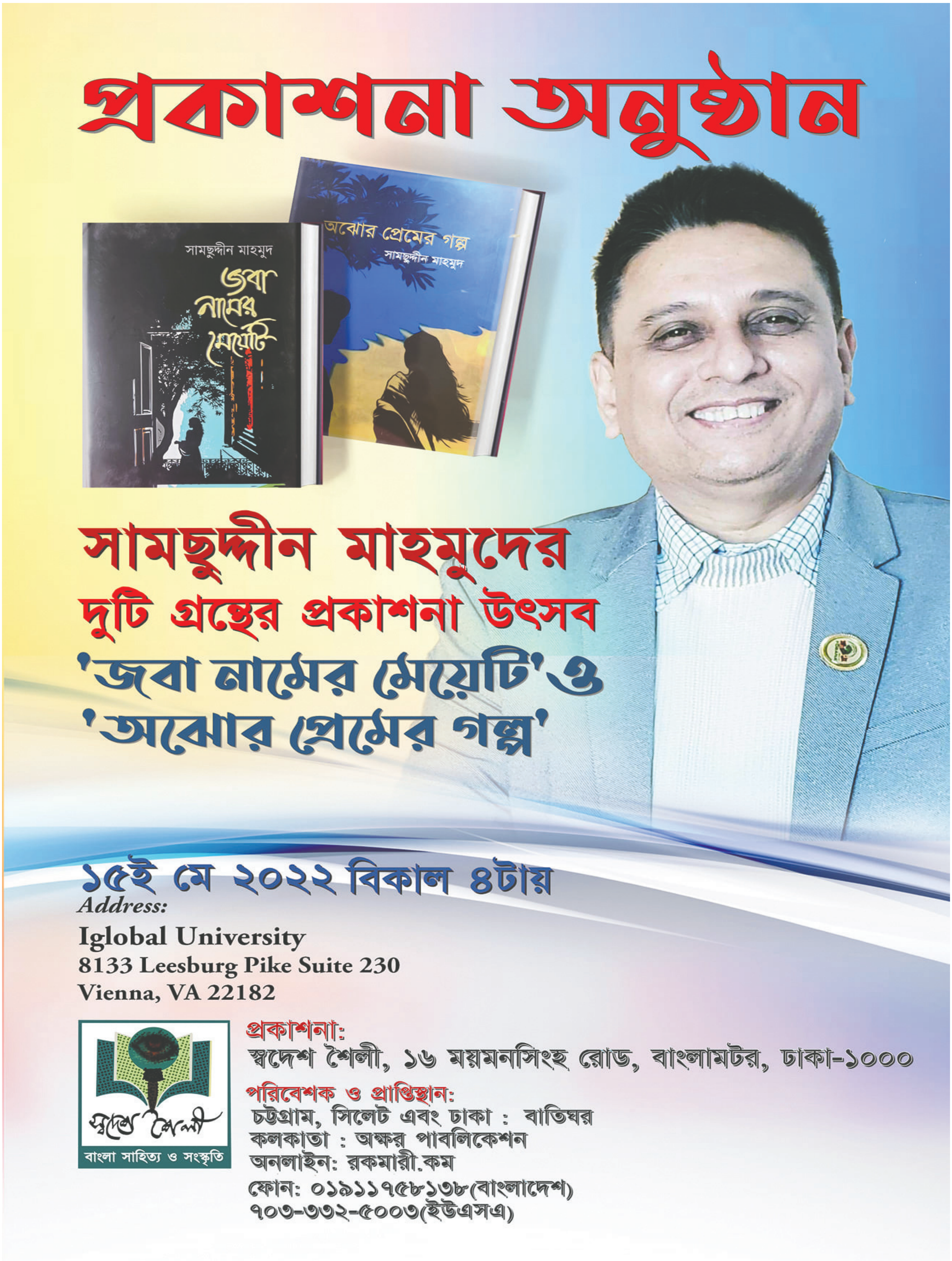
প্রকাশনা অনুষ্ঠান
সামছুদ্দীন মাহমুদ
জবা নামের মেয়েটি
অঝোর প্রেমের গল্প
সামছুদ্দীন মাহমুদ
সামছুদ্দীন মাহমুদের
দুটি গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব
'জবা নামের মেয়েটি' ও
'অঝোর প্রেমের গল্প'
১৫ই মে ২০২২ বিকাল ৪টায়
Address:
Iglobal University
8133 Leesburg Pike Suite 230
Vienna, VA 22182
স্বদেশ শৈলী
বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি
প্রকাশনা:
স্বদেশ শৈলী, ১৬ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০
পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান:
চট্টগ্রাম, সিলেট এবং ঢাকা : বাতিঘর
কলকাতা : অক্ষর পাবলিকেশন
অনলাইন: রকমারী.কম
ফোন: ০১৯১১৭৫৮১৩৮(বাংলাদেশ)
৭০৩-৩৩২-৫০০৩(ইউএসএ)

টেলেনটেক আয়োজিত ইফতার মাহফিল

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন-বাপা'র ইফতার মাহফিল। ছবি: সংগৃহীত

টেলেনটেকের ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

স্বনামধন্য আইটি জব ক্যারিয়ার সেন্টার এবং স্টুডেন্ট একাডেমি সাইবার সিকিউরিটি ট্রেনিং সেন্টার টেলেনটেক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে।

১৬ এপ্রিল জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত এ ইফতার মাহফিলে উপস্থিত সুধীজনকে স্বাগত জানান টেলেনটেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইমন মাহমুদ।

ইফতার মাহফিলে দেয়া স্বাগত বক্তব্যে প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান কর্মবাজারে টেলেনটেকের দেয়া প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। তিনি পবিত্র রমজানে ইফতার মাহফিলে উপস্থিত থাকার জন্য সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানান। ইফতার মাহফিলে মানবকল্যাণে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

নবীগঞ্জ থানা কল্যাণ সোসাইটির ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে নবীগঞ্জ থানা কল্যাণ সোসাইটি ইউএসএ'র অভিষেক ও ইফতার মাহফিল ১৯ এপ্রিল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ব্রঙ্কসের খলিল হালাল চায়নিজ রেস্টুরেন্ট সংগঠনটির নয়া কমিটির শপথগ্রহণ শেষে আলোচনা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথপাঠ করান সংগঠনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট কাইয়্যুম চৌধুরী। বিদায়ী সভাপতি সাব্বির হোসেনের সভাপতিত্বে এবং নবনির্বাচিত সভাপতি শেখ জামাল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান আলী টিপুর পরিচালনায় অতিথি ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমিরিকা ইনকের সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, সাবেক ট্রাস্টি আব্দুস শহীদ, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর চৌধুরী সেফাজ, কোষাধ্যক্ষ মঈনুল ইসলাম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবদুর রহিম বাদশা, মূলধারার রাজনীতিক মোহম্মদ এন মজুমদার, মির্জা মামুনুর রসিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী. ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গেনাইজেশনের সভাপতি জুনেদ আহমদ চৌধুরী, এনওয়াইপিডি ডিটেক্টিভ মাসুদ রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জকি উদ্দিন চৌধুরী, হুমায়ুন চৌধুরী, এ ইব্রাহিম খলিল রিজু, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনকের সভাপতি আজদু মিয়া তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক ইনকের সভাপতি সামাদ মিয়া জাকের, সাধারণ সম্পাদক শামিম আহমেদসহ প্রমুখ।

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন-বাপার ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জয়া হলে ১৬ এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন-বাপার ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি করপোরেশনের ডেপুটি মেয়র অ্যানে উইলিয়াম ইসম। নিউইয়র্ক সিটির উর্ধ্বতন কমর্কতা, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মূলধারার রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিলে শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন বাপার সভাপতি কারাম চৌধুরী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রিন্স আলম। ডেপুটি মেয়র অ্যানে উইলিয়াম ইসম বলেন, সিটির মানুষের নিরাপত্তা বিধানকেই বর্তমান মেয়র এরিক এডামস সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এতে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছেন এনওয়াইপিডির অফিসাররা। তাঁরা কমিউনিটির মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন দেখে আমি আনন্দিত।

ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী বলেন, আমরা কমিউনিটির মানুষের বন্ধু হিসাবে পাশে আছি। আমাদের এ সম্পর্ক ভালবাসায় পূর্ণ। ভবিষ্যতে এ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। আমাদের ভাবনায় সর্বাগ্রে কাজ করে কমিউনিটির মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি।

অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাপার এই আয়োজনের সঙ্গে আমি আছি, ভবিষ্যতেও থাকব। বাপার সভাপতি কারাম চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক প্রিন্স আলম ইফতার মাহফিলে অংশ নেয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

পরিচ্ছন্নতায় ১১

শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়ে উঠেছে। পর্যটনের জন্য আসা লোকজনের কাছেও নিউইয়র্কের মতো নগরের এমন অপরিচ্ছন্ন অবস্থা নিয়ে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

মেয়র এরিক অ্যাডামস নগর পরিচ্ছন্ন রাখার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। স্যানিটেশন বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন জ্যাসিকা টিসচ। কাজে যোগ দিয়েই জ্যাসিকা নগর পরিচ্ছন্নতার জন্য মেয়রের বাজেট বরাদ্দের কথা জানিয়েছেন। বাজেটের এ অর্থ পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও মেশিনপত্র কেনার জন্য ব্যয় করা হবে। নিউইর্কের বাইক লেনের জন্য আলাদা পরিচ্ছন্নকর্মী নিয়োগ দেয়া হবে। ফলে যন্ত্র দিয়ে পরিচ্ছন্ন করার সময় বাইকলেন আর বাদ পড়বে না। এমনসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আসছে গ্রীষ্মেই নিউইয়র্ক নগর অনেকটা পরিচ্ছন্ন দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। খুব দ্রতই নিউইয়র্ক নগরের সড়কপথগুলোর বিকল্প পার্কিং ব্যবস্থা হালনাগাদ করে কার্যকর করা হবে তিনি জানান। বিকল্প পার্কিং যথাযথভাবে কার্যকর হলে আবাসিক এলাকাগুলোর সড়কের একপাশ খালি রেখে আবর্জনা পরিষ্কার করা ভালোভাবে সম্পন্ন করা যাবে বলে তিনি বলেন।

মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, এমরা এখন শুধু কথাই বলছি না। দীর্ঘদিন থেকে নগর পরিচ্ছন্নতা নিয়ে

আপিল করবে মার্কিন বিচার

শেষ পৃষ্ঠার পর

সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল বাধ্যতাবাধকতা আরোপে তাদের ক্ষমতার সীমানা অতিক্রম করেছে। করোনা মহামারিতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর দেশ আমেরিকায় এখনও মহামারির সাথে লড়াই করতে হচ্ছে।

সংক্রমণের ভয়াবহতা কমলেও এখনও মানুষের মৃত্যু হচ্ছে নতুন ধরনের রূপান্তরিত ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে। সিডিসি আগে বলেন, বিমানযাত্রার সময় সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সিডিসি বিমানযাত্রীদের জন্য মাস্ক বাধ্যতামূলক করার ফলে এ নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। বিমানযাত্রীদের সাথে এয়ারলাইন্স ও টিএসএ কর্মীদের বহু বিবাদ হয়েছে।

বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে ফ্লোরিডার আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা নিয়েও তোলপাড় চলছে। ভবিষ্যতে মহামারি বা এমন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হলে সিডিসি মাস্ক বা জনগণের ওপর অন্য কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপের ক্ষমতা রাখে কি না, তা এখন পরীক্ষার মুখোমুখি। আপিল করার মধ্যে ঝুঁকিও আছে। যদি সার্কিট আদালতে মাস্ক বাধ্যতামূলক করার নিম্ন আদালতের আদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়, তাহলে ভবিষ্যতে সিডিসি এমন নির্দেশনা আর নিতে পারবে না।

ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের জন্য নির্ভরযোগ্য পত্রিকা

- বাসা ভাড়া
- রুম ভাড়া
- রুমমেট
- আবশ্যক
- ড্রাইভার
- ক্রয়/ বিক্রয়
- পাত্র-পাত্রী
- বিবিধ

- বিল ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করা যায়
- বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু লিখে ব্যাংক/ক্রেডিট কার্ডের নম্বর, এক্সপায়ার ডেট ও সিভিসি নম্বর লিখে ইমেইল করুন—

বুধবারের মধ্যে আপনার বিজ্ঞাপন আমাদের অফিসে পৌঁছে দিন

উত্তর আমেরিকা প্রথম আলো

যোগাযোগ: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৭১৮–৩০৮–৫০২০, ৩৪৭-৬৪২-৯৬৬৩
ই-মেইল: cm@prothomalony.com

পর্যটন ও অবকাশে অনিশ্চয়তা কাটছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

রুদ্ধশ্বাস অবস্থা থেকে বিশ্ব বেরিয়ে আসছে। করোনার সংক্রমণ হয় নিয়ন্ত্রণে আসছে, না হয় সহনীয় হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে মানুষ আবার বেরিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। পশ্চিমের দেশগুলোতে গ্রীষ্মের আগমনি বার্তার সাথেই লোকজনের এমন ব্যাপকভাবে বেরিয়ে পড়ার আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভ্রমণের পরিকল্পনা করলেই তো আর হবে না। এয়ারলাইন্স থেকে শুরু করে ভ্রমণের নানা ক্ষেত্রে চরম সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। কর্মিসঙ্কটে বিমান পরিবহন সংস্থাগুলো ঘন ঘন ফ্লাইট বাতিল করতে হচ্ছে। ফ্লাইট পরিচালনার জন্য বিমানবন্দরগুলোতেও অ্যাভিয়েশন বিভাগে কর্মিসঙ্কট। গন্তব্যে পৌঁছার পর রেন্টাল কারে অগ্নিমূল্য ভ্রমণপিপাসুদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

ডেল্টা এয়ারলাইন্সের প্রধান নির্বাহী এড বাস্টিয়ান বলেছেন, ২০২২ সালের মার্চ মাসটি তাদের ব্যবসার ইতিহাসে সবচেয়ে সফল মাস। একটি প্রধান বিমান পরিবহন সংস্থার প্রধান নির্বাহীর উক্তির মধ্যদিয়েই টের পাওয়া যাচ্ছে পর্যটনের কী পরিমাণ হামলে পড়েছে লোকজন। দুই বছরের জমানো অবস্থা থেকে পশ্চিমের মানুষ বেরিয়ে আসছে। কিন্তু এসব সামাল দেয়ার জন্য কর্মী পাচ্ছে না পরিবহন সংস্থাগুলো।

পশ্চিমের দেশগুলোতে পর্যটকদের গন্তব্যে পৌঁছে চলাচলের জন্য গাড়ি ভাড়া করার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। রেন্টাল কারের মূল্য নতুন গাড়ি কেনার সমান হয়ে যাচ্ছে কোথাও কোথাও। বুকিং দিয়ে চলাচলের জন্য গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। এ বাস্তবতা আটলান্টিকের দুই পাড়েই সমান বলে এবিসি নিউজ তাদের এ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে। যুক্তরাজ্যে যাওয়া এবং যুক্তরাজ্য থেকে বেরুনোর ফ্লাইট নিয়মিত বাতিল বা বিলম্ব হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করে, টিকিট বুকিং দিয়ে, রেন্টাল কারের বুকিং দিয়েও ভ্রমণ ভালোয় ভালোয় সমাপ্ত করা যাবে বলে পর্যটকরা নিশ্চিত হতে পারছেন না। ফলে আনন্দ ভ্রমণের নামে অনিশ্চয়তায় পড়া নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

আমেরিকার অভ্যন্তরীণ অবস্থাও ভ্রমণের ক্ষেত্রে নাজুক হয়ে উঠেছে। পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি, রেন্টাল কারের সঙ্কট সহসাই দূর হচ্ছে না বলে মনে করা হচ্ছে। এপ্রিল মাসে ইস্টার থেকেই ব্যাপকভাবে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ শুরু হয়। লোকজন এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে থাকে অনেক আগে থেকেই। মহামারি থেকে বেরিয়ে আসলেও সমাজজীবন স্বাভাবিক হচ্ছে না। ইউক্রেন যুদ্ধ, কর্মিসঙ্কট, জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধিসহ নানামুখী সমস্যার মধ্যে পর্যটনের লোকজন এ গ্রীষ্মে সঙ্কট ও অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। অবকাশের জন্য অনেকে আগেই সঠিক পরিকল্পনা নেয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন পর্যটন সেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

ঐতিহ্যের মেজবান

শেষ পৃষ্ঠার পর

মাটির শানকিতে ভরে খাওয়া।

ঐতিহ্যবাহী এ খাবারের চাহিদা রয়েছে ইফতারেও। নগরের চৌমুহনী এলাকার পীরবাড়ি রোডের অস্থায়ী দোকানগুলোর মেজবানি মাংসের সুনাম আছে পুরো চট্টগ্রামেই। গতকাল বিকেলে সেই রোডে ঢুকতেই নাকে লাগে মেজবানি মাংসের সুগন্ধ। বেশির ভাগ দোকানেই 'স্পেশাল রান্না করা মেজবানের মাংস' ব্যানার লাগানো। সেই দোকানগুলোর টেবিলে থরে থরে সাজানো ছোট-বড় বাটি। অন্য পাশে মেজবানের মাংসের বড় বড় ডেকচি। হালকা আঁচে মাংস গরম রাখার ব্যবস্থাও আছে। ক্রেতা এলে হাঁড়ি থেকে গরম মাংস ভরা হয় বাটিতে। অন্য বাটিতে ছোলার ডাল নেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

পীরবাড়ি রোডের মেজবানি মাংস বিক্রির শুরুটা যাঁদের হাত দিয়ে, তাঁদের অন্যতম সাঈদ মোহাম্মদ। তিনি বলেন, '১৯৯৮ সালে কয়েক বন্ধু মিলে মেজবানি মাংস বিক্রি শুরু করেছিলাম। প্রথম দিন পরীক্ষামূলকভাবে ১০ কেজি মাংস রান্না করেছিলাম। মুহূর্তেই তা শেষ। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে পরিসর।'

সেখানকার একটি দোকানে মেজবানি মাংস রান্না করেন ইয়াছিন বাবুর্চি। তিনি বলেন, 'সারা বছর বিয়েবাড়িসহ নানা অনুষ্ঠানে মেজবানি মাংস রান্না করি। আর রমজান এলেই চলে আসি এখানে।'

চকবাজার থেকে এখানে মেজবানি মাংস কিনতে এসেছেন মোসতাক আহমেদ। তিনি বলেন, ছেলেমেয়েরা ইফতারে মেজবানি মাংস খাওয়ার আবদার করেছে। তাদের আসল স্বাদ দিতে এখানে আসা।

চাহিদা বাড়ায় নগরীর পাঠানটুলী, শেখ মুজিব রোড, বাদামতলী এলাকায় মেজবানি মাংসের অস্থায়ী দোকান গড়ে উঠেছে। গত কয়েক বছরে অভিজাত রেস্তোরাঁগুলোও ইফতারির বিশেষ পদ হিসেবে মেজবানি মাংস বিক্রি করছে। বারকোড রেস্টুরেন্ট গ্রুপ 'মেজ্জান হাইলে আইয়ন' নামে মেজবানের মাংস বিক্রির কয়েকটি রেস্তোরাঁ খুলেছে। ষোলশহর শপিং কমপ্লেক্সের পেছনে আছে 'মেজ্জাইন্নাবাড়ি' নামের আরও একটি মেজবানি মাংসের রেস্তোরাঁ। এই রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপক শামসুল আরেফিন বলেন, 'প্রতিদিন ২০-২৫ কেজি মেজবানি মাংস বিক্রি হচ্ছে।'

বন্ধুদের নিয়ে মেজ্জাইন্নাবাড়িতে ইফতার করতে আসা মুজিবুল হক বলেন, 'বাসায় রান্না করলে মেজবানি মাংসের আসল স্বাদ মেলে না। তাই বন্ধুদের নিয়ে ইফতারিতে মেজবানি মাংস খেতে রেস্তোরাঁয় চলে এলাম।'

বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও অস্থায়ী দোকানিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কেজি হিসেবে তাঁরা মেজবানি মাংস বিক্রি করছেন। রেস্তোরাঁ ও দোকানভেদে প্রতি কেজি মেজবানি ৫০০ থেকে ৮৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আবার জনপ্রতি ২৬০ থেকে ৩০০ টাকায় খেতে পারবেন মেজবানি মাংস-ভাত-ডাল।

বাংলাদেশি-আমেরিকান সোসাইটির ইফতার ইফতার ও দোয়া। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশি-আমেরিকান সোসাইটির ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

‘চল যাই মূলধারায়’— এ স্লোগানে গঠিত নিউইয়র্কে বাংলাদেশি-আমেরিকান সোসাইটির ইফতার ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৫ এপ্রিল নিউইয়র্কের জয়া পার্টি হলে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি স্পীকার এড্রিয়া এডামস। সংগঠনের সভাপতি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতারপূর্ব আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আমিন মেহেদী বাবু। বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতা মোর্শেদ আলম, এনআরবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান সাকিল চৌধুরী, এশিয়ান আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মূলধারার নেতা জয় চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সেক্রেটারি ফখরুল আলম, মূলধারার নেত্রী মাজেদা উদ্দিন, ট্রান্সফটেক একাডেমির সিইও আইটি স্পেশালিস্ট শেখ গালিব রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক মনিকা রায় চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মিলন মোল্লা, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দুলাল। কমিউনিটির সিনিয়র ব্যক্তিদের নামাজের সামগ্রী বিতরণ করেন সিটি স্পীকার এড্রিয়া এডামস। করোনাকালীন থেকে এ পর্যন্ত নিউইয়র্কে কমিউনিটির সেবায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশি-আমেরিকান সোসাইটি। সভাপতি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ আলী বলেন, মূলধারার সাথে বাংলাদেশি কমিউনিটির সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যেই কাজ করছে বাংলাদেশি-আমেরিকান সোসাইটি।

লাকসাম ফাউন্ডেশনের ইফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল ১৮ এপ্রিল রোববার ব্রঙ্কসের খলিল চায়নিজ রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মজুমদারের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মশিউর রহমান মজুমদার।

মাহফিলে পবিত্র রমজানের তাৎপর্য বয়ান করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহহিয়া। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা এমকে রহমান মাহমুদ। বয়ানে মাওলানা ইয়াহহিয়া বলেন, মহান আল্লাহ রমজানের মাধ্যমে আমাদের ত্যাগ ও ধৈর্য্য শিক্ষা দিয়েছেন। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন মূলধারার রাজনীতিবিদ এন মজুমদার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবদুর রশীদ বাবু, সাপ্তাহিক প্রবাসের সম্পাদক ও আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ, বাংলা পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হাবিবুর রহমান, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার চিফ রিপোর্টার ও আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক, টিবিএন২৪ এর শামীম আল আমিন, সাংবাদিক তোফাজ্জল লিটন, মাহমুদুল হাসান পাহলবি, অর্থকণ্ঠের সম্পাদক এনামুল হক এনাম, চ্যানেল ৫২ এর এডিটর আনাম চৌধুরী, তুষার পিকের মোতাসিম বিল্লাহ তুষার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সামাদ মিয়া, কবি ও লেখক পলি শাহিনা, লাকসাম ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি আব্দুল জলিল তিতুমীর, সাবেক সভাপতি আবুল কালাম ভূইয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম, ওমর ফারুক রিপন, চিত্তরঞ্জন সিংহ, খোরশেদ আলম, রবিউল হাসান, আখতারুজ্জামান।,

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ৩ বেড, ১ ডাইনিং, ১ বাথ, ১ টি বড় লিভিং রুমসহ ভাড়া দেওয়া হবে, লোকেশন 117-19, 165 street, মসজিদ, গ্রেসারি, স্কুল সন্নিকটে ফোন: 929-285-7721, 917-893-2664

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে নতুন রেনুভেটেড ১ ম ফ্লোরে ৩ বেড, ডাইনিং, লিভিং, কিচেন, ১ বাথ ভাড়া দেওয়া হবে। দ্বিতীয় ফ্লোরে ৪ ৩ বেড, ডাইনিং, লিভিং, কিচেন, ১ বাথ ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল, বাস সন্নিকটে। যোগাযোগ 347-561-2287

রুমমেট চাই

এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

বাসা ভাড়া

ওজন পার্ক এর কাছে জেরুম স্টিটে 75 প্রিসেন্ট এ, সি, ও 3 ট্রেন সংলগ্ন 2 বেডরুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, 2 বাথ রুম, কিচেন, ব্যাক ইয়ার্ড, ড্রাইভ ওয়েসহ পহেলা এপ্রিল থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-718-848-2631

বাসা ভাড়া

হিলসাইডের ও পারসন্স বুলোবার্ডের F ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে দুই বেডরুম লিভিংসহ (হিলকৃষ্ট হাই স্কুলের সামনে) বেইসমেন্ট এবং দ্বিতীয় তলায় এক বেডরুম আলাদা কিচেন বাথরুমসহ অতি সত্তর ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে একবেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-220-2037

PRIVATE TUTORING
GRADE 4 - 12
MATH & ELA | SHSAT | SAT
NY ST EXAM | NY ST REGENTS
→ EXPERT TUTOR :
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN Sty V , Bronx Sci, Trinity ...
FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :
TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

পাত্রী চাই

বাংগালী আমেরিকান সুদর্শন ধর্মভীরু অবিবাহিত ৩৯ সুপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য উত্তর আমেরিকান অবিবাহিত অর্নুদ্ধ ৩৫ সুশ্রী মার্জিত সুন্নী মুসলিম পাত্রীর পক্ষে যোগাযোগ করুন। ২০৩-২৫২-৭৪৫৮

গাড়ি ভাড়া

টয়োটা কেমব্রী 2013 টিএলসি কার (উবার, লিফট) সুলভ মূল্যে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ 917-370-6826

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

কেয়ারটেকার আবশ্যক

জ্যামাইকাতে বৃদ্ধ মহিলাকে দেখাশোনা করার জন্য সপ্তাহে ৪ দিন কাজ করার জন্য লিভিং মহিলা শিক্ষিত কেয়ারটেকার আবশ্যক। বেতন আলোচনাসপেক্ষ। কল করুন: ৯১৭ ৬৫৭ ০৩৭২

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If any-one is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

World Travel and Vacation
TRAVEL THE WORLD
Mohammad Hossain
President
214.714.3110 (24/7)
1901 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX-75234
Mohammad.benu@gmail.com
ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্ততার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

বেবি সিটার আবশ্যক

জ্যামাইকার পারসনে একজন মধ্য বয়সী বেবি সিটার আবশ্যক। অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার ও ভাল বেতন দেওয়া হবে। যোগাযোগ ফাতিমা 718-974-8892

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karna-fullytax@yahoo.com

লোক আবশ্যক

একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীতে জ্যাকসন হাইটস অফিসে কাজ করার জন্য জন্য ছেলে অথবা মেয়ে আবশ্যক। বেতন ও কমিশন দেয়া দেয়া হবে। যোগাযোগ 347-907-5841

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকটিক্যাল ডিপলমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk& DU, ডিভোসী পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-14373247008

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পাত্রী চাই

সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫’’৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

Groom wanted

US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good ed-ucation/career. Tel :202-386-5401

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন সাউথ এশিয়ান আমেরিকান ভয়েজের ভাইস চেয়ারপার্সন রন্দা বিন্দা। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্ব অটিজম অ্যাকসেপটেন্স মাস উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

গত ১৫ এপ্রিল রোজ শুক্রবার কুইন্সে অবস্থিত হালাল ডাইনারে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব অটিজম অ্যাকসেপটেন্স মাস ২০২২। এই আয়োজন করে মাদারস ফর অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস (MAA), যারা একটি ইউএস ভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা। সংস্থাটি যেখানে মায়েদের সন্তান লালন পালনে কি কি করণীয়, প্রতিকার এবং সংস্থান দিয়ে সহায়তা করে, যা তাদের মাতৃত্ব যাত্রায় সাহায্য করবে। আমাদের শিশুদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি, মা হিসেবে আমাদের নিজেদের মানসিক সুস্থতার খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি। মাদারস ফর অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস মায়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের মান উন্নত করার জন্য সাহায্য প্রদান করে থাকে।

১৫ এপ্রিল সভায় বিভিন্ন পেশা এবং বয়সের মানুষ উপস্থিত হয়ে অটিজম সচেতনতা এবং অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এই উদযাপনে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন গভার্নমেন্ট রিলেশন এন্ড সোশ্যাল ইমপেক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সাউথ এশিয়ান আমেরিকান ভয়েজের ভাইস চেয়ারপার্সন রন্দা বিন্দা, সাউথ এশিয়ান আমেরিকান ভয়েজের ফাউন্ডার মেম্বার মোহাম্মদ তুহিন, নার্গিস আহমেদ কমিউনিটি লিডার, জয়ন্ত চৌধুরী সার্ভিস কো-অরডিনেটর ফর স্পেশাল নিড চিলড্রেন, সাবেক এমপি এবং সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক এম এম শাহিন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মূলধারার অ্যাক্টিভিস্ট রোকেয়া আক্তার, ইমরুল কবিরসহ কয়েকজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির অভিভাবক।

অনুষ্ঠানের আয়োজক মাদারস ফর অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডারএবং প্রেসিডেন্ট আনোয়ারা আনা আমান অনুষ্ঠানের শুরুতেই সবাইকে এই আয়োজনে অংশ নেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান।

ওজনপার্কে মুনার আলোচনা ও ইফতার মাহফিল। ছবি : সংগৃহীত

মুনার ইফতার মাহফিল

রুদ্র মাসুদ

কুইন্সের ওজন পার্কে মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা—মুনার উদ্যোগে রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা এবং ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৮ রমজান সোমবার বিকালে বায়তুন-নূর মসজিদে মুনার ওজন পার্ক চ্যাপ্টারের উদ্যোগে মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন মুনার দাওয়াহ ডিরেক্টর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েয় সাবেক ডিন ড. রুহুল আমীন।

চ্যাপ্টারের সভাপতি রুহুল আম্বিয়া সুমনের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি আব্দুল জাব্বারের সঞ্চালনায় আলোচনা পর্বের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলওয়াত করেন হাফেজ নাবিল ও ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন আলম চৌধুরী। আলোচনা পর্বে অংশ নেন বায়তুন-নূর মসজিদের খতিব ইমাম মাওলানা বেলাল হোসাইন, দায়িত্বশীল মতিউর রহমান। দোয়া পরিচালনা করেন মুনার সাউথ জোনের সেক্রেটারি মাওলানা এমদাদ উল্লাহ।

প্রধান অতিথি মাহে রমজানে গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, পবিত্র কোরআন নাজিলের মাস মাহে রমজান। কোরআনের কারণে এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। কোরআনের আলোকে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে। রমজানের শেষ ১০দিনে আমাদের লাইলাতুল কদরের রাত্রির তালাশ করতে হবে আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য। এসময় তিনি ১৭ রমজান ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাইলফলক হিসাবে উল্লেখ করেন।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
■ ফিজিক্যাল এক্সাম
■ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
■ টিএলসি এক্সাম
■ হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
■ চর্মরোগ
■ ডায়বেটিস
■ উচ্চ রক্তচাপ
■ থাইয়েড
■ এজমা
■ বাতের ব্যাথা
■ যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES
- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি
We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LAW OFFICE
এসাইলাম, বিনিয়োগ ও বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড; স্টপ ডিপোর্টেশন; ক্রিমিনাল, ডিভোর্স, বাড়ীর ভায়োলেশন রিমোভ, রিয়েল এস্টেট, ট্যাক্স সমস্যার সমাধান, ফোরক্লোজার স্টপ ও হার্ড ক্যাশ লোন। এক্সিডেন্ট/পার্সোনাল ইনজ্যুরী।
Rafi : 917-432-7458

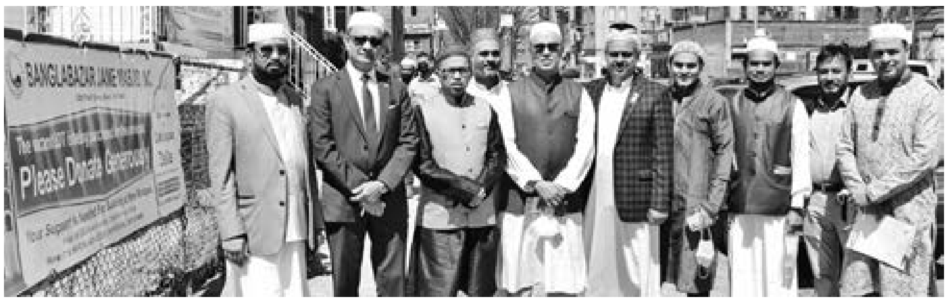

বাংলাবাজার জামে মসজিদের জন্য ৫ হাজার স্কয়ারের জায়গা কেনা হচ্ছে। ছবি: প্রথম আলো

১.৫ মিলিয়ন ডলারের জায়গা কেনার চুক্তি

ব্রঙ্কসে বাংলাবাজার মসজিদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাঙালি অধ্যুষিত নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাবাজার জামে মসজিদের বহুতল ভবন তৈরির লক্ষ্যে মসজিদের জন্য ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলারের জায়গা কেনার চুক্তিপত্র সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাবাজার মসজিদ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে একটি ফান্ডরেজিং কমিটি গঠিত হয়েছে।

গত ১৫ এপ্রিল শুক্রবার বাংলাবাজার জামে মসজিদের ফান্ডরেজিং কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। মোহাম্মদ এন মজুমদারকে ফান্ডরেজিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং আসেফ বারী টুটুলকে সেক্রেটারি করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ডা. শাহ আলম, ডা. হেলাল উদ্দিন, আহসানুল হক সানী, সোনার বলাই, মোহাম্মদ বাসার, জাফর আহমেদ, মো. আলাউদ্দিন, মামুনুল হক ও ফারুক আমেদ।

বাংলাবাজার মসজিদে আর্থিক সহযোগিতার জন্য প্রবাসীদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানান হয়েছে। মসজিদে সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা: বাংলাবাজার জামে মসজিদ ইনক, ১৩৫১, ওডেল স্ট্রিট, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক– ১০৪৬২, ফোন: ৩৪৭-২৯৩-৫৮৫৮।

বাংলাবাজার জামে মসজিদ ইনক: ব্যাংক হিসাব নং: ১৭৮ ৭৩২ ৯০৬, রাউটিং নং: ০২১০০০০২১ এবং gofundme, Zelle. উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী মরহুম আলহাজ গিয়াস উদ্দিনের প্রচেষ্টায় ব্রঙ্কসে বাঙালিদের অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় ২০১২ সালের ১৪ ডিসেম্বর ভাড়া বাড়িতে বাংলাবাজার জামে মসজিদের যাত্রা শুরু হয়। পরের বছরের মাঝামাঝি ৫ লাখ ১০ হাজার ডলার মূল্যে মসজিদের বর্তমান নিজস্ব ভবনটি কেনা হয়। এবার বাংলাবাজার জামে মসজিদের জন্য ১ দশমিক ৫২৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে মসজিদের পার্শ্ববর্তী ৫ হাজার স্কয়ারের খালি কেনার চুক্তিপত্র সম্পন্ন হয়েছে।

ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে মুজিবনগর দিবস। ছবি : সংগৃহীত

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

ধর্মীয় আমেজে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ১৫ এপ্রিল শুক্রবার বিভিন্ন আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এতে অংশ নেন। নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সভাপতি রাফেল তালুকদারের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান আশরাফ ও ইভেন্ট কমিটির সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনিরের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিভিল জাজ অ্যাটর্নি সোমা সাইয়েদ, ঠিকানার প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের ইফতার মাহফিল। ছবি : সংগৃহীত

আবেদীন, আসন্ন ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে অ্যাসেম্বলিম্যান প্রার্থী মিজান চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রুহুল আমিন সরকার, আতোয়ারুল আলম, এউচ এম মতিন, আবু কামাল পাশা, কামরুজ্জামান কামরুল। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং মুসলিম উম্মাহসহ বিশ্ববাসীর শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

বক্তারা বলেন, এধরনের আয়োজন প্রবাসে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি-কালচার ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ধারণে উদ্দীপ্ত হবে।

ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে মুজিবনগর দিবস পালন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথগ্রহণের ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. শহিদুল ইসলাম দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত বাণী পাঠ, আলোচনা সভা এবং 'মুজিবনগর সরকার' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন। আলোচনায় অংশ নিয়ে রাষ্ট্রদূত শহিদুল ইসলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা এবং ত্রিশ লাখ শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, মুজিবনগর দিবস বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য এক দিন এবং মুজিবনগর বাঙালি জাতির বীরত্বের প্রতীক।

তিনি বলেন, মুজিবনগরে গঠিত প্রথম সরকার মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক মতামতকে সুসংহত করেছে। ডেপুটি চিফ অব দ্যা মিশন ফেরদৌসি শাহরিয়ার, মিনিস্টার (ইকোনোমিক) মেহেদি হাসান এবং কাউন্সিলর (পাবলিক ডিপ্লোমেসি) আরিফা রহমান রুমা আলোচনায় অংশ নেন। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চারনেতা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত এবং বাংলাদেশের উত্তরোত্তর শান্তি, সমৃদ্ধি-অগ্রগতি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার ইফতার মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

মাহে রমজান উপলক্ষে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা গত ১৩ এপ্রিল বুধবার এস্টোরিয়ার বৈশাখী রেস্টুরেন্টে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন জাপার উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী, সহ-সভাপতি হারিস উদ্দিন আহমেদ, সহ-সভাপতি সেলিম উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ জিএম ইলিয়াছ, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, যুব দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মোতালেব, নিউইয়র্ক সিটি কমিটির সভাপতি শুভংকর গাঙ্গুলী, নিউইর্য়ক স্টেট কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ,

রমজান উপলক্ষে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিল। ছবি : সংগৃহীত

বলাকার সাবেক সভাপতি আজহারুল হক খোকা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ নাজিম, সবিতা দাস, মাইনুল হক।

ইফতার মাহফিলে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের রুহের মাগফেরাত ও বর্তমান চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয়।

বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সমিতি অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের অভিষেক ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সংগঠনটির ২০২২-২০২৩ সালের নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ শেষে আলোচনা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ পাঠ করান সংগঠনের উপদেষ্টা ও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার বোর্ড অব ট্রাস্টি ডা. জুন্নুন চৌধুরী। নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ হলেন সভাপতি মিজানুর রহমান মিজান, সহ-সভাপতি ফজির আহমেদ আশরাফ, সৈয়দ এনাম আহমেদ ও মো. তোফায়েল, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব কাওসার, সহ-সাধারণ সম্পাদক জোহায়েব চৌধুরী, ফরিদ খন্দকার আক্তার ও শেরুজ্জামান শিরু, কোষাধ্যক্ষ তৌফিক আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহবাজ আহমেদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আরাফাত রহমান টিটু, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ চৌধুরী, সাহিত্য সম্পাদক মুজিবুর রহমান নমির, আপ্যায়ন সম্পাদক ফয়ছল আহমদ শিকদার, ক্রীড়া সম্পাদক ইয়াকুব আলী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শিলা রানী পাল, কার্যকরী সদস্য সারওয়ার চৌধুরী, জুয়েল আহমদ, ফয়ছর আহমদ ও জাকারিয়া আহমদ। পরে সভাপতি মিজানুর রহমান মিজানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব কাওসার ও সহ-সাধারণ সম্পাদক জোহায়েব চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক সিটির ডেপুটি মেয়র শিনা রাইট, অভিবাসী বিষয়ক কমিশনার ম্যানুয়েল কাস্ত্রো, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর রবার্ট জ্যাকসন, সিটি কাউন্সিলের সদস্য আমান্ডা ফারিয়াস, এনওয়াইপিডি ক্যাপ্টেন খন্দকার আবদুল্লাহ, ক্যাপ্টেন করম চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার শামসুল হক, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, সাবেক উপদেষ্টা আব্দুস শহীদ, সহ-সভাপতি আহবাব হোসেন চৌধুরী ও মঞ্জুর হোসেন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোইটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সার্জেন্ট এরশাদ সিদ্দিক, বিলাল উদ্দিন, পিও লিটন সরকার, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার এমডি আলাউদ্দিন, আমেরিকান পাকিস্তানি অ্যাডভোকেসি গ্রুপের আলী রশিদ, মুসলিম কমিউনিটি ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা জুহাইব চৌধুরী, লাটিনা মুসলিমস প্রেসিডেন্ট তুশা দিয়াজ, নাইজেরিয়ান কমিউনিটি প্রেসিডেন্ট ড. বোলা ওমাতোশো, ব্যাঙ্কো পপুলার ভাইস প্রেসিডেন্ট খুররম খুরশীদ জুম্মাহ, আবরার মসজিদের ইমাম ইয়াসিন তৌফিক, মদিনা মসজিদের হাফিজ ইসহাক চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, সেবুল খান মাহবুব, তৌফিকুর রহমান ফারুক, নুরে আলম জিকু, মুকিত চৌধুরী, আজাদুর রহমান, নিজাম উদ্দিন।

বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের শপথগ্রহণ। ছবি : সংগৃহীত

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ইফতার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমেরিকার ইফতার আয়োজনে নারী লেখক, সাংবাদিক ও সংগঠকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সৈয়দ উতবা, আব্দুস শহীদ, মাহমুদুল চৌধুরী, মাহবুব রহমান, মুকুল হক, ডা. হাসান, রুদ্র মাসুদ, ঘটক পাখী ভাই, মিশফাক আহমেদ চৌধুরী মিশু, রওশন হক, আকবর রানা, মোহাম্মদ আখতার হাসান, রাসেল রহমান, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, আলেয়া ফেরদৌসি, ফরিদা ইয়াসমিন, রওশন হাসান, ডা. বিলকিস রহমান, টিংকু চৌধুরী, পুলক মাহমুদ, মাহমুদ পাহলভী, মোহাম্মদ আজাদ, মনোয়ার হোসেন, রওশন আরা নীপা, নাসিমা আখতার, সানভির আজাদ সেজান, শারমীন চৌধুরী, স্নো ফ্লেক্স শাবানা, সোহানা নাজনীন, রফিকুল ইসলাম, শেলী জামান খান, রওশন জাহান, মাহবুব সুন্নাহ, জাঁকির হোসাইন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন বলেন, প্রবাসের শক্তিশালী সংবাদমাধ্যম হিসেবে প্রথম আলোর পথচলার শুরু থেকেই তিনি এ পত্রিকাটির সঙ্গে আছেন। অনুষ্ঠানে আতিথেয়তায় প্রথম আলো পরিবারের লোকজনের প্রশংসা করেন তিনি।

সাংবাদিক রুদ্র মাসুদ বলেন, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে কোনো কোনো মহল সংঘাত সৃষ্টি করতে চায়। নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস লালন করেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাই হচ্ছে আমাদের করণীয়। সবাইকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইফতার ও নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার চিফ রিপোর্টার মনজুরুল হক। ইফতার অনুষ্ঠানে মোনাজাত পরিচালনা করেন কবি আব্দুস শহীদ।

লেখক-সাংবাদিক মাহবুব রহমান বলেন, প্রথম আলো ভিন্ন আয়োজনে সমাবেশ করে থাকে। সহমর্মিতা ও সৌহার্দের এমন সমাবেশে সবাই উপস্থিত থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রে পেশাগত সফরে আসা দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান শামছুদ্দিন ইলিয়াস বলেন, সংবাদমাধ্যমের কারণে অনেকের নামের সাথে পরিচয় থাকলেও ইফতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাক্ষাত হয়ে যাওয়াকে
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে তিনি মনে করছেন। নিউইয়র্ক সফররত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মিশফাক আহমেদ চৌধুরী মিশু বলেন, দূরদেশে প্রথম আলোর আয়োজনে এমন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে এবং সবার সাথে মতবিনিময় করতে পেরে তিনি গর্বিত। দেশের চলমান সাংস্কৃতিক-লড়াই সংগ্রামের একজন কর্মী হিসেবে তিনি প্রবাসের লেখক-সাংবাদিকদের নিজের পরিচয় উপস্থাপন করেন। নাগরিক সংগঠক মুকুল হক বলেন, প্রথম আলো শুধু সংবাদপত্রই নয়, নানাভাবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট লেখক- সাংবাদিকরা কমিউনিটিতে অবদান রাখছেন।

সম্প্রচার সাংবাদিক আলেয়া ফেরদৌসি বলেন, প্রথম আলোর সাথে আলোকিত লোকজনের সান্নিধ্যে নিজেকে ঋদ্ধ মনে করেন। তিনি নিজেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবারের সদস্য হয়ে গেছেন বলে উল্লেখ করেন। ডা. বিলকিস রহমান দোলা বলেন, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সবসময় নিজেকে এ পরিবারের একজন হিসেবেই নিজেকে মনে করেন। সিনে পরিচালক রওশন আরা নীপা বলেন, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কমিউনিটির জন্য আর অনেক কাজ করতে পারে। আগামী দিনগুলোতে জনসম্পৃক্ত কাজে প্রথম আলোকে আরও সক্রিয় দেখার প্রত্যাশা করেন তিনি।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী। নৈশভোজের পর দীর্ঘ আড্ডা-আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘটে।

ডেমোক্র্যাট দল ‘নৈরাজ্যবাদী বাম উন্মাদ’

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ওয়েবসাইটে পবিত্র ইস্টার উপলক্ষে এই শুভেচ্ছা বার্তা দেন ট্রাম্প। এই বার্তায় তিনি নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লটিশিয়া জ্যামসকে ব্যর্থ গভর্নর পদপ্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর সুস্থতাও কামনা করেছেন।

ট্রাম্প তাঁর বার্তায় বলেন, ‘গভর্নর পদে নির্বাচন করতে ব্যর্থ এবং বর্ণবিদ্বেষী অ্যাটর্নি জেনারেল লটিশিয়া জেমসকে হ্যাপি ইস্টার জানাচ্ছি। নিউইয়র্ক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যকে তাড়িয়ে দেয়া এবং অপরাধ, মৃত্যু ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে ধরে রাখা সত্ত্বেও তিনি যেন সুস্থ থাকেন।’ ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল তদন্ত পরিচালনা করে আসছেন। কর পরিশোধের সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সম্পত্তির মূল্যমান কম দেখিয়েছেন, আবার ঋণ গ্রহণের সময় সম্পতির মূল্য বেশি দেখিয়ে আইনের লংঘন করেছেন কিনা, এনিয়ে তদন্ত চলছে।

সাবেক প্রেসিডেন্টের ব্যবসায়ী সংগঠন ট্রাম্প অরগানাইজেশনের নামে পরিচালিত তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে তাঁর সংঘাত চলছে। ট্রাম্প শুরু থেকেই বলে আসছেন, রাজনৈতিক হয়রানির জন্যই তাঁর নামে তদন্ত চলছে। এমন তদন্ত বিদ্বেষমূলক এবং ভূত খোঁজার সামিল বলে অভিযোগ করে আসছেন।

ইস্টার উপলক্ষে দেয়া এক ভিন্ন বার্তায় ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ডেমোক্র্যাট দল দেশকে ধ্বংস করার জন্য যা যা করা দরকার সবই করছে। নৈরাজ্যবাদী বাম পাগলদের দল উল্লেখ করে তিনি তাঁর ইস্টারের প্রার্থনায় বলেছেন, তবুও তারা সুখী, স্বাস্থ্যবান, ধনবান এবং ভাল থাকুক।

চতুর নির্বাচনী কৌশলে ট্রাম্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্লেষকদের। আসছে নভেম্বরে ২৫টি রাজ্যে সেক্রেটারি অব স্টেট বা প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচিত হবেন।

গত নির্বাচনে নির্বাচনে কারচুপি নিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিযোগ এবং এ নিয়ে তাঁর সমর্থকদের অবিচল আস্থার পর রাজ্যের এ পদবিগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে চতুর নির্বাচনী কৌশলে নেমেছেন ট্রাম্প। তাঁর অনুগত নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সমর্থন জানাচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলোতে।

আমেরিকার নির্বাচন প্রতিটি রাজ্যে পরিচালিত হয় রাজ্যের আইন অনুযায়ী। রাজ্যের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা, সেক্রেটারি অব স্টেট ভোটের ফলাফল সার্টিফাই করে থাকেন। ২০২০ সালের নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বেশ কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ রাজ্যের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ব্যর্থ হয়েছেন। মিশিগান, পেনসিলভেনিয়া, জর্জিয়া, নাভাদা এবং অ্যারিজোনার রাজ্য নির্বাচন কর্মকর্তার ওপর এমন চাপ প্রয়োগ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সামান্য ভোটের ব্যবধানে গত নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এসব রাজ্যে নির্বাচিত হন। নানাভাবে এসব রাজ্যের সেক্রেটারি অব স্টেটের ওপর প্রভাব বিস্তার করার প্রকাশ্য প্রয়াস ছিল পরাজিত প্রার্থী রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের। এসব রাজ্য কর্মকর্তার রাজনৈতিক অন্ধ আনুগত্য আমেরিকার গণতন্ত্রকে চরম ঝুঁকিতে ফেলে দেয়ার আশঙ্কা ছিল। এবারে বেশ আগে থেকে মাঠে নেমেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বেশ কিছু রাজ্যে সেক্রেটারি অব স্টেট পদে তাঁর একান্ত অনুগত লোকজনকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচনে দাঁড় করাচ্ছেন। রাজ্যের এসব কর্মকর্তাও নির্বাচনের মধ্যদিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ক্ষমতা পেয়ে থাকেন। রাজ্যের সংবিধান অনুযায়ী তাঁরা শপথগ্রহণ করে থাকেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশ কয়েকটি রাজ্যে তাঁর অনুগতদের নির্বাচনী কর্মকর্তা হিসেবে পাস করিয়ে আনার জন্য এরইমধ্যে তৎপর হয়ে উঠেছেন। আমেরিকার রাজনীতিতে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিয়ে কোনো শীর্ষ প্রার্থী বা সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর এমন তৎপরতা আগে কখনো দেখা যায়নি।

যেসব রাজ্যে রিপাবলিকান প্রার্থীদের মধ্যেও ডোনাল্ড ট্রাম্প গত নির্বাচনে আনুগত্য পাননি, তাঁদের বিরুদ্ধে নিজের অনুগত প্রার্থীদের সমর্থন প্রদান করেছেন।

ডেমোক্র্যাটিক অ্যাসোসিয়েশন অব সেক্রেটারিস অব স্টেটের নির্বাহী পরিচালক কিম রোজার্স বলেন, রাজ্যের এসব পদের নির্বাচন আগে কখনও কারও তেমন নজরে ছিল না। ২০২০ সালের নির্বাচনের পর বিষয়টি গুরুত্বের হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। দ্যা রিপাবলিকান স্টেট লিডারশিপ কমিটি কেন্দ্রিয়ভাবে রাজ্যগুলোর নির্বাচনী কর্মকর্তার মনোনয়ন এবং নির্বাচনের বিষয় দেখভাল করে থাকে। কমিটির মুখপাত্র এন্ড্রু রোমিও বলেন, উদারনীতিকরা ২০২২ সালের নির্বাচনে নিজেদের নির্বাচনী কর্মকর্তাদের পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। এ নিয়ে নিজেদের উদ্যোগের কথা তিনি না বলে বলেছেন, রক্ষণশীল নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করে নিয়ে আসা আগামী নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয়।

সংবাদমাধ্যম পলিটিকো তাদের এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলেছে আসছে নির্বাচনে অন্তত নয়টি রাজ্যে নতুন প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ প্রায় নিশ্চিত। এরমধ্যে ব্যাটেলগ্রাউন্ড রাজ্য হিসেবে পরিচিত নাভাদা ও অ্যারিজোনা অন্যতম। ডোনাল্ড ট্রাম্প এরইমধ্যে সরাসরি অ্যারিজোনা, জর্জিয়া এবং মিশগানের সেক্রেটারি অব স্টেট পদে প্রার্থীদের প্রতি তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেছেন। ২০২০ সালের নির্বাচনে এ রাজ্যগুলো চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতার রাজ্য হয়ে উঠেছিল। ২০২৪ সালের নির্বাচনেও এ রাজ্যগুলোকে ব্যাটেলগ্রাউন্ড রাজ্য হিসেবে এখন থেকে দেখা হচ্ছে। অ্যারিজোনার মার্ক ফিঞ্চম্যান, জর্জিয়ায় জোডি হাইস এবং মিশিগানে প্রফেসর ক্রিস্টিনা ক্যারামো ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থিত প্রার্থী।

অ্যারিজোনার প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার নির্বাচন নিয়েই লড়াই জমে উঠবে বেশি। বর্তমান ডেমোক্র্যাট সেক্রেটারি অব স্টেট ক্যাটই হোবস রাজ্য গভর্নর পদে নির্বাচন করছেন। ফলে তাঁর পদে রক্ষণশীল প্রার্থীকে নির্বাচিত করিয়ে আনার জন্য ট্রাম্প সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

জর্জিয়ার রিপাবলিকান সেক্রেটারি অব স্টেট ব্র্যাড র‍্যাফেনস্পার্জার গত নির্বাচনে ডোনাল ট্রাম্পের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ট্রাম্প নির্দেশ দিয়েছিলেন কিছু ভোট খোঁজ করে তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণার জন্য। জর্জিয়ার নির্বাচনী ফলাফল গত নির্বাচনে সবকিছুর মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারত। ব্র্যাড র‍্যাফেনস্পার্জার ট্রাম্পের প্রতি কোনো আনুগত্য দেখাননি। প্রকাশ্যে নিজের অবস্থান ঘোষণা করেছিলেন। আসছে নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে ট্রাম্পের প্রার্থী জোডি হাইস। এ নির্বাচন নিয়ে রিপাবলিকান দলের মধ্যে ট্রাম্প সমর্থক এবং ট্রাম্পবিরোধীদের লড়াই জমে উঠবে এবং সমস্ত আমেরিকার দৃষ্টি থাকবে জর্জিয়ার নির্বাচনের দিকে।

নাভাদার রিপাবলিকান সেক্রেটারি অব স্টেট বারবারা সিগাবস্কিও একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রতি তিনি কোনো আনুগত্য দেখাননি। রাজ্যের রিপাবলিকান কমিটির বিরাগভাজন হয়েছেন। এবারে তাঁর বিরুদ্ধেও ট্রাম্প প্রার্থী দিচ্ছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালে নির্বাচনে আবার প্রার্থী হচ্ছেন —এমন পরিষ্কার ঘোষণা এখনও প্রদান করেননি। ঘোষণা ঝুলিয়ে রেখে তিনি রাজনৈতিকভাবে তৎপর রয়েছেন। রিপাবলিকান দলকে এখন কার্যত তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সমগ্র আমেরিকায় রিপাবলিকান দলের একচ্ছত্র নেতা এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর প্রভাবে মার্কিন রাজনীতিতে আগামীদিনে সংঘাত আরও জোরালো হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

৯ দিনের ছুটিতে ৬ কোটির ছুটোছুটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাচ্ছে টানা ৯ দিনের ছুটি। তাই লম্বা ছুটির ফাঁদে পড়ে কোটি কোটি মানুষ কর্মস্থল ছেড়ে পাড়ি দেবে আপন ঠিকানায়।

আইনশৃংখলা বাহিনী, যাত্রী কল্যাণ সমিতিসহ পরিবহন সংশ্লিষ্টদের তথ্য অনুযায়ী, ৯ দিনের দীর্ঘ ছুটিতে প্রায় ছয় কোটি মানুষ একজেলা থেকে অন্য জেলায় পাড়ি দেবেন। তাই বাংলাদেশ এবার ৯ দিনের ছুটি নিয়ে ৬ কোটি মানুষ ফিরবেন ঘরে। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যেতে পারে, ঈদে এবার হবে ৯কে নিয়ে ৬ ছুটোছুটি।

এত মানুষ ঘরে ফিরবেন কেন? বাংলাদেশে ঈদের সময় হলে নাড়ীর টান অনুভব করে বাড়ির পথে পা বাড়ান বাঙালিরা। আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যসহ প্রবাসে ছড়িয়ে থাকা লাখো বাঙালি ছুটে আসেন বাংলাদেশে তাঁদের আপন ঠিকানায়। আর বাঙালিরা আপন ঠিকানা বলতে তাঁদের নিজ জেলাকে ভেবে থাকেন। এমনটাই মনে করেন ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন। তিনি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে বলেন, ‘আমাদের দেশে এখনো বহু মানুষের মধ্যে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেন, “তোমার দেশ কোথায়? তখন উত্তরদাতা বলেন, আমার দেশ অমক জেলায়।” অর্থাৎ নিজ জেলাকেই তাঁরা দেশ মনে করেন। এখানে আঞ্চলিকতার একটি বিষয় প্রাধান্য পায়।’

মুনতাসীর মামুন বলেন,‘ঢাকায় পোশাক শ্রমিক বা অন্য পেশার শ্রমিক, রিকশাচালকের বড় অংশ থাকে। এদের বড় অংশ ঈদের ছুটিতে বাড়ি চলে যায়।’

ঢাকাকে ঈদের সময় অচেনা মনে হওয়ার কারণ সম্পর্কে মুনতাসীর মামুন বলেন, ‘জনসংখ্যা এত বেড়েছে যে, ঈদের সময়ও ঢাকা শূন্য থাকবে বলে মনে হয় না। তবে অচেনা লাগবে দোকানপাট, স্কুল, অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে। আর বিত্তবানরা বিদেশে হলিডে কাটাতে চলে যাবেন। ৮০ দশকে কিন্তু এ অবস্থা ছিল না।’

ইতিহাস ও বাস্তবতা যাই থাকুক না কেন, ঈদ নিয়ে আসে শান্তির বার্তা, মনে আনে আনন্দ আর আনন্দ। আর ১০ দিন পর আসছে ঈদ। ঈদ উপলক্ষে টানা ৯ দিনের ছুটি পড়েছে এভাবে—২৯ ও ৩০ এপ্রিল অর্থাৎ ২৭ ও ২৮ রমজান বাংলাদেশে সাপ্তাহিক ছুটি শুক্র ও শনিবার। ১ মে রোববার মে দিবসের ছুটি। ওইদিন শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে ২ মে সোমবার ঈদুল ফিতর। না হলে ৩ মে মঙ্গলবার ঈদ। পরদিন ৪ মে বুধবার ঈদের ছুটি। ফাঁকা কেবল ৫ মে বৃহস্পতিবার। অনেকে ঐচ্ছিক ছুটি নেয়ার পরিকল্পনা এরই মধ্যে করেছেন। পরের দুদিন ৬ ও ৭ মে শুক্র ও শনিবারের সাপ্তাহিক ছুটি। তাই ৮ মে পর্যন্ত চিরচেনা বাংলাদেশ অচেনাই থাকবে। এজন্যই ৯ দিনের ছুটিতে ঈদ আনন্দ কেইবা হাতছাড়া করতে চায়। বিশেষ করে করোনার দুই বছরের বন্দীদশা কাটিয়ে ওঠার পর।

বাংলাদেশে ঈদের সময় হলে নাড়ীর টান অনুভব করে বাড়ির পথে পা বাড়ান বাঙালিরা। ছবি: সংগৃহীত

ঘরেফেরা কতটা স্বস্তির হবে? করোনা প্রকোপ কমে আসায় এবারের ঈদে গতবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষ গ্রামের বাড়িতে যাবেন। এমন ধারণা দিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। তারা জানায়, আসন্ন ঈদযাত্রায় আগামী ২৫ রমজান (২৭ এপ্রিল) থেকে ঈদের দিন পর্যন্ত দুপুরের পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাজধানী অচল হয়ে যেতে পারে। ১৭ এপ্রিল এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে সংগঠনের মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, ‘এবারের ঈদে ঢাকা থেকে এক কোটির বেশি মানুষ দেশের বিভিন্ন জেলায় যাতায়াত করবেন। এছাড়া বাংলাদেশের এক জেলা থেকে অপর জেলায় আরও প্রায় ৫ কোটি মানুষ যাতায়াত করতে পারেন। এতে আগামী ২০ এপ্রিল থেকে ১০ মে পর্যন্ত ঈদবাজার, গ্রামের বাড়ি যাতায়াতসহ নানা কারণে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবহনে বাড়তি প্রায় ৬০ কোটি ট্রিপ যাত্রীর যাতায়াত হতে পারে। যানজট ও নানা অব্যবস্থাপনার কারণে গণপরিবহনে সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে এবারের ঈদযাত্রায় নারকীয় পরিস্থিতি হতে পারে।’

এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানান, আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ৬০ লাখ শ্রমিক ঢাকা ছাড়বে। ১৯ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনশৃঙ্খলা কমিটির বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি।

ঢাকাসহ শহর ছাড়া চাপ পড়বে নৌবন্দর, বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশনে। এমনকি বিমানবন্দরের ঘরেফেরা মানুষের পদচারণায় মুখর থাকবে।

নৌ, সড়ক ও রেলপথ রক্ষা জাতীয় কমিটি জানায়, ঢাকার সদরঘাটে চাপ পড়বে ৪০ লাখ ঘরমুখো মানুষের। ঈদের ট্রেনে করে প্রতিদিন এক লাখেরও বেশি মানুষ ঘরে ফিরবে। তাদের এক গবেষণা দেখা গেছে, ঈদের আগে চার দিনে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ ঢাকা ছাড়বেন। এদিকে ট্রেনে করে ঢাকা থেকেই ৮ থেকে ১০ লাখ মানুষ ঘরে ফিরবে। যাত্রীচাপে ট্রেন শিডিউল হতে পারে এলোমেলো।

তবে আরামের বাহন উড়োজাহাজে ঘরে ফিরবে হাজার বিশেক মানুষ। আকাশপথের এই টিকিটও শেষ। উড়তে হলে গুনতে হবে কমপক্ষে একজনকে ৮ - ১০ হাজার টাকা।

তবে বাংলাদেশে ঈদ যাত্রা নির্ভর করবে সড়ক, মহাসড়কের অবস্থার ওপর। আরেকটি চাপ পড়বে মাওয়া এবং পাটুরিয়া ফেরিঘাটে। ফেরিঘাটে এখনই লম্বা লাইন যানবাহনের। কদিন আগেও পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া রুটের ৫টি ফেরি ছিল বিকল।

তাই আনন্দের ঈদযাত্রা হতে পারে নিরানন্দ। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) একসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিউইটের সহকারি অধ্যাপক কাজী মো. সাইফুন নেওয়াজ প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে বলেন, ‘বাংলাদেশের সব রুটই সমস্যাক্রান্ত। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের এলেঙ্গা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। মাওয়া ও পাটুরিয়ায় ফেরি সংকট। তাছাড়া যাত্রী চাপে ঈদের সময় দুর্ঘটনাও বেড়ে যায়। এগুলো দূর না হলে ঈদ যাত্রা স্বাভাবিক হবে না।’

তাই ঈদযাত্রায় সঙ্গী হবে আনন্দের, না নিরানন্দ?— উত্তরটা সময়ই বলে দেবে।

আত্মবিশ্বাসী জো বাইডেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমগুলো সংবাদ পরিবেশন করেছে।

আমেরিকার রাজনীতিতে কঠিন সময় যাচ্ছে। রিপাবলিকান দলেও এখন পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প ছাড়া কোনো প্রার্থীর তেমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ডেমোক্র্যাট দলেও আপাতত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ছাড়া কোনো তারকার উত্থান দেখা যাচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর আবার ক্ষমতায় আসার ইতিহাস সৃষ্টি করার অভিপ্রায় লালন করছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। পরিষ্কার করে ঘোষণা না দিলেও ২০২৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে তাঁর তৎপরতা লক্ষণীয়।

আমেরিকার নিকট অতীতের কোনো প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর রাজনৈতিকভাবে এমন তৎপর থাকতে দেখা যায়নি। রিপাবলিকান দলের মধ্যে ট্রাম্প গড়ে তুলেছেন একচ্ছত্র আধিপত্য। মধ্যপন্থী রিপাবলিকানরা দেশজুড়ে এখন অনেকটাই নিষ্ক্রিয় অবস্থায়। মার্কিন সমাজজীবনে উগ্রতাকে উস্কে দিয়ে রিপাবলিকান দলকে উগ্র এক ডান দলে পরিণত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। দলের সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে জনপ্রিয়তায় ট্রাম্পের ধারেকাছেও নেই কেউ।

আমেরিকার সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ৭৯ বছর বয়সে আমেরিকার রাষ্ট্রক্ষমতা সামাল দিতে তাঁকে প্রায়ই হিমশিম খেতে দেখা যাচ্ছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতা গ্রহণের সময় তাঁর বয়স দাঁড়াবে ৮২ বছর। বয়স তাঁর পক্ষে না হলেও জো বাইডেন বলছেন, তাঁর শরীর চমৎকার রয়েছে। নির্বাচনে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসবে কমলা হ্যারিসকেই রানিং মেট রাখার কথাও বলেছেন তিনি। যদিও জনমত জরিপে নাজুক অবস্থায় আছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ক্ষমতার প্রথম বছরেই তাঁর জনমত সবধরনের জরিপে চল্লিশ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। কৃষ্ণাঙ্গ, হিস্পানিক এবং যুব সমাজের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে নিয়ে কোনো চাঞ্চল্য নেই।

ডেমোক্র্যাট দলের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, এ বছর খারাপ সময়ের মধ্যদিয়ে গেলেও আগামী বছর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘুরে দাঁড়াবেন। এরইমধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়ে যাবে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দল খারাপ করবে। এই নির্বাচনের পরই আমেরিকার অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো অনেকটা দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনীতির অন্যান্য টানাপড়েন অনেকটাই সহজ হয়ে উঠবে। আমেরিকার স্বাধীনচেতা ভোটারদের সহানুভূতি জো বাইডেনের ওপর থাকবে।

মার্কিন সমাজে রক্ষণশীলতা উস্কে উঠলেও এমন উস্কে ওঠা রক্ষণশীলতা দমনের জন্য অন্য বিবদমান পক্ষগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠবে। এসব প্রত্যাশার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২০২৪ সালের নির্বাচনে তাঁর সাফল্য দেখছেন বলে মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের এ সপ্তাহের প্রতিবেদনে বলছে।

হান্টার কলেজের পাবলিক পলিসি কর্মসূচির পরিচালক বাসিল স্মাইকেলও এমন মনে করেন। তিনি বলেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দল যদি মুষড়ে না পড়ে তবে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঠিকই ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন। ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল স্টাডিজের পরিচালক বারবারা পেরী বলেন, আমেরিকার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে বেশ কয়েকজন প্রেসিডেন্টই তাঁদের ক্ষমতার প্রথম বছরে নাজুক অবস্থা কাটিয়ে পুনর্নির্বাচনে সফল হয়েছেন। তিনি এক্ষত্রে সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, জর্জ বুশ এবং বারাক ওবামার উদাহরণ দিয়েছেন। ২০০৮ সালের মন্দা এবং চরম নাজুক অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর পর সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওমামাকে দ্বিতীয় দফ নির্বাচিত হতে বেগ পেতে হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য ক্ষমতায় আসার পরই কিছু অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ তাঁকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। আফগানিস্তান থেকে সরে আসার বিশৃঙ্খলা, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং সীমান্তের বেসামাল অবস্থার সাথে প্রলম্বিত মহামারির জের। নিকটঅতীতের কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এমন সাঁড়াশি সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়নি।

নিজের অবস্থান নিয়ে অনেকটাই দৃঢ়চেতা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, ২০২৪ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার প্রার্থী হলে নিজের প্রার্থী হওয়াটা আর বেশি প্রেরণার হবে। ব্যক্তিগতভাবে ভাগ্য বিড়ম্বনায় পড়া প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাজনীতির মাঠে সফল্যই পেয়েছেন। শেষ প্রশ্নে তিনি বার বার ভোটারদের মন জয় করতে পেরেছেন রাজনীতির মাঠে। বয়স ও শরীর সামাল দিয়ে ২০২৪ সালে আরেক দফা আমেরিকার মানুষের মন জয় করতে পারবেন —এমন বিশ্বাস থেকেই তাঁর একান্ত মানুষ সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কাছে নিজের প্রার্থিতার কথা নিশ্চিত করেছেন বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন।

নৈতিকতা-নীতিশাস্ত্র এড়িয়ে একটি চড়

এইচ বি রিতা

বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট (আচরণগত ব্যবস্থাপনা) যা বিহেভিয়ার মোডিফিকেশন অর্থাৎ আচরণ পরিবর্তনের অনুরূপ, আচরণ থেরাপির একটি সুক্ষ্ম-নিবিড় রূপ। কারো আচরণ সম্পূর্ণ বদলে দেয়ার বিপরীতে, এটি আচরণ পরিবর্তনের উপর এবং ইতিবাচক অভ্যাসের আচরণ বজায় রাখা সহ নেতিবাচক আচরণগুলো হ্রাস করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আচরণ পরিচালনার এই দক্ষতা শিক্ষক, শিক্ষাবিদ এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বিশেষ করে, শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদদের এই সম্পর্কে প্রচুর প্রশিক্ষণ নিতে হয় প্রায় প্রতি মাসেই।

সেই সুবাদে আমারও নেয়া হয়েছে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ। বিগত ১৫ বছরে নিজ পেশাগত কারণে শিশুদের মন, আচরণ, রিয়্যাককশন, রিজেকশন, ডিনায়্যাল, এক্সেপটেন্স, নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সব ধরণের প্রশিক্ষণগুলোই সার্টিফিকেট সহ নিতে হয়েছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা ও যত্ন নিতে গিয়ে নিজেও শিখেছি বিস্তর। আর তাই নিজ ব্যক্তি জীবনেও যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় "প্রোএ্যাক্টিভ এন্ড রিএ্যাক্টিভ" রেসপন্স থেকে সঠিক পন্থাটি খুঁজে নিতে সব সময়ই সফল হয়েছি।

আমরা সকলেই সম্ভবত সহমত হবো যে, অনেক সময় আমরা এমন কিছু পরিস্থিতির শিকার হই যে, তখন আমাদের আবেগ-অনুভূতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থায় ধাবিত হয়। স্ট্র্যাটেজি/থিওরি সর্বাবস্থায় মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। আবেগ একটি জটিল ব্যপার যা থেকে আমাদের মন খারাপের শুরু। ভিন্ন উপায়ে যখন আবেগের প্রসঙ্গটি আসে, তখন দেখা যায় যে, মস্তিস্কের একেকটা পার্ট, বিশেষ করে লিম্বিক সিস্টেমের পার্টগুলো আমাদের ছয়টি মূল আবেগের সাথে যুক্ত থাকে-তা হ'ল সুখ, রাগ, দুঃখ, ভয়, আশ্চর্য এবং বিদ্বেষ। এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মন ও মস্তিষ্ক নিয়ে একাডেমিক ও পেশাগত অভিজ্ঞতার কিছুটা হলেও ধারণা থাকা চাই। অন্তত প্রাথমিক ধারণাটুকু নিতে নিউরোলজিস্ট এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য এবং স্নায়বিক রোগ বিশেষজ্ঞ হাইডি মোয়াওয়াদ, এমডি'র 'হাউ দ্য ব্রেইন প্রোসেস ইমোশন' নিউরোলজি জার্নালটিও পড়ে নেয়া যায়। খুব সহজ উপায়ে তিনি জার্নালে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সাথে আমাদের মনের মূল আবেগগুলোর কানেকশন এবং রিয়্যাকশন বর্ণণা করেছেন।

লেখার প্রসঙ্গটা মূলত ক্রিস রকতে উইল স্মিথের চড় দেয়া নিয়ে। যে সেলিব্রেটিদের গত কিছুদিন আগেও আমরা জানতাম না, আজ তাদের ব্যক্তিগত, প্রেফেশনান সবই জেনে যাচ্ছি গুগলের বদান্যতায়। প্রযুক্তির এই এক সুবিধা, আপনাকে শিল্প-সাহিত্য থেকে শুরু করে জ্ঞান, বিজ্ঞান-মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণাটুকু প্রযুক্তিই দিতে সহায়তা করবে। বই পুস্তকের খুব দরকার পড়ছেনা আজকাল।

গত মাসের ২৭ তারিখ, ৯৪তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডের লাইভ টেলিভিশন সম্প্রচারের সময়, অভিনেতা উইল স্মিথ মঞ্চে দাঁড়িয়ে উপস্থাপক ক্রিস রককে মুখ জুড়ে কষে এক চড় মেরেছিলেন। সে সময় ক্রিস রক সেরা তথ্যচিত্রের জন্য পুরস্কার উপস্থাপন করছিলেন। চড় মারার কারণ ছিলো, ক্রিস রক, উইল স্মিথের স্ত্রী জ্যাডা পিনকেট স্মিথকে তার অ্যালাপেজিয়া রোগের দরুণ কামানো মাথা নিয়ে আপত্তিকর কৌতুক করেছিলেন।

স্ত্রীর প্রতি সেই অমানবিক হাস্যরস সইতে না পেরে স্মিথ আবেগী হয়ে উঠেন এবং নিয়ন্ত্রণ হারান। তারপর ক্রিস রকের গালে চড় মারেন, এবং এই কারণে স্মিথকে, ১০ বছরের জন্য অস্কার সেরেমনি থেকে ব্যান করা হয়। একাডেমির এথিক্যাল কোড অর্থাৎ নৈতিক-রীতিনীতি ভঙ্গ করায় একাডেমি এই সিদ্ধান্ত নেন।

প্রতিটা কর্মসংস্থানেই মোটামোটি হালকা হোক বা পোক্ত, একটা এথিক্যাল কোড থাকে। সেখানের নিয়ম-নীতিগুলো মেনেই আমাদের কাজ করতে হয়। শিল্প-মিডিয়ার বেলায় একই নীতি ফলো করতে হয়। ১০ বছরের জন্য ব্যান হওয়া নিয়ে স্মিথের কোন অভিযোগ বা আক্ষেপ নেই। তিনি খুব সহজভাবে এই সাজা গ্রহণ করেছেন।

প্রসঙ্গটা হলো ক্রিস রকের গায়ে হাত দেয়া অর্থাৎ স্মিথের হাতে চড় খাওয়া নিয়ে। অনেকেই উইল স্মিথের স্ত্রীর শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে কৌতুক করায় ক্রিস রকের চড় খাওয়ার পক্ষে, আবার অনেকেই বলছেন, চড় দেয়া অন্যায় এবং উইল স্মিথ অন্যায় করেছেন। কেউ কেউ এই 'চড়' এর সাথে আমাদের বাঙালি নারীদের স্বামী দ্বারা চড় খেয়ে জীবন-যাপনের কথা ভাবছেন। কেউ বা খেটে খাওয়া মানুষদের প্রতি আমাদের নিত্য এমন গায়ে হাত দেয়া নিয়ে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছেন। প্রতিটা মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং অনুভূতির বহিপ্রকাশ এখানে তীক্ষ্ম বিবেচনাকেই টানে। এই ভাবনাগুলোর প্রতি সম্মান জানাতেই হয়।

কারো গায়ে হাত তোলা-কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে, আমাদের বাঙালি সমাজে রাগের বসে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা, ঘরের কাজের মানুষদের মারধর করা, রিকশাচালক, আর্থিক-সামাজিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের মানুষদের অবমাননা-অসম্মান করার 'কারণের' সাথে ক্রিস রকের চড় খাওয়ার 'কারণের' ভিন্নতা রয়েছে।

আমাদের সমাজে গায়ে হাত তোলা নতুন কিছু নয়। এগুলো জন্ম থেকে দেখে আসছি। অনেকটা যেনো বাংলার বৈশাখে পান্তা-ভাত, ইলিশ আর কপালে টিপ

পরার মতোই সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মতোই ব্যাপার এগুলো। এই বিষয়গুলো শুধু মানবতা লঙ্ঘনই করে না, এগুলো আমাদের অসভ্য নোংরা মন-মানসিকতা এবং ভেতরের প্রকৃত কলুষিত সত্ত্বাতেই প্রকাশ করে। এবং আমরা যতদিন পর্যন্ত জাত, বর্ণ, শ্রেণী-বৈষম্য পৃথকীকরণ দূরীকরণে নিজেরাই নিজেদের শোধরাতে না পারবো, ততদিন পর্যন্ত কেবল কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে এইসব গায়ে হাত তোলার প্রতিবাদ জানানো-বৃথাই রয়ে যাবে।

ক্রিস রকের গায়ে হাত তোলার বিষয়টা আমি দেখছি একটু ভিন্ন ভাবে। যদিও এটা অন্যায়, তবে এখানে অন্যায় কাজটা করার পিছনে যুক্তি আছে। আর সেই যুক্তিটাই হচ্ছে, 'ক্রিস রকের অমানবিক ও অনৈতিক আচরণে-কৌতুক, যা স্মিথকে একাডেমির নীতিমালা ভঙ্গ করতে বাধ্য করেছে।

আমরা জানি যে, জ্ঞানচর্চায় যুক্তির ব্যবহার আমাদের নৈতিকতা বোধকে অনেক সময় শিথিল করে দিতে পারে। আবার নৈতিকতা থেকে বেড়িয়া আসার কারণ আমাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকেও পরিচালিত করতে পারে-যা উইল স্মিথের বেলায় ঘটেছে।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নৈতিকতা এবং নীতিশাস্ত্র টার্মসগুলো প্রায়শই আমরা শোনে থাকি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'Morality and Ethics!' যদিও টার্মসগুলো নিবিড়ভাবে একে অপরের ধারণাগুলির সাথে সম্পর্কিত, তবে দু'টির মধ্যে ক্ষুদ্র পার্থক্য রয়েছে। নৈতিকতা পথনির্দেশক নীতিগুলিকে উল্লেখ করে এবং নীতিশাস্ত্র নির্দিষ্ট নিয়ম এবং ক্রিয়াগুলি বাআচরণগুলিকে বোঝায়।

আরো সহজে বলতে গেলে, কোনও ব্যক্তির নৈতিকতার ধারণাটি তার ব্যক্তিগত আদর্শ, চারপাশের পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক ওধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবস্থার আকারকে ধারণ করে। নৈতিক মানগুলি সঠিক এবং ভুল সম্পর্কে কোন ব্যক্তির চিন্তাকে রূপ দেয় এবংপ্রায়শই নীতিশাস্ত্র ব্যবস্থার পিছনে ও দিক-নির্দেশনার ধারণা দেয়। আমাদের কিছু নৈতিকতামূলক নীতি হল, প্রতারণা না করা, বিশ্বস্ত হওয়া, ধৈর্য্য ধারণ করা, সত্য বলা, অন্যের প্রতি উদার ও মানবিক হওয়া।

অন্যদিকে নীতিশাস্ত্র দর্শনের একটি শাখা যা কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণের 'ভাল ও মন্দ' নীতিগুলি নিয়ে কাজ করে। এটিনৈতিকতা থেকে পৃথক এবং আরও বেশি ব্যবহারিক। নীতিশাস্ত্রে নীতিমালা (এথিক্যাল কোড) প্রযোজ্য হলেও সর্বক্ষেত্রে বাসামগ্রীকভাবে এটি নৈতিক হতে হবে, এমন নয়। এটি একটি নিয়ম ব্যবস্থা যা অনুসরণ করতে হয়। আমেরিকার বেশ কয়েকটিপেশাদার সংস্থা, যেমন- হলিউড ফিল্ম একাডেমি এবং আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, প্রত্যকের নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালারয়েছে যা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে মানতে হয়। আর এই নীতিমালা মানতে গিয়েই ক্রিস রককে চড় দেয়ার কারণে, উইল স্মিথকেদোষী হিসাবে ব্যান করা হয়েছে।

ক্রিস রককে চড় দেয়াতে উইল স্মিথ দোষী হয়েছেন। কিন্তু তিনি কেন চড় দিয়েছেন? নিজের স্ত্রীর প্রতি ক্রিস রকের অনৈতিকহাস্যরস সহ্য করতে না পেরে তিনি চড় দিয়েছেন। অর্থাৎ এখানে কারণ ও যুক্তি দুটোই রয়েছে। আবার কারণ থাকলেও চড়দেয়াটা অনৈতিক। অন্যদিকে, ক্রিস রকের বেলায় যুক্তির ব্যবহার করলে বলা যায়-কারো শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে কৌতুক বাহাস্যরস করা অমানবিক, অনৈতিক ও অপরাধ।

এ নিয়ে আমার নৈতিকতা এখানে বলছে যে, উইল স্মিথকে ক্ষমা করা উচিৎ কেননা তিনি পরিস্থিতির শিকার। তিনি স্ত্রীকেআহত করায় আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে এমন কাজ করেছেন। কিন্তু এখানে আপনার নৈতিকতা বলছে যে, পরিস্থিতি যতইখারাপ হোক না কেন, কাউকে চড় দেয়া অপরাধ।

তাহলে এখানে কে সঠিক? আপনি না আমি?

এক্ষেত্রে ভুল, সঠিক নির্ণয় করার আগে আমাদের প্রথমেই অপরাধটা কী, এবং কেন ঘটেছিল, যুক্তির সাথে তা বের করতে হবে।তারপরে যা ঘটেছিল তা আসলেই অপরাধ কিনা বা কী পরিমাণ অপরাধ, তা নির্ধারণ করতে সকল প্রমাণগুলি মূল্যায়ন করতেহবে। এবং এখানে কোনও ব্যতিক্রম কিছু ঘটেছিল কিনা বা আছে কিনা তা ও নির্ধারণ করতে হবে।

প্রশ্ন করতে পারেন, নৈতিক সিদ্ধান্তের সাথে কারণ বা যুক্তি যুক্ত হওয়ার কী আছে?

স্কটিশ আলোকিত দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, গ্রন্থাগারিক ও প্রাবন্ধিক ডেভিড হিউম তাঁর 'ট্রিটাইজ অন হিউম্যানন্যাচার' গ্রন্থ্যটিতে এই প্রশ্নের উত্তর খুব স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের মতে অপরাধ একটি নির্দিষ্টব্যক্তিত্ব এবং একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্দেশ্য, চিন্তাভাবনা বা ক্রিয়াকলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।আমরা সেই সম্পর্কটি তদন্ত করতে পারি, চুক্তির উৎস এবং কর্মক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে পারি। তবে এখানে যখন আমরা, আমাদেরআবেগকে কথা বলতে দিই, তখন তদন্ত অস্বীকৃতি পায় এবং সেই পুরো বিষয়টাই নৈতিকভাবে মন্দ হিসাবে কাজ করে যাঅনৈতিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করে।'

মূল কথা, যুক্তি ছাড়া কোনও অগ্রগতি, উদ্ভাবন বা সত্য সন্ধান করা সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তির যুক্তি ব্যবহারে সঠিক এবং ভুলেরমধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করার চেষ্টাকে 'নৈতিক যুক্তি প্রক্রিয়া' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দৈনন্দিন প্রক্রিয়াযা আমরা প্রায়শই সঠিক কিছু করতে ব্যবহার করে থাকি। প্রতিদিন আমরা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মিথ্যা কথা বলতে হবে কিনা, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যাই। আমরা সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপগুলির নৈতিক যুক্তি দিয়ে এবং সম্ভাব্য পরিণতির বিরুদ্ধে তাদেরক্রিয়াগুলি মাপার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেই।

যেমন-প্রবাসী আমাদের কাউকে দেশ থেকে পরিবারের স্বজনরা ফোন করে শারীরিক অবস্থা জানতে চাইলে প্রায়শই আমরা মন্দথেকেও 'ভাল আছি' বলে মিথ্যা বলি। কিংবা মন্দ থেকেও 'ভাল আছি' বলবো কিনা তা নিয়ে দ্বিধায় পরে যাই। কেন করি এটা? কারণ, আমরা দূর দেশে থেকে চাইনা পরিবারের কেউ আমাদের নিয়ে চিন্তিত হোক, ব্যাথিত হোক। কাউকে ভাল রাখার উদ্দেশ্যেমিথ্যা বললেও এখানে নৈতিক যুক্তি প্রক্রিয়াটি বিদ্যমান।

কারো শারীরিক অক্ষমতায় মাথার চুল পড়া নিয়ে হাস্যরস করা, অনৈতিক-অমানবিক, যা ক্রিস রক করেছেন। উনি যদি জ্যাডাপিনকেট স্মিথের রোগ সম্পর্কে অবগত নাও থাকেন, তারপরও কারো কামানো মাথা নিয়ে তিনি পাবলিকলি মঞ্চে দাঁড়িয়ে কৌতুককরতে পারেন না। আর তার এই নোংরা কাজটাই উইল স্মিথের আবেগকে নিয়ন্ত্রণহীন করেছে, যার কারণে তিনি চড় মেরেছেন।এখানে স্মিথের বিপরীতমুখী আচরণকে ট্রিগার করেছেন ক্রিস রক। অর্থাৎ মন্দ কাজটির সূত্রপাত তাকে দিয়েই শুরু, কিন্তু তাকেকোন শাস্তি দেয়া হয়নি। অথচ, আমরা অনেকেই এই বিষয়টাকে উপেক্ষা করে যাচ্ছি।

হ্যাঁ! বলতে পারেন, কুকুরের কাজ কুকুর করেছে তাই বলে কী কুকুরের গায়ে কামড় দিতে হবে? নাহ! কুকুরকে কামড় দিতে নেই।তবে কামড়াতে দেয়াও ঠিক নয়।

কুকুরদের নিয়ন্ত্রণে ও শৃঙ্খলায় রাখতে আমেরিকানরা অনেক ধরণের বেল্ট ব্যবহার করেন। ব্যাক-ক্লিপ, স্টেপ-ইন বেল্ট, ফ্রন্ট-ক্লিপ বেল্ট, ডুয়াল ক্লিপ বেল্ট, টাইটেনিং বেল্ট এবং হেড হ্যাল্টার বেল্ট...! উগ্র কুকুরদের নিয়ন্ত্রণে অনেকেই হেড হ্যাল্টারবেল্টটি বেশি কার্যকরী বলে মনে করেন। বেল্টটি কুকুরের গলা থেকে চাপা সহ মুখ বেঁধে রাখে। এই অবস্থায় কুকুরটি ঘেউ ঘেউ বাঘুঁত ঘুঁত করতেও সমস্যায় পড়ে। শুধু জিহ্বাটা বের করা ছাড়া। অন্যের জন্য বিপদজনক হতে পারে, এমন সন্দেহজনক কুকুরটিকেনিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সাময়িকের এই হেড হ্যাল্টার বেল্টটিই উপযুক্ত। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণেরজন্য এই ধরণের মুখ বন্ধ করা কোন বেল্ট নেই।

আমাদের বাঙালি সমাজে রাগের বসে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা, ঘরের কাজের মানুষদের মারধর করা, রিকশাচালকদের গায়ে হাতদেয়া.. ইত্যাদি বিষয়গুলোর পিছনে কোন নৈতিক যুক্তি প্রক্রিয়া কাজ করে না। যা করে, তা হলো যুগের পর যুগ ধরে পুরুষ শাসিতসমাজে তাদের আধিপত্য এবং পুঁজিবাদী সমাজে প্রলেতারিয়েতদের শোষণ করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

কিন্তু, মঞ্চে দাঁড়িয়ে উইল স্মিথ, উপস্থাপক ক্রিস রককে কষে চড় মারার পিছনে কোন আধিপত্য বা শোষন নেই, এখানে যাবিদ্যমান, তা হলো অমানবিক-অনৈতিক ভাবে আঘাতের প্রতিক্রিয়া হিসাবে উইল স্মিথের 'অনিয়ন্ত্রিত আবেগ' এর বহিপ্রকাশ।পরিস্থিতি প্রতিকূলে গেলে অনেক সময়ই আবেগ কোন নৈতিকতা বা নীতিমালা মানে না। এখানে নৈতিক যুক্তি প্রক্রিয়াও ব্যর্থ।নৈতিকতা ও নীতিমালা ভঙ্গ করার পেছনেও এখানে যা থেকে যায়, তা হলো উইল স্মিথের লিম্বিক সিস্টেমের অ্যামিগডালার তড়িৎ রেসপন্স।

বাইডেনের জয় বানচালের নতুন তথ্য বের হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে কথোপকথন প্রকাশ হয়েছে। ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফল কিভাবে বদলে দেয়া যায়, সে বিষয়ে এ দুজনের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছিল।

১৫ এপ্রিল শুক্রবারে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে বলা হয়, সিনেটর মাইক লী এই বলে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক রাজ্য-আইনপ্রণেতা নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা দেন, তবে ইলেক্টরাল কলেজে জো বাইডেনকে হারিয়ে দিতে পারবেন ট্রাম্প।

২০২০ সালের ৮ ডিসেম্বর মাইক লী লিখেছেন, "হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি রাজ্য যদি তাদের আইনপ্রণেতাদের দিয়ে বিকল্প ডেলিগেটদের প্যানেল নিয়োগ দেয়, তাহলে একটি পথ বের হবে।" ট্রাম্পকে ক্ষমতায় বহাল রাখার পথ বের করার ব্যাপারে সিনেটর লী মিডোজকে লিখেছিলেন। মিডোজ উত্তরে লেখেন, "গতকাল থেকে আমি এ প্রচেষ্টাই চালাচ্ছি।

২০২০ সালের নির্বাচনের পর থেকে ট্রাম্প এবং তাঁর মিত্ররা নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে ভিত্তিহীন অভিযোগ করে আসছিলেন। সিংহভাগ রিপাবলিকান এখন এ তত্ত্বটিতে বিশ্বাস করছেন। ইয়াহু নিউজ/ইউগভ নামের পুলস্টার সম্পাদিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ট্রাম্প-ভোটারদের ৭৫ শতাংশ মনে করেন ভোট চুরি করে ট্রাম্পকে হারানো হয়েছে। এদের মাত্র ৯ শতাংশ বাইডেনের বিজয়কে বৈধ মনে করেন।

২০২০ সালের ৭ নভেম্বর যখন বাইডেনকে বিজয়ী বলে অফিসিয়্যালি ঘোষণা দেয়া হয়, তখন থেকেই মি. লী হোয়াইট হাউসকে পরামর্শ দেয়া শুরু করেন। ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে সিনেটর লী লিখেন, "নির্বাচনে আমেরিকানদের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রতিটি আইনি এবং সাংবিধানিক প্রচেষ্টা সম্পন্ন করার জন্য আপনার প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন। এই লড়াই শুধুমাত্র এই নির্বাচনের চেয়ে অনেক বেশি। এই লড়াই আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থার মৌলিক ন্যায্যতা ও সততা নিয়ে। জাতি আপনার ক্রমাগত সংকল্পের ওপর নির্ভর করছে।" একইদিনে সিনেটর লী চেষ্টা করেন সিডনী পাওয়েল যাতে ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে পারেন। সিডনী পাওয়েল কয়েক দফা নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচার করছিলেন। লী মি. মিডোজকে লেখেন, "সিডনী প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করা দরকার। তাঁকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না। সিডনীর কাছে বিষয়টি জিইয়ে রাখার কৌশল রয়েছে। আপনি কি পারবেন তাঁকে ভেতরে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে?"

কিন্তু ১৯ নভেম্বর সিডনী পাওয়েলের নেয়া পদক্ষেপের ব্যাপারে সিনেটর লীকে উদ্বিগ্ন হতে দেখা গেছে। "আমি পাওয়েলের প্রেস কনফারেন্সের বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন"—এমন অনেক বার্তা তিনি মি. মিডোজকে পাঠিয়েছেন। "এখানে প্রেসিডেন্টের ইমেজের মারাত্মক ক্ষতি হওয়া ঝুঁকি রয়েছে, যদি না পাওয়েল যা বলছেন তার সব কিছুর ওপর শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন, আর আমার এখন মনে হচ্ছে না পাওয়েল সেটা করতে সক্ষম হবেন।" মি. মিডোজ এর উত্তরে লেখেন, "আমি সহমত, বিষয়টি খুবই উদ্বেগের।"

"আজকে সিডনী পাওয়েল যা বললেন, তা সত্য প্রমাণিত না হলে প্রেসিডেন্টের উচিত হবে নিজেকে সিডনী থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা, যেসব অভিযোগ প্রমাণ করা যাবে না, এমন সব দাবি থেকে নিজেকে বিরত রাখা।"

এই দুই ব্যক্তির কথোপকথনে রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির প্রধান কার্যালয়ে ঘটা একটি ইভেন্টের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেখানে পাওয়েল এবং নিউইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র রুডি জুলিয়ানী, যিনি ট্রাম্পের আইনজীবী হয়েছিলেন, নির্বাচন সম্পর্কে বিশেষত ভোটিং মেশিন প্রস্তুতকারক ডমিনিয়ন ভোটিং সিস্টেমের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মিথ্যা এবং আপত্তিকর অভিযোগ আনেন। সিডনী পাওয়েল বলেন, "আমরা প্রকৃতপক্ষে এখানে কি নিয়ে ডিল করছি! কমিউনিস্টরা ভেনিজুয়েলা, কিউবা এবং সম্ভবত চীন থেকে টাকা দিয়ে আমাদের নির্বাচনকে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে নাক গলাচ্ছে!" সিডনী আরও বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানিতে একটি নির্বাচনী সার্ভার জব্দ করেছে। এটি একটি মিথ্যা দাবি, যা ডানপন্থী সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেইসাথে সিডনী এও বলেছিলেন, ডমিনিয়ন ভোটিং সিস্টেম সংস্থাটি ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি হুগো শ্যাভেজের নির্দেশে তৈরি হয়েছিল। হুগো শ্যাভেজ মারা যান ২০১৩ সালে।

সিডনী বলেন, "চীনও এ বিষয়ে ভেনিজুয়েলার সাথে রয়েছে। তাদের স্বার্থ হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যাতে আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট না থাকেন।" দুই মাস পর ডমিনিয়ন কোম্পানি উদ্ভট অভিযোগের প্রেক্ষিতে মিস. পাওয়েলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে।

ট্রাম্পের চিফ অব স্টাফ মি. মিডোজের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন সিনেটর লী। নির্দেশনা চেয়ে বার্তা পাঠানো চালু রাখেন। ২০২০ সালের ২০ নভেম্বরে লেখেন, "আমাকে কিছু একটা নিয়ে কাজ করতে দিন। আমি জানতে চাই আমার কি বলা উচিত।" ২০ নভেম্বর লী তার বার্তায় লেখেন, "আমাকে এখন কি বলতে হবে প্লিজ বলে দিন। সিনেটে আমরা কয়েকজন আছি, যারা সাহায্য করতে চাই। তবে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যাবে মনে হচ্ছে।"

২০২১ সালের শুরুর দিকে সিনেটর লী হয়ত বুঝতে পারলেন নির্বাচনের ফলাফল বদলে দেয়া সম্ভব হবে না। সে সময়ে তিনি এক বার্তায় টেক্সাসের সিনেটর টেড ক্রুজকে ইঙ্গিত করে লিখলেন, "আমার বন্ধু টেড এ বিষয়ে যেভাবে এগুচ্ছেন, আমি উদ্বিগ্ন হচ্ছি।" উল্লেখ্য, প্রভাবশালী রিপাবলিকান সিনেটর টেড ক্রুজও নির্বাচনের ফলাফলকে বদলে দিয়ে বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরির আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলেন সিনেট ফ্লোরে। তার এই প্রচেষ্টার ব্যাপারে সিনেটর লী বলেছিলেন, "এসব প্রয়াশ বাজেভাবে ব্যাকফায়ার করতে পারে।"

ট্রাম্পের এক জনসভার পর পর ক্যাপিটাল ভবনে হামলা হয় ৬ জানুয়ারি, এর দু'দিন আগে ৪ জানুয়ারি সিনেটর লী এবং মি. মিডোজ, লী এবং প্রেসিডেন্টের ভেতরের ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের চেষ্টা করেন। মি. মিডোজ সিনেটর লীকে নিশ্চয়তা দিতে লেখেন, "আমি বলেছি আপনি অনেক সহায়তা করছেন। আসলে গোয়েন্দা রিপোর্ট সঠিক আপনার ব্যাপারে।"

সিনেটর লী বলেন, "আমি গত সপ্তাহে প্রতিদিন ১৪ ঘণ্টা ব্যয় করেছি। তাঁর জন্য ভোটের রেজাল্ট পরিবর্তনের পথ বের করার চেষ্টা করছি। তারপরও এমন একটি পাবলিক সেটিংয়ে আমার সাথে কথা না বলে এমনভাবে আমার দিকে তীর ছোড়াটা বেশ নিরুৎসাহিতকর।"

এদিকে সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এর একই প্রতিবেদনে মার্ক মিডোজ এবং টেক্সাসের প্রতিনিধি পরিষদ সদস্য চিপ রয়ের কথোপকথনও প্রকাশ হয়েছে। চিপ রয় একজন রিপালিকান। তিনি বাইডেনকে নির্বাচনে বিজয়ী ঘোষণা করা হলে বলেন, "আমাদের অস্ত্র যোগাড় করতে হবে। ভোট চুরির উদাহরণ দরকার আমাদের। এটি আমাদের এ সপ্তাহান্তেই দরকার।"

পরবর্তীতে অবশ্য রয় এ পরিকল্পনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেন। ৩১ ডিসেম্বর লিখেছিলেন, "প্রেসিডেন্টের উচিত সবাইকে অফ যেতে বলা। এটিই একমাত্র পথ। যদি আমরা প্রতি ৪ বছরে কংগ্রেসের ভোট দিয়ে ভোটারদের মাধ্যমে রাজ্যের ইচ্ছা প্রতিস্থাপন করি... আমরা ইলেক্টোরাল কলেজকে ধ্বংস করে দিয়েছি...সম্মানের সাথে।... আমরা ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রে একটি অংশীদারিত্ব চালাচ্ছি।"

তিনি পরদিন লিখেছেন, ট্রাম্প নির্বাচনের ফলাফল উল্টে দেয়ার চেষ্টা করার জন্য তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স এবং কংগ্রেসকে চাপ দিয়েছিলেন।

MANAGEOLOGY
HOLDINGS

YOU OWN, WE MANAGE!

প্রবাসী বাংলাদেশীদের বাংলাদেশে তাদের প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের
জন্য নির্ভরযোগ্য একটি প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান

আমাদের দক্ষতা

এপার্টমেন্ট রেন্ট | প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট | ক্রয় এবং বিক্রয়

সেবাসমূহঃ

- এপার্টমেন্টের ফ্ল্যাট সম্পূর্ণভাবে ভাড়ার উপযোগী করে তৈরি করা, যেমনঃ রঙ করানো, ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক, গ্যাস, বাথরুম সংযোগ পরীক্ষা করে দেখা এবং ঠিক করা।
- উপযুক্ত এবং যোগ্য ভাড়াটিয়া যাচাই বাছাই করে খুঁজে বের করা।
- সম্ভাব্য ভাড়াটিয়ার জন্য হটলাইনে কল করে এপার্টমেন্ট এবং ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য নেবার সুব্যবস্থা।
- এপার্টমেন্ট ঘুরে দেখানোর জন্য সু-ব্যাবস্থা।
- ভাড়ার চুক্তিপত্র তৈরি করে স্বাক্ষর দলিল সংরক্ষণ।
- প্রতি মাসের ভাড়া সংগ্রহ করা এবং ফ্ল্যাট মালিকের নির্দেশিত অ্যাকাউন্টে জমা করা।
- এপার্টমেন্ট প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা ।
- মালিকের পক্ষ হয়ে, এপার্টমেন্ট সম্পর্কিত সকল প্রকার বিল এবং ট্যাক্স সময়মত প্রদান করা ।
- ভাড়া সম্পর্কিত লেনদেনের স্বচ্ছ হিসাব প্রদান করা। বিশেষ করে প্রবাসে ঘরে বসে এপার্টমেন্ট মালিককে ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে ভাড়া এবং বিল সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ও রশিদ দেখার সুযোগ প্রদান।
- এছাড়াও বাংলাদেশে অবস্থিত ফ্ল্যাটবাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে থাকবে পূর্ণ সহযোগিতা।

আস্থার কারণঃ

- উৎসব একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান, বিগত ১৭ বছর ধরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে কাজ করে চলেছে, বিশ্বজুড়ে উৎসবের রয়েছে লক্ষাধিক সন্তুষ্ট গ্রাহক।
- উৎসব গ্রুপের এই নতুন সংযোজিত প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত হওয়ায়, দায়িত্ববোধ এবং জবাবদিহিতা অনেক বেশি।
- গ্রাহকদের জন্য রয়েছে, অনলাইন নিবন্ধনের সুযোগ, যেখানে গ্রাহক নিজস্ব অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে বাড়িভাড়া সংক্রান্ত সকল রশিদ, ইউটিলিটি এবং ট্যাক্স সংক্রান্ত নথিপত্র, রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত সকল রশিদের স্ক্যানকপি দেখতে পারবেন।
- উৎসব এমন একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান, বিগত ১৭ বছরে উত্তর আমেরিকাতে কোন প্রকার অভিযোগ বা দুর্নাম নেই।

Address

1 (917) 485-2179 tanjila@utshob.com www.manageologyholdings.com
168-25A Hillside Ave#2nd Floor,Jamaica NY 11432

স্কুল জীবনে গ্রাম্য বৈশাখী মেলায়

ফজলুর রহমান চৌধুরী

গোগাউড়া চৌধুরীবাড়ি আম্মা-মামাদের নানাবাড়ি। আমাদের নানার বাড়ির মতোই অনেকটা জমজমাট। আম্মাদের ছয় মামা-মামী। আল্লাহর রহমতে ছোট-বড় অনেক মামাত ভাইবোন। আবার তাদের চাচাত মামার দিকে ভাইবোনও আছেন। দু-একজন আম্মাদের বড়, দু-একজন সমবয়সী, অনেকেই ছোট ভাইবোন। আমরাও পেয়েছি এদিকে আমাদের অনেক নানা এবং মামা, খালা। আম্মাদের খালার বাড়ি উচাইল চৌধুরী বাড়ি (নানিজীর ছোটবোন) আফিয়া খালা (হুমায়ুন ভাই, পারুল আপাদের আম্মা), ছুপিয়া খালা, রেজিয়া খালা, সাফিয়া খালা। আমরা আম্মা-খালাদের সাথে পীরেরগাঁও আমাদের নানাবাড়ি থেকে তাদের নানাবাড়ি গোগাউড়া যেতাম। দু-একদিন থাকতাম। উচাইলের খালারাও আসতেন। বড় লম্বা বাড়ি। নানারা সবাই পরহেজগার। অনেকেই আলীম শিক্ষক, মাদ্রাসা শিক্ষক ছিলেন। বাড়িতে মসজিদ পাশে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা। সবার আদর-আপ্যায়নে নানা-নানুদের মজার কথা শোনা, ঘরে ঘরে মজার মজার দাওয়াত খাওয়া এক অপূর্ব ভাললাগার স্মৃতি। পীরেরগাঁও থেকে গোগাউড়া সোজা পশ্চিমে দেড়-দুই মাইল হবে। মধ্যে খোয়াই নদী। শুকনো শীত মৌসুমে পশ্চিমে শিংপাড়া গ্রামের পাশে একটি জায়গায় খোয়াই নদীর চর উঠে শুকিয়ে হাঁটুপানি, উরো পানি, কোনো জায়গায় (পশ্চিম পাড়ের কাছাকাছি) বেশি হলে কোমড়পানি, ছোটদের পেটপানি হতো। তাই অনেক সময় নষ্ট করে দক্ষিণ-পশ্চিমে এক মাইল হেঁটে খেয়ানৌকা পার হয়ে চুনারুঘাট বাজার থেকে আবার দেড়-দুই মাইল উত্তরে রিকশায় করে গোগাউড়া যাওয়ার চেয়ে এসময় সোজা পশ্চিমে হেঁটে নদী পার হয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করা হতো। বড়রা কাপড়, লুঙ্গি ভিজিয়ে নদী পার হয়ে যেতেন, যা শুষ্ক আবহাওয়া আর রৌদ্রে হেঁটে বাড়ি যেতে যেতে প্রায় শুকিয়ে যেত। ছোটরা হাফ প্যান্ট বা কিছু ভিজিয়ে পাড়ে উঠে প্যান্ট-পায়জামা বদলিয়ে ফেলতাম। তবে কাছাকাছি সমবয়সী ২-৩ জন একসাথে এ খোয়াই নদী পার হলে ইতিহাস ভিন্ন। শার্টের সাথে লুঙ্গিও ভিজত না। শীতের সময় পানি খুব ঠাণ্ডা লাগত আর অন্য ভয়ও করত। আমি একেকদিন এরকম পার হয়েছি। প্রয়োজনে বাদবাকি দিনগুলোতে প্যান্ট-লুঙ্গি ভিজিয়ে পারাপার কার্য সম্পাদন করেছি।

গোগাউডার প্রিয় খালেদ মামা (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী,ডাক্তার) তখন ডিসিপি হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। বেশ ভাল ছাত্র। এর আগে কিছুদিন মাদ্রাসায়ও পড়েছেন। একই স্কুলের ছাত্র হওয়ায় খালেদ মামার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠতা যা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাকে অত্যন্ত আদর করেন। তেমনি হুছন ভাই, হুমায়ুন ভাই, তুজাম্মুল, আফরোজ অন্যরা সবাই। অনেক আন্তরিক ও বন্ধুভাবাপন্ন। স্কুল ছুটির পর আমার সাথে কথা-দেখা না করে বাড়ি যেতেন না। কিছুদিন পর পর খালেদ মামা আমাকে তাদের বাড়ি গোগাউডা নিয়ে যেতেন। আগের দিন বলতেন,'ভাগনা বাড়িতে তোর নানুকে বইলা আইছ কালকে আমারার বাড়িত যাইবে।" অনেক দিন সাথে হুছন ভাই, হুমায়ুন ভাইও থাকতেন। বাড়িতে গিয়ে খুবই সহজ-সরল নানিকে বলতেন, "আম্মাগো তোমার হিয়ালার ভাট্যল্যা (ভাটি এলাকার) নাতি মনু, তোমার বইনের বাড়ির আদরের নাতি আইছে। তাড়াতাড়ি বড় মাছের টুকরা আর মুরগির মাংস দিয়া ভাত দেও, ক্ষুধা লাগছে।"

নানি হাসিমুখে বলতেন, 'দিরাম রে পুত, নাতি আইছ। ভালা আছনি, আম্মার খবর পাইছনি, আমার ভাগ্নি (আমার আম্মা),আমার বোন শামীমের মা।"

সালাম করতেই বলতেন, "লাগতনারে ভাই দোয়া করি আল্লাহ বাচাই রাখুন, বড় করুন।"

বড় নানুসহ সব নানা-নানু এরকম আদর করতেন। খালেদ মামা, সেলিম মামা, তাদের বন্ধুবান্ধব, টেনু ভাই, লস্করবাড়ির আবিদ মামা—সবাই মিলে গল্পগুজব করতাম। স্কুলের জরুরি কোনো হোমওয়ার্ক থাকলে তাও সেরে ফেলতাম। গোগাউড়া যাওয়ার পথে এবং সেখান থেকে আসার পথে চুনারুঘাট নয়াবাজার আম্বিয়া খালার বাসায় যেতাম। খাওয়া-দাওয়া করতাম। খালুর (সৈয়দ এরশাদ খালু) বিভিন্ন ধরনের জমজমাট ব্যবসা ছিল। অনেক মেহমান আসা-যাওয়া করতেন। এ খালাম্মা—রানু, সানু, পিনু, রুনু, সোহাগ, ব্যারিস্টার সুমনের আম্মা এখন নিউইয়র্ক থাকেন। আমার সৌভাগ্য মমতাময়ী খালাম্মার সাথে আমাদের দেখা হয়, আদর-সোহাগ পাচ্ছি। আম্মার চেহারার সাথে অনেক মিল।

১৯৭৪ সালে সেদিনের নাইন-টেনের ফুটবল ম্যাচে প্রিয় খালেদ মামা ক্লাস টেনের একজন প্লেয়ার ছিলেন। হাল্কা-পাতলা লম্বা গড়ন। খেলা শেষে আমার পিঠে আদরমাখা চাপড় দিয়ে বললেন, "হারামজাদা তোর গোলটার কারণে আজকে আমরা জিততে পারলাম না, খেলাটা ড্র হলো। চিকনা বেটা কি খেলে!"

পরদিন ক্লাসে সুকুর মামদ স্যার বললেন, "তুমি তো দেখলাম জাত প্লেয়ার, দেখে তো মনে হয় না।"

আমাকে সাবধানে খেলাধূলা করতে উপদেশ দিলেন, "পায়ে আঘাত পেলে পড়াশোনার খুব ক্ষতি হবে।"

স্যারের বাড়ি খোয়াই নদীর পশ্চিমে বাগবাড়ি গ্রামে চুনারঘাট নয়াবাজারের পাশে। এখানে প্রতিবছর বৈশাখ মাসের পহেলা তারিখ (নববর্ষ) চুনারুঘাটের বিখ্যাত বিশাল 'বান্নি'(গ্রাম্যমেলা) জমে। অনেক দূরদুরান্ত, ভাটি-উজান থেকে মানুষ আসে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। বিশেষ করে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয়, বিভিন্ন হাতিয়ার, লাঠি, লেপ- তোশক, বালিশের জন্য তুলা, শিমুল তুলা, শুকনো শিমবিচসহ হরেক রকমের জিনিস বেচাকেনার এক মহোৎসব। বিশাল খোলা জায়গা নিয়ে এ 'বান্নি' বসে মানুষের খালি জমিতে। আমি, হুছন ভাই, হুমায়ুন ভাই আদরের মামাত ভাই তুজাম্মুলকে নিয়ে বান্নিতে এসেছি। বাড়ির জন্য কিছু জিনিসপত্র কেনার ফর্দ আছে, এগুলো করতেছি। প্রচণ্ড গরমে ছোট তুজাম্মুলের শারীরিক অবস্থা ভালো দেখাচ্ছিল না। চোখ-মুখ লাল, মাথায় চড়াভাব। পাশে দোকানির কাছে হরেক রকম মিষ্টি-রসগোল্লা দেখে খেতে চাইল। মিষ্টির এক টুকরো মুখে দেয়ামাত্র অচেতন হয়ে মাটিতে ঢলে পড়ল। আমি আর হুমায়ুন ভাই কান্নাকাটি, দিশেহারা। কী করি! তাড়াতাড়ি দুজনে ধরাধরি করে ছোট্ট একটি পানির ডোবার কাছে এনে হাত দিয়ে তোয়ালে ভিজিয়ে মাথায়, চোখ-মুখে পানি দিতে থাকলে আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল। জ্ঞান কিছু ফিরে আসলে পাশে আমাদের শ্রদ্ধেয় আম্বিয়া খালার বাসায় নিয়ে ঘুমোতে রেখে আসলাম। বাসায় খালাম্মার সেবা, বিশ্রাম, ঠাণ্ডা পরিবেশে থেকে সুস্থ হলে সন্ধ্যায় পীরেরগাঁও নিয়ে আসি। এদিকে সুকুর মামদ স্যার আমাকে ওনার বাড়ির পাশে মেলায় দেখে পরদিন স্কুলে এসে ক্লাসে আলাপ করেন এবং চুনারুঘাটের এ বান্নির বাস্তবতার আলোকে গ্রাম্যমেলা সম্পর্কে একটি সুন্দর রচনা নিজের ভাষায় লিখে দুদিনের মধ্যে জমা দিতে বলেন। স্যার মনে করিয়ে দিলেন তিনি এমেলায় গিয়েছেন, সবকিছু দেখেছেন ঘটনা। আমি নিজে, সহপাঠী বন্ধুরা বলাবলি করল, বান্নিত গিয়ে ধরা খাইছি। যথারীতি আমার মনের মাধুরী মিশিয়ে বাস্তব চুনারুঘাট মেলার রচনা লিখে পুরো মেলার চিত্র এঁকে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে কি কি পণ্যের পসরা সাজানো ছিল, মধ্যে একবার ঝড়-তুফানে কি অবস্থা হয়েছিল, কিছু ঝগড়ার ঘটনা, তারপর গরমে মাথা চক্কর দেয়ার তুজাম্মুলের বিষয়টি সবকিছু বর্ণনায় স্থান পেয়েছিল। তার আগে রচনা বইর 'গ্রাম্যমেলা' ভালভাবে পড়ে নিয়েছি, বিভিন্ন শব্দসম্ভার দেখেছি। আমার জমাকৃত রচনা স্যার অন্য স্যারদের কাছে মূল্যায়নের জন্য, দেখার জন্য কমনরুমে দিয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় ইন্তাজ স্যার, হেডমাস্টার স্যার, বিএসসি স্যার, ছামেদ স্যার সহাস্য বদনে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি 'বান্নিতে' গিয়েছিলাম! আর রামধন স্যার পরদিন ক্লাসে রচনার মূল্যায়ন 'চমৎকার' লিখে আমাকে দিয়েছিলেন সাথে একটি শব্দ 'ঠামানো' থেকে সামলানো সুন্দর হবে বলে অবহিত করেন।...

স্যারদের কথা, উপদেশ, অবয়ব আয়নার প্রতিচ্ছবি হয়ে চোখে ভাসছে।

১৯৭৪ সালে সেদিনের নাইন-টেনের ফুটবল ম্যাচে প্রিয় খালেদ মামা ক্লাস টেনের একজন প্লেয়ার ছিলেন। হাল্কা-পাতলা লম্বা গড়ন। খেলা শেষে আমার পিঠে আদরমাখা চাপড় দিয়ে বললেন, "হারামজাদা তোর গোলটার কারণে আজকে আমরা জিততে পারলাম না, খেলাটা ড্র হলো। চিকনা বেটা কি খেলে!" পরদিন ক্লাসে সুকুর মামদ স্যার বললেন, "তুমি তো দেখলাম জাত প্লেয়ার, দেখে তো মনে হয় না।"

পুস্তক পর্যালোচনা : দহন '৭১

আবদুস শহীদ

দহন '৭১। লেখক কাজী ইসলাম। পুরো নাম কাজী শফিক্-উল ইসলাম। লেখক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিএলএফের (মুজিব বাহিনীর) তৃণমূল পর্যায়ের গেরিলা যোদ্ধা ছিলেন। বর্তমানে পেশায় দন্তচিকিৎসক এবং কথাসাহিত্যিক। বড়ভাই শহীদ কাজি নুরুন্নবী ১৯৭১ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে শেষবর্ষের ছাত্র ছিলেন। পাকিবাহিনী নওগাঁ দখল করার পর বড়ভাই নুরুন্নবী গ্রামের তিন যুবক, কাজী ইসলামসহ মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

২০১৯ সালের নিউইয়র্ক বইমেলায় কাজী ইসলামের সাথে পরিচয়। ১৯৭১ সালে যুদ্ধে বড়ভাই হারানো এক সহোদরের হৃদয়ের রক্তক্ষরণের কাহিনী শুনলাম। মুক্তিযুদ্ধের ওপর বিভিন্ন বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সাহিত্যের আঙ্গিনায় বিচরণ করছেন তিনি। তাঁর লেখা উপন্যাস-ছোট গল্পে হুবহু চিত্রায়িত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনার গাঢ় ছায়া, আছে স্মৃতি। প্রতিটি লেখা বিষন্নতার নীলে রাঙানো সত্যের কাঠামোর ওপর নির্মিত। তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি বইয়ের সাথে আমি পরিচিত হয়েছি। ইতোমধ্যে তাঁর লেখা একটি বই আমার হাতে এসেছে। দহন '৭১।

'দহন '৭১' ২৩টি ছোট গল্পের একটি বই। আমার এ লেখাটি দহন '৭১ বইয়ের কোনো সমালোচনা নয়। কারণ সমালোচনা করার দুঃসাহস আমার নেই। আমি শুধু বইটি পড়ে আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছি। '৭১- এর অনেকেই জীবন থেকে প্রস্থান করেছেন। বাংলাদেশে তখন সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাড়ে সাত কোটি গল্প হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সবাই যুদ্ধে জড়িত ছিলেন না। কেউ হয়ত যুদ্ধের বিপক্ষে অন্য পথে হাঁটছিলেন। পাকিদের পক্ষে গিয়েছিলেন কেউ কেউ। মুক্তিযুদ্ধ নিঃসন্দেহে বাঙালি আপামর জনতার প্রত্যাশিত আত্মত্যাগী অর্জন এবং অপ্রত্যাশিত বুক বিদীর্ণ করা দহনও। মুক্তিযুদ্ধের নির্মম বাস্তবতা ও ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা আর স্বজন হারানোর হাহাকার প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা কিংবা স্মৃতিচারণে পাঠকের মনে বিষাদের অনুরণন তুলতে পারে। কাজী ইসলাম তাঁর দহনের জ্বালা পাঠককে কাঁদায়, ঘৃণার জন্ম দেয় নৃশংস হত্যাকারী পাকিদের প্রতি। দহন '৭১-এ প্রথম গল্প 'রকেট মেল'। এই গল্পে যুদ্ধে ভাই হারানোর আকুতি। একাত্তর এখনও তার প্রলম্বিত ছায়া ফেলে আছে লেখকের মনে। "একাত্তর চলে গেল আমাদের ওপর দিয়ে।... খেয়াল করলাম রকেট মেল আসার সময় হলেই আম্মা লোহার গেটে দাঁড়ান, তাকিয়ে থাকেন পুবের দিকে, যেদিকে সূর্য ওঠে, যেদিক থেকে রিক্সা বাঁক নিয়ে ঢোকে আমাদের বাড়ির রাস্তায়।... ভাইটি আমার রকেট মেলে ধরে আর কোনদিন বাড়ি আসেনি।"

প্রচ্ছদ ও লেখক কাজী ইসলাম

আরেকটা গল্পে আছে—বাবার কথা। যিনি মধ্যরাতে উঠে শহীদ ছেলের লাগানো বোগেনভিলিয়ার লতার গোড়ায় পানি দিতেন। দিনের বেলায় ঐ গাছটার সান্নিধ্যে বসে থাকতেন। টুপটাপ ফুল ঝরে পড়ত ওনার গায়ে। মনে হতো পাতার আড়াল থেকে, ফুলের আড়াল থেকে দখিনা বা পুবালি বাতাসে ফিসফিসিয়ে খোকা বলছে, "এইতো বাবা আছি তো আমি তোমার সাথেই!"

একাত্তরে পাঁজর ভেঙ্গে বেড়িয়ে আসা মানুষের হাহাকারের প্রতিধ্বনি যেন লেখকের কানে অহর্নিশ বাজে, বিষাদের ঘন কুয়াশায় ছেয়ে যায় অন্তর। 'মুক্তিযুদ্ধ অন্য এক কোণ' গল্পে লেখক নিসার মালিক নামে এক অবাঙালির কথা বলতে গিয়ে অন্য এক দহনের বর্ণনা দিয়েছেন। নিসার মালিক ছিলেন বড়ভাইয়ের সহপাঠী। রাজনীতির ধারেকাছে ছিলেন না। ১৯৪৭ সালে মুসলমান হওয়ার কারণে ভারত থেকে বাস্তুচ্যুত হন। ১৯৭১ সালে বিহারি হওয়ার কারণে সপরিবারে নিহত। সন্ধ্যে হলেই বিছানায় শুয়ে একটু পরেই বলতেন, "বহুত মচ্ছর কাটতা হ্যায় ইয়ার।" ভাই হাসতে হাসতে ওনার মশারি টাঙিয়ে দিতেন। স্মৃতির এই ছবিগুলো বড় বিশাদময়। 'নিসাদ ভাই, আপনার জন্য মোচন করতে পারি শুধু বিষাদময় দীর্ঘশ্বাস।'

'ভালবাসা যুদ্ধ দিনে' গল্পে লেখক এক রোমান্টিক চিত্র তুলে ধরেছেন— 'হঠাৎ শুনি মুক্তিযোদ্ধা টিপুর বিয়ে, বজ্রাঘাত হলো, না পুষ্পাঘাত হলো বুঝে উঠতে পারিনি। শ্যামলবরণ মায়াভরা চেহারার স্নিগ্ধ একটি মেয়ের সাথে টিপুর বিয়ে হয়ে গেল।'

লেখক এখানেও নববধূর দহনজ্বালা চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। 'ভালবাসার ভার' গল্পে একজন প্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের বর্ণনা করেছেন— 'হয়তো ছেলেটা জীবনমুখী হতে পারতো, হয়তো যুদ্ধকালে এমন বেপরোয়া হতো না ছেলেটা। মেতে উঠত না মরণখেলায় নিজের প্রতি অবহেলার মাদল বাজিয়ে। বিজয় প্রভাতের উজ্জ্বল সূর্য ও বিষাদের সেই গভীর আঁধার দূর করতে পারল না।'

'শহীদ জননী ও আমার মিথ্যেকথন' গল্পে মুক্তিযুদ্ধে সন্তান হারা মাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস লেখকের দারুণ মর্মপীড়নের কারণ হয়েছে।—'শুরু হলো যুদ্ধকাল,মাতৃভূমির ঋণ শোধের কাল। হায় বড় নিদারুণ ছিল এই ঋণ শোধ। শব্দহীন হাহাকারে ডুকরে উঠলাম, সাধন-ভাইরে আমার। মুক্তিযুদ্ধে সন্তান হারানো মায়েদের মুখগুলো দেখলে আমার আজো মনে হয় স্বাধীনতা মানে অনিঃশেষ রোদন, অন্তহীন সন্তাপের দহন আর হৃদপিণ্ডের গহীন কন্দর থেকে উৎসারিত চরাচর দীর্ণ করা হাহাকার। হায় স্বাধীনতা!'

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে, বেশিরভাগই অতিকথন দোষে দুষ্ট। কিন্তু দহন '৭১ বইটি বাস্তবতার নিরিখে একটি মৃদু স্বরের কথকতা। বইটিতে লেখক কাজী ইসলামের ব্যক্তিগত জীবনে একাত্তর-পরবর্তী বিষাদের রেশের কথা, সেই রেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা আছে। আরও আছে ব্যক্তিগত অনেক স্মৃতিচারণা। পাঠকালে বইটি বার বার আবেগাপ্লুত করেছে আমাকে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস পাঠকেরা হয়ত বলবেন, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের জন্য সমৃদ্ধশালী একটি বই হিসেবে এটির মূল্যায়ন হবে।

প্রকাশক : অণিমা গ্রন্থ বিলাস, ৩৫/৪ লেক সার্কাস, ঢাকা-১২০৫। প্রচ্ছদ: শিলামনি। মূল্য ২৫০ টাকা। আশা করি বইটি ইতিহাসের রত্নভাণ্ডারে তার সঞ্চয় বাড়িয়ে দেবে।

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মের্সি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

খোশ আমদেদ
মাহে রামাদ্বান
সবাইকে পবিত্র ঈদ-উল ফিতর-এর
শুভেচ্ছা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

এপ্রিল আমেরিকায় কবিতার মাস। মধ্য এপ্রিলে বিশ্বব্যাপী বাঙালি নববর্ষ (পহেলা বৈশাখ) পালন করে থাকে। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের শপথগ্রহণ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করে নিজেদের জন্যে একটি দেশ নিয়ে এসেছিল। আজো মানুষের পৃথিবীতে কোনো কোনো দেশ আক্রান্ত। আগ্রাসী কেউ আক্রমণ করছে। পূর্ব ও পশ্চিমে বসন্ত ও গ্রীষ্মের সন্ধিক্ষণে ফুলের বাগানে যুদ্ধাক্রান্ত গুলিবিদ্ধ মানুষ!
এপ্রিল সংখ্যা 'কবিতার এক পাতা'য় কবিদের এই সকল চিন্তার কোলাজ! পড়ার বিনীত আমন্ত্রণ! —ফারুক ফয়সল

ক বি তা র এ ক পা তা

চূর্ণকবিতা

শামীম আজাদ

১।
চকিতে চেষ্টনাট ফুল
লাগে যেন বেগুনী জারুল
চেরি ফুটে ঝরে গেলে
মনে পড়ে দেশের বকুল
এতদিনে বুঝি আমি
সমিল চেহারা দেখে
মানুষ, কেন করে ভুল।।
২।
যদি সহসা সুন্দর কোনো দিনে
এসে পড়ো বৈশাখী মেলা, পূর্ব লন্ডনে
ছুঁয়ে দেখো, আকণ্ঠ পান করো তারে
চেখে দেখো প্রতিটি শব্দ বর্ণ ঘ্রাণে
শ্রুতি পূর্ণ করো করিমের বাউলা গানে
ভেদ করে যেও এঁরে, মুহূর্তে পৌঁছে যাবে
বিলেত ফুঁড়ে বাংলাদেশের প্রাণে।।

তুমি আজ কোথাও যেও না শেলী সেনগুপ্তা

আব্দুর রাজ্জাক

শীতের পর এই অদ্ভুত রোদ। মেঘের আনাগোনা নেই।
হাল্কা বাতাসে তোমার শাড়িটা উড়ছে...
তুমি তোমার জানালাটা খুলে দিয়েছো।
যেন বসন্ত এসেছে ঘুম হাওয়ার ভেতরে, যেন অল্প বৃষ্টির
আঁকাবাঁকা নির্যাসে ফুলগুলো পাপড়ি মেলেছে,
বহুদিন পর তোমার বারান্দা আজ অতিশয় উজ্জ্বল,
আমি অভিভূত হওয়ার আগেই তুমি ঝুল বারান্দায় এলে,
আকাশের বুক চিরে... গ্রীল টপকে, মূর্ছিত রোদ তোমার
শাড়িটা ভিজিয়ে যায়।
মায়া তরঙ্গে পিপাসিত চোখ: পরাক্রান্ত বাদাম ফুল,
হলুদ নিখিল, আমাকে অভিভূত করেছে,
আমরা দুজন মুখোমুখি দুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে...আজ তুমি
কোথাও যেও না শেলী সেনগুপ্তা।

বসন্ত রোদের দিন

তুষার গায়েন

এমন রোদ উঠেছে আজ আকাশবিস্তারী নিঃসীম নীল শূন্যতার ওপারে
যেখানে দৃষ্টি যায় না আর আমাদের অস্তিত্বের অনুভব বিলীন হতে থাকে
এবং সম্বিৎ ফিরে পায় দেখে পৃথিবীর পিঠে অংকুরিত কচি ঘাস, তৃণ ব'লে
মনে হয় নিজেকে আকাশের নিচে এমন রোদের আয়তন উষ্ণতার আঁচে
মুছে দেয় বৃষ্টির অন্তর্ঘাত দেহ থেকে যেন ছিল না তারা গতকাল রাতে
যখন ফিরেছি একা একা আরো একা ঘরের ভিতরে এসে, জানালার শার্সিতে
দমকা হাওয়ার শাসানি দূরে বরফের পাহাড় বুকের উপর চেপে বসে থাকে
আজ সকালে এসে দাঁড়াতেই চির পরিচিত সড়কের 'পর, এক লহমায় ঘুচে
গেছে যেন সব অবরোধ, যুদ্ধের দামামা... শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত রুশ-ইউক্রেন
মুখোমুখি মেহগনি কাঠের টেবিলে।

যে-জলপাই তেল আমার গায়ে মা পরম আদরে মেখে স্নান করাতেন
কুসুম-গরম জলে, তেমনই ঝরছে রোদ উষ্ণতায় বসন্তের দিনে...
বয়স গুটিয়ে ফের শৈশবে ফিরে শুরু করার সাধ এই মর জীবনে!

আমার নববর্ষ

খলিল মজিদ

গ্রীষ্মের প্রথম ভোরটিতে হাজির হয়েছি
মেরুন রঙের এক মোরগ-লড়াই হয়ে
রমনার বটতলে
মাটির তৈরি ছোট্ট একটি কালো বাঁশির উচ্ছ্বাসে;

মাথায় পাগড়ি করে বেঁধেছি চিরকালের শৈশব।
ও আমার নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ
তুমি পুতুল নাচের বাজনার মতো বিস্তারিত
বাংলার পালযুগ থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রায়।

রূপান্তর

নাহার মনিকা

ঘুমের ভেতরে জেগে ওঠে ঘুণপোকা
মেঘেরা বাজায় গর্ভমূলের হাত
মাটির কেশরে তেজী ময়ূরের ডাক,
শুনে দেখো সেটা—
বাতাসের তানে করোটির কনসার্ট।

ময়ূরের রং, শৈত্যর শেষের লাল
রঙ্গের ফিনকি দিয়ে খেলে মহাকাল।
স্রোত থেকে নেমে আসে তীব্র নভোচর,
পাতার শব্দে জাগে ব্রহ্মাণ্ডের ভোর।
মন্থনের ডিমে তাপ দেয় রাজহাঁস
লবণের জল উচাটন, ঘুম ভাঙ্গে।
মৃত্যু ডিঙ্গিয়ে আনে জন্মের শ্বাস!

এই হলো বসন্তের ভোর!
মুখোশ পালটে দোলে নতুন ভূগোল মেনে নিই এ তোমার মুখ।
জাতপাতহীন আদুল মাঠের
মধ্যে অংকুরোদ্গমের সঙ্গে
গোপনীয় গান
খুলে যায়। সড়কের লুকানো চুম্বকে ভোরের চিঠি নিয়ে
বসন্তের দিন অলৌকিক
স্পর্শসুখে নিরন্তর কাঁপে।

অস্ত্র কারখানার খোঁজে

শাম্‌স চৌধুরী রুশো

অনবরত বারুদের গন্ধ আমাকে অস্ত্র খেকো করে তুলেছে।
সকালের নাশতায় কড়কড় করে বুলেট না চিবোলে আমার আড়মোড়া ভাঙে না।
খাবলা মেরে মেরে আগুনের ফুলকি না গিললে কোনো কিছু হজমই হয় না!
দুপুরের খাবারে তো গোটা গোটা মেশিনগান চাই,
ট্যাংকের মতো মচমচে কিছু পেলে তো কথাই নেই।
মর্টার সেল তো আরো উপাদেয়, ক্রিকেট বলের মতো সহজে লুফে নিতে পারি।
অস্ত্র খেতে খেতে আশেপাশের গুদামগুলো সাবাড় করে দিয়েছি।
এখন কারখানার খোঁজে আছি।

দুই পর্ব

খালেদ সরফুদ্দীন

এক
সকল কাজে আমার সময় থাকে
তোমাকে ডাকার সময় নাই,
দুঃখ কিংবা সুখের সময় বাঁকে
প্রতিটি মুহূর্তে তোমাকে পাই।
দুই
জ্যোৎস্নাপাড়ায় যখন রাত থাকে
তোমার নালিশ শুনে চাঁদ কি বলেছে
তাও আমি জানি,
আজকাল চাঁদের সাথে কথা হঁয বেশি।
আমার হা হুতাশ দেখে
জোৎস্না জমে যায় রাতের সন্ধ্যায়
ঠিক ঠিক এসে যাব বন্দরে
ক্যাম্পাসে থাকব তোমার অপেক্ষায়।

মিনতি

স্বপ্ন কুমার

তোমারে ভুলিয়া দেখো আমার কি হাল
তোমারে ভুলিয়া দেখো আমার কি দশা
তোমারে ভুলিয়া কুমার হৈছে কাঙ্গাল
ভুলিও না তুমি যেন আমারে দয়াল

তোমারে ভুলিয়া দেখো কেম্নে কাটে কাল
তোমারে ভুলিয়া দেখো সব গেছি ভুলি
তোমারে ভুলি কুমার হৈছে পয়মাল
ভুলিও না ভুলিও না আমারে দয়াল

কেমনে এমন ভুলা ভুলিলাম আমি
কেমনে এমন ভুলা ভুলিলাম শেষে
তোমারে ভুলিয়া দেখো পাগলিনী বেশে
নিজ নাম ভুলে কুমার ঘুরে বৈদেশে

তোমারে ভুলিয়া জানি ভুলেছি আমারে
এ মিনতি ভুলিও না অধম কুমারে

ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠান

নিউইয়র্কে এক টুকরো নারায়ণগঞ্জ

নিউইয়র্কের উডহেভেনের জয়া হলে গত মঙ্গলবার (১৯ শে এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয় নারায়নগঞ্জ জেলা সমিতি অব উত্তর আমেরিকার(ইনক) আয়োজনে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিল। সংগঠনের সভাপতি মির্জা ফরিদ উদ্দিনি সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা জামান শামীমের তত্বাবধানে সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ আলী হোসেনের পরিচালনায় ইফতার মাহফিল সম্পন্ন হয়। এতে দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি ঈসমাইল হোসেন। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেলিম আহমেদ, মো: ফয়জুল্লাহ, মিয়া ওবায়দুর রহমান, শরীফ মানসুর জামান রিপন, মো: হোক, পাবেল, প্রথম আলোর মনজুরুল হক, রাফাত হোসেন, কবি আহসান হাবিব, হুমায়ুন কবির তুহিন, দোলন খন্দকার, সরুজামান, আফসানা মিলি, আজম ডালি, মির্জা ফারহান, জুনাইরা, নাহিয়ান, মো: ঈছা, শার্লিজ, শেহজীন, ইসতিয়াক, সাদমানসহ আরো অনেকে। উক্ত ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠানের পূর্বে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করেন মুফতি ঈসমাইল হোসেন। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কে অবস্থিত সকল নারায়নগঞ্জবাসী আরো ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান আগত অতিথিরা। অনুষ্ঠানটির আহবায়কের দায়িত্বে ছিলেন খালেদা আক্তার। সদস্য সচিব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফারহানা নুপুর। অনুষ্ঠানে আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান। পুরস্কার বিতরন করেন বিসমিল্লাহ সুপার মার্কের মালিক রাফাত হোসেন, আহসান হাবিব, মো: সেলিম, হুমায়ুন কবির তুহিন, দোলন খন্দকার, সরুজামান, আফসানা মিলি অনুষ্ঠানে কেরাত প্রতিযোগিতার পুরস্কার স্পন্সর করেন সামিয়া নেছা ফারহানা।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP
Service
HHA/
PCA
Service
Skilled
Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

M&N HOME CARE SERVICES LLC

$23/hr

CD PAP - PCA - HHA

866-688-6922

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

21 April 2022, Thursday, 6th Year, Issue 266, 40 Pages

২১ এপ্রিল ২০২২, ৮ বৈশাখ ১৪২৯, ২০ রমজান ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ফ্লোরিডার আদালতে মাস্ক নিয়ে নির্দেশনা

আপিল করবে মার্কিন বিচার বিভাগ

বিশেষ প্রতিনিধি

বিমানসহ অন্যান্য গণপরিবহনে মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেয়ার জন্য আদালতের রায়ের আপীল করবে মার্কিন বিচার বিভাগ।

১৯ এপ্রিল মঙ্গলবার বিচার বিভাগের এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। সার্কিট কোর্টে মাস্ক বাধ্যবাধকতা নিয়ে আপিল করলেও নিম্ন আদালতের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ চাওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে। ফলে আমেরিকায় বিমানযাত্রায় যাত্রীদের মাস্ক ব্যবহার না করার বিষয়টি বহাল থাকছে।

১৮ এপ্রিল সোমবার ফ্লোরিডার আদালত থেকে রায় পাওয়ার পরই এয়ারলাইন্সগুলো মাস্কের বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নিয়েছে। ঐচ্ছিক হিসেবে যাত্রীদের নিজস্ব স্বাস্থ্য নিরাপত্ত্বার জন্য মাস্ক পরতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

মাস্ক পরা, সরকার কর্তৃক জনগণকে মাস্ক পরিধানে বাধ্য করা নিয়ে মার্কিন সমাজ রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। একপক্ষের বক্তব্য রাষ্ট্র জনগণকে এমন বাধ্যবাধকতার নির্দেশ দিতে পারে না। অপরদিকে আরেকপক্ষ মনে করে, কংগ্রেসে দেয়া ক্ষমতাবলে সেন্টার ফোর ডিজিজ কন্ট্রোল বা সিডিসি জনগণের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য এমন ক্ষমতা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় নিয়োগ পাওয়া বিচারক ক্যাথরিন কিম্বাল মিযেল্লে তাঁর রায়ে বলেন,

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

নিউইয়র্ক নগরের সড়কপথে জমে থাকা আবর্জনা দেখছেন স্যানিটেশন কমিশনার জ্যাসিকা টিসচ। ছবি: সংগৃহীত

পরিচ্ছন্নতায় ১১ মিলিয়ন ডলারের অর্থ বরাদ্দ

নিউইয়র্ক

গত দুই বছরের মহামারির সময়ে নিউইয়র্ক নগরের সড়কে এবং বিভিন্ন আবাসিক এলাকা প্রায়ই অপরিচ্ছন্ন দেখা যায়।

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক সিটির পরিচ্ছন্নতা ও স্বাচ্ছন্দ্যে জনচলাচলের জন্য ১১ মিলিয়ন ডলারের বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিশ্বের অন্যতম জনকোলাহলের নগর নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। গত দুই বছরের মহামারির সময়ে নগর পরিচ্ছন্নতা নাজুক হয়ে ওঠে। সড়ক জনপদ এবং বিভিন্ন আবাসিক এলাকা প্রায়ই অপরিচ্ছন্ন দেখা যায়। আবর্জনার স্তূপ, যত্রতত্র পড়ে থাকা আবর্জনা নাগরিকদের জন্য অস্বস্তিকর

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৬

পর্যটন ও অবকাশে অনিশ্চয়তা কাটছে না

রওশন হক

গত দুই বছরে বিশ্বের পর্যটন খাত থমকে দাঁড়িয়েছিল। কারও কোথায় যাওয়ার উপায় নেই। দেশে দেশে কোরেন্টিন, ভ্রমণের নানা জটিলতা চলছিল। পশ্চিমের লোকজন আটলান্টিকের এপাড়- ওপাড় করার যে জমজমাট যাতায়াত বন্ধই ছিল। নিহায়ত প্রয়োজন ছাড়া পারিবারিক অবকাশের কথা কেউ তেমন মাথায় আনেনি গত দুই বছর।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

চ ট্ট গ্রা মে র ই ফ তা র

চট্টগ্রামের ইফতার আয়োজনে মেজবানি মাংসের চাহিদা ব্যাপক

ঐতিহ্যের মেজবান

ঢাকা অফিস

পোস্তদানা, মিষ্টি জিরা, নারকেল আর বাদামবাটা। সঙ্গে আরও কয়েক পদের মশলায় গরুর মাংস মেখে বড় ডেকচিতে ভরে সরিষার তেলে রান্না। বিশেষভাবে তৈরি এই রান্নাকেই বলে মেজবানি মাংস। সেই মাংসের সঙ্গে ভাত, নলার ঝোল, মাংসের ছাঁটছুট আর ডাল দিয়ে লাউয়ের তরকারি

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

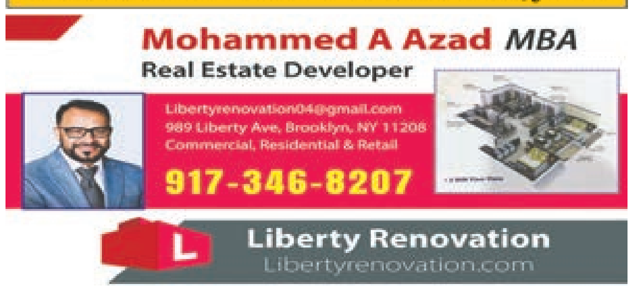

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন**: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল**: **নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com